মরণকে স্মরণ
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

ভূমিকা
পার্থিব জীবনের উপমা ১
মৃত্যু অবধারিত সত্য ১৩
মৃত্যু অনিবার্য ১৬
জীবন-মরণ আল্লাহর হাতে ২৪
মরণের খবর অজানা ২৬
মরণের প্রস্তুতি ২৭
মরণকে স্মরণ ২৮
আমরা মরণ থেকে উদাসীন কেন? ৩৯
যে চলে যায়, সে আর ফেরে না ৫৪
সত্বর তওবা ৫৫
মু'মিনের জন্য মরণই উত্তম ৬২
বাঁচতে চাওয়া কি দূষণীয়? ৬৪
কাফের ও মুনাফিক মরণ থেকে নিস্তার চায় ৬৫
মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও সুধারণা ৬৭
চিন্তার বিষয় ৬৮
মরণের প্রস্তুতি স্বরূপ অসিয়ত ৬৮
ইসলামের অসিয়ত ৭১
নিরাপত্তা লাভের দুআ ৭২
কষ্টে ধৈর্যধারণ করার মাহাত্ম্য ৭৪
মৃত্যু-কামনা বৈধ নয় ৭৫
ভাল লোকের দীর্ঘায়ু অবশ্যই ভাল ৭৬
আত্মহত্যা ৭৭
মরণ নির্ধারিত সময়েই হবে ৮০
নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা জান কবজ করেন ৮১
মৃত্যু-যন্ত্রণা ৮২
মরণের পর জান কোথায় যায়? ৮৭
শেষ ভাল যার, সব ভাল তার ৯০
শুভ মরণের লক্ষণ ৯৩
অশুভ মরণের লক্ষণ ৯৮
আসল ঘর ১০০

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

মেঘে মেঘে অনেক বেলা হল। বর্ণচোরা আমের মত নিজের বয়স বেড়ে হল প্রায় চুয়াল্লিশ। এর মাঝে কত উত্থান-পতন, কত জীবন-মরণ, কত সুখ-দুঃখের কাহিনী ঘটে গেছে আমার।

পেটের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে এক সময় চব্বিশ দিন হাসপাতালে ভরতি থাকি। পরবর্তীতে বারো দিন ভরতি থেকে রিয়ায কিং সঊদ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে গ্যাল-ব্লাডার অপারেশনের মাধ্যমে সে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই।

এক সময় আল-রাস শহরের ভিতরে কুয়াশার ন্যায় বৃষ্টির সময় গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম। রাস্তার মাঝে এক ইলেক্ট্রিক-পোলে ধাক্কা মারলে আমার পায়ে আঘাত লাগে, মাথা ফেটে যায়, হাসপাতালে সিলাই হয়।

আরো কতবার এক্সিডেন্টের মুখ থেকে বেঁচে গেছি। গাড়ি চালাতে গিয়েও মরণকে স্মরণ ক'রে সীট-বেল্ট্ বাঁধতে হয় সকলকে। প্লেনে বসেও মরণকে স্মরণ ক'রে সীট-বেল্ট্ বাঁধতে হয়।

বড় বড় আলেম-উলামা চলে গেলেন, আত্মীয়-স্বজন মারা যাচ্ছে, অনেক সঙ্গী-সাথীরাও সঙ্গ ছেড়ে বিদায় নিচ্ছে। আপনাকে-আমাকেও সকলের নিকট থেকে বিদায় নিতে হবে।

জীবনের এমন মুহূর্তও আসে, যখন আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় না। জানাযা, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেও জীবনের মূল্যহীনতা প্রকাশ পায়।

রক্ত-পিপাসু দুশমনও থাকতে পারে আমার অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে। মরণের পাতা ফাঁদে যে কোন সময় পা ফেঁসে যেতে পারে।

কখনো কখনো নির্জনে জীবনের কথা বসে ভাবি, পরকালের পাথেয় কি সংগ্রহ করলাম? কবরের ঘর কি সঠিকভাবে বানাতে পেরেছি? মনের আবেগে চোখে পানি আসে। মহান প্রতিপালকের উপর ভরসাই একমাত্র সম্বল।

মরণকে স্মরণ ক'রে বক্তৃতা করি, কিছু লিখেও ফেললাম। যদি এর দ্বারা আপনিও উপকৃত হন। আল্লাহ যেন সেই তওফীক দেন এবং মরণ-পথের পাথেয় সংগ্রহ করার প্রয়াস দান করেন। আমীন।

ইতি---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
রমযান ১৪৩০হিঃ, সেপ্টেম্বর ২০০৯

পার্থিব জীবনের উপমা

মানুষ জন্ম নিয়ে পৃথিবীর সংসারে আসে। বড় আদরে মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনের কোলে প্রতিপালিত হয়। শিশু একদিন কিশোর হয়, যুবক হয়। তারও ছেলে-মেয়ে হয়। তারপর প্রৌঢ় হয় এবং পরিশেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়। অতঃপর এক সময় মৃত্যুবরণ ক'রে এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়।

অবশ্য অনেকেই বার্ধক্য পাওয়ার আগেই কোন রোগ অথবা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে।

দুনিয়ার যিন্দেগীর এই উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, সবলতা-দুর্বলতার যে পালা-বদল হয় এবং সবশেষে যে মানুষকে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, তার বিভিন্ন উপমা বর্ণিত আছে। সে সকল উপমা নিয়ে একটু গবেষণা করলে এ জীবনের প্রকৃতত্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই জীবনটাকে ছলনাময় বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّـةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} (١٨٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

۞ পার্থিব জীবন হল ধোঁকার সম্পদ। এ জীবন মানুষকে ধোঁকা দেয়। মানুষ তাকে সুন্দরী প্রেমিকা ভেবে গভীরভাবে ভালবাসে। বহু কিছু তার পশ্চাতে ব্যয় করে। তাকে ধন দেয়, মন দেয়, জীবনও দেয়। কিন্তু পরিশেষে সে প্রেমিকা ধোঁকা দিয়ে তাকে বর্জন করে! সে প্রেমিকাকে বিশ্বাস করে, কিন্তু সে তাকে ধোঁকা দেয়।

মায়ার এ দুনিয়া সুসজ্জিতা ও সুরভিতা বিষকন্যা। রূপের যাদু নিয়ে রূপ নগরের রাজকন্যা। কত শতরূপা সুন্দরী সে! কত অপরূপা রূপসী সে! মানুষ হালাল-হারাম না বেছে অর্থ উপার্জন ক'রে তার সন্তুষ্টির পথে ঢেলে দেয়। তার মিলন পাওয়ার আশায় কত শত বাধা উল্লংঘন করে, কত বিপত্তির ঝুঁকি নেয়। কত কর্তব্য উপেক্ষা করে, কত

উপদেষ্টার উপদেশকে অবজ্ঞা করে, প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু দুনিয়ার লায়লী পরিশেষে তাকে ধোঁকা দেয়।

অনেকে মনে করেন, দুনিয়া সুসজ্জিতা বৃদ্ধার মত। আবুল আ'লা বলেন, আমি স্বপ্নে এক অতি বৃদ্ধাকে দেখলাম, সে সর্বপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও সুসজ্জিতা ছিল। আর অসংখ্য লোক তার চারিপাশে দাঁড়িয়ে লোভাতুর নজরে তাকিয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে তুমি?' সে জবাব দিল, 'আমি দুনিয়া!' আমি বললাম, 'তোমার মন্দ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি।' সে বলল, 'আমার মন্দ থেকে মুক্তি পেতে হলে অর্থকে ঘৃণা কর।'

۞ এ দুনিয়া হল একটি খেলার মাঠ, ফুটবল-গ্রাউণ্ড, ক্রীড়া-মহল, খেলাঘর। নারী-পুরুষ সকলেই এক-একটি খেলোয়াড়, প্লেয়ার। রেফারি বাঁশি ফুঁকে দিলে সে ভবের খেলা সাঙ্গ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ }

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছু নয়, যারা সংযত হয় তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি তা বোঝ না? *(সূরা আনআম ৩২ আয়াত)*

{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। *(সূরা আনকাবূত ৬৪ আয়াত)*

{إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ}

অর্থাৎ, পার্থিব জীবন তো শুধু খেল-তামাশা মাত্র। যদি তোমরা বিশ্বাস কর ও আল্লাহ-ভীরুতা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩৬ আয়াত)*

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْـأَمْوَالِ وَالْأَوْلَـادِ كَمَثَـلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُـصْفَرًّا ثُـمَّ يَكُـونُ حُطَامًـا وَفِـي الْـآخِرَةِ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (٢٠) سورة الحديد

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে

চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

এ খেলার কথা খুব সহজভাবে বুঝতে হলে পাড়াগ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধুলোবালি নিয়ে খেলার কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। কবি তা ভেবে লিখেছেন,

'যে মত শিশুর দল পথের উপর,
খেলাধুলা করে তারা বানাইয়া ঘর।
হেন কালে স্নেহময়ী মাতা ডাক দিলে,
ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে যায় মাতৃকোলে।
সেই মত এই পৃথিবীর সংসার-জীবন,
মহাকালের এলে ডাক র'ব না তখন।'

জীবনের বিশাল সমুদ্রে ভেলা-খেলা শেষ হলে যথাসময়ে সকলে ফিরে যাবে মরণ-সাগর-তীরে। কবি বলেছেন,

'চল-পথে তারে কে দিল বলিয়া আবার আসিও ফিরে,
বেলা অবসানে খেলা শেষ হলে মরণ-সাগর-তীরে।
ধরণীর যত কল্লোল গান
যত দান যত প্রতিদান
তুমি জনমের মত মুছিয়া আসিও দুপায়ে দলিয়া ধীরে।।
ফুল-ঝরা ঐ মাঘের প্রদোষে ভাসে ফাগুনের সুর--
দূর সে যে বহু দূর,
চল হে পথিক আপনার জনে ভাসায়ে নয়ন-নীরে।
খেলা শেষ হল ধীরে চল ঐ মরণ-সাগর-তীরে।'

۞ এ জীবনের উপমা যেন একটি ফুলবাগানের মত, একটি ফল-ফসলে ভরা শস্যক্ষেতের মত; যা একদিন সবুজ-শ্যামল নয়নাভিরাম থাকে। অতঃপর একদিন খড়-কুটায় পরিণত হয়; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন। তিনি আরো বলেন,

{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

অর্থাৎ, বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা ক'রে থাকি। *(সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত)*

{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا} (٤٥) سورة الكهف

অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্‌গত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(সূরা কাহফ ৪৫ আয়াত)*

۞ এ জীবন হল সাময়িক ভোগ-বিলাসের বিলাসভবন। ক্ষণস্থায়ী সুখভোগের অস্থায়ী রঙমহল। ফিরআউন সম্প্রদায়ের এক মু'মিন ব্যক্তি তাঁর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন,

{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} (٣٩) سورة غافر

অর্থাৎ, এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। *(সূরা মু'মিন ৩৯ আয়াত)*

দুনিয়াকে সেই ভোগসম্ভার দিয়ে সজ্জিত ক'রে মহান আল্লাহ আদমকে সেখানে পাঠানোর সময় বলেছিলেন,

{اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}

অর্থাৎ, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও এবং কিছু কালের জন্য পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস ও উপভোগ রইল।' *(সূরা আ'রাফ ২৪ আয়াত)*

দুনিয়াতে এসে মানুষ ভোগ-বিলাসে মেতে গেল। মন্ত্রমুগ্ধ হল ভোগের মায়ায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِـرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ} (٢٦) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র। *(সূরা রা'দ ২৬ আয়াত)*

মহান আল্লাহ সেই ভোগ-বিলাস থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক ক'রে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ} (٣٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য। *(সূরা তাওবাহ ৩৮ আয়াত)*

কি সে উপভোগ্য বস্তু? প্রধান প্রধান বস্তুসমূহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ}

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৪ আয়াত)*

'নারী-বাড়ি-গাড়ি' হল বর্তমান পৃথিবীর উপভোগ্য বস্তু। আর পুরুষ হল নারীর উপভোগ্য বস্তু। দম্পতির সুখের বস্তু হল ধন-মাল, গাড়ি-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি।

❁ দুনিয়া তো এক সরাইখানা। দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা, একটি পান্থনিবাস, একটি প্রতীক্ষালয়। ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিয়ে মুসাফির আবার পথ চলতে শুরু করে। বাহনের অপেক্ষা ক'রে নিজের গন্তব্য-পথে যাত্রা করে। এককালে মানুষ রূহ-জগতে বাস করে। অতঃপর জন্ম নিয়ে পার্থিব-জগতে আসে। তারপর তাকে ঐ রাহী মুসাফিরের মতই ফিরে যেতে হয় পরকালের গৃহে।

এক সময় মানুষের আদিপিতা বেহেশতে ছিলেন। সেটাই মানুষের আদি ঘর, আসল

বাড়ি। মানুষকে ফিরে যেতে হবে সেখানে। মানুষ পৃথিবীর গৃহকে যতই ভালবাসুক, আসল ভালবাসা প্রাপ্য হল সেই আদি গৃহের।

'প্রেমের পরিধি যতই বাড়ুক না কেন, প্রেমের পাত্র যতই বৃদ্ধি পাক্ না কেন, আসল ও প্রকৃত প্রেমের টান থাকে সেই প্রথম প্রেমিকের প্রতি। তুলনায় তার তুল্য পরবর্তীর অন্য কেউ হয় না। মানুষ যত দেশেই যাক, যেখানেই বাস করুক, মনের টান থাকে তার সেই প্রথম দেশ, পরিবেশ ও মাতৃভূমির প্রতি। মানুষের প্রথম দেশ ও বাসস্থান হল জান্নাত। আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে আমাদের আসল দেশে। কিন্তু বিদেশে বের হয়ে আমরা দুশমন শয়তানের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছি। তাই তো সন্দেহ হয়, নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যেতে পারব কি না?' শুধু শয়তানের হাতে বন্দী নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির হাতেও বন্দী হয়ে গেছি। অথচ শয়তানের দোহায় দিয়ে তার বদনাম ক'রে তো সফল হওয়া যায় না।

দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা। যত বছরই বাঁচি, মনে হয় ক্ষণকাল বাঁচলাম। নিজের বয়স বাড়ছে তা স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না। ক্ষণস্থায়ী জীবনের একটি যাত্রা। সুখী মুসাফিরের যাত্রাপথ খুবই কাছের মনে হয়, দুঃখী মুসাফিরকে পথ লম্বা লাগে। কবি কায়কোবাদ মানুষের এই মুসাফিরী জীবন লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন,

'ভেবে দেখ ওরে মন, এ সংসারের পান্থশালা,
একদল আসে হয়, অন্য দল চলে যায়,
স্বার্থপূর্ণ এ জীবনে দু'দিনের খেলা।'

অন্য এক কবি বলেছেন,

'পান্থশালা এ সংসার, কেহ নহে কার,
একদল আসে আর একদল যায়;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায়?
ইহারে উহারে বলি' আমার আমার,
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।।'

অন্য এক কবি বলেন,

'কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে,
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা।'

অন্য এক ক্ষুদে কবি নদীর খেয়াঘাটে বসে জীবন-সফরের কথা কল্পনা ক'রে

লিখেছেন,

'যেমন গোদারা ঘাঠে পারের আশাতে,
মোটমাট বেঁধে লোকে থাকে অপেক্ষাতে।
খেপ গেছে আমাদের মুরুব্বীর সবাই,
আমরাও যাবার লাগি বসে আছি ভাই।'

আরবী কবি বলেন,

وَمَا الْمَرْءُ إِلاَّ رَاكِبٌ ظَهْرَ عُمْرِه ... عَلَى سَفَرٍ يُفْنِيه بِاليَوْمِ وَالشَّهْرِ
يَبِيْتُ وَيُضْحِي كُلَّ يومٍ وَلَيْلَةٍ ... بَعِيْدًا عَنْ الدُّنْيَا قَرِيْبًا إِلَى القَبْرِ

অর্থাৎ, মানুষ তো একজন আরোহীর মত, যে তার আয়ুর পিঠে আরোহণ ক'রে এমন সফরে আছে, যা দিন ও মাস দ্বারা শেষ ক'রে ফেলছে।

প্রত্যেক দিন ও রাত অতিবাহিত ক'রে সে দুনিয়া থেকে দূর এবং কবরের নিকটবর্তী হয়ে চলেছে।

বলা বাহুল্য, মানুষের বয়স আসলে বাড়ে না, কমে যায়। যত তার বয়স বাড়ে, তত তার আয়ু কমে যায়। যে সফর রূহ জগৎ থেকে শুরু হয়েছে, তা চলতে থাকে। পরিশেষে কবরে পৌঁছে আসল ঠিকানা লাভ হয়।

জীবন-তরী চলছে নদে। তরীর যাত্রীদের কে কোথায় কখন নেমে যাবে, নামতে বাধ্য হবে। যেহেতু তাকে ফিরে যেতে হবে আসল ঠিকানায়।

কবি বলেছেন,

'যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা, কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষনেক-তরে
বসবে আমার তরী-'পরে
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে মানবে না মোর মানা।
এলে যদি তুমিও এসো। যাত্রী আছে নানা।।'

۞ দুনিয়া যেন একটি ছায়াদার গাছ। যে গাছের নিচে মুসাফির কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার পথ চলতে শুরু করে। মহানবী ﷺ বলেন, "আমার সাথে দুনিয়ার সাথ কি? আমি তো সেই মুসাফির ব্যক্তির মত, যে কোন গাছের ছায়ায় কিছু বিশ্রাম নিয়ে তা ত্যাগ ক'রে চলে যায়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৮৮ নং)*

۞ দুনিয়া তো মেঘের ছায়া। মেঘের ছায়া সত্বর সরে যায়। এ দুনিয়ারও ভরসা

কোথায়?

۞ এ দুনিয়া যেন বিষ-মাখা মধু। মধুর মধুরতা তথা মিষ্টির লোভে যে তা খাবে, সে ধ্বংস হবে।

۞ দুনিয়া হল পাপের ধরাধাম, বঞ্চনা ও দুঃখ-কষ্টের সংসার-জীবন।

۞ এ দুনিয়া যেন অভিশাপময় শয্যাগৃহ। যে শয্যায় প্রিয়তমার সাথে বাসর রাতের ফুল-শয্যা নিমিষে কাঁটার শয্যায় পরিণত হয়।

۞ দুনিয়া মুসলিমদের জন্য কারাগার স্বরূপ। আর কাফেরদের জন্য বেহেশ্ত্ স্বরূপ। *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৫৮নং)* কারাগারে যেমন কোনকিছু স্বাধীনতা থাকে না, তেমনি মু'মিনদের নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। কারাগারে যেমন কোন বিলাস-সুখ থাকে না, তেমনি দুনিয়ায় মু'মিনরা ইচ্ছাসুখ পায় না। ইচ্ছাসুখ আছে কেবল বেহেশ্তে। তাছাড়া বন্দী যেমন জেলে কষ্ট পায়, তেমনি মু'মিন দুনিয়াতে কষ্ট পায়। আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করেন; বালা-মসীবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাছাড়া ফরয পালনেও তার কষ্ট হয়।

জেলখানায় যেমন কোন আরাম নেই, এ দুনিয়ায় তেমনি কোন আরাম নেই। জেলখানায় যেমন কোন সুখ নেই, এ দুনিয়ায় তেমনি কোন আসল সুখ নেই। জেল খানায় যেমন অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়, এ দুনিয়ায় তেমনি কত শত লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হয়। নীরবে কত শাস্তি হজম করতে হয়।

অমুসলিমরা ছাড়া নামধারী মুসলিমরাও কত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে; দাড়ি নিয়ে, পর্দা নিয়ে, দ্বীনদারী নিয়ে কত শত ঠাট্টা-উপহাস করে, তার কি ইয়ত্তা আছে? সবই চোখ বুজে সহ্য করতে হয়। সকল উপহাস অগ্রাহ্য করতে হয়। পরের কথার চেয়ে ঘরের কথা গায়ে বেশি লাগে, তবুও ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করতে হয়। কত আপদ, কত বিপদ এসে নিষ্পিষ্ট করে, সবকিছুতে ধৈর্য ধারণ ক'রে সংসার করতে হয়।

জেলখানায় সরকারের আমলাদের যেমন অত্যাচার সহ্য করতে হয়, খামাখা আরোপিত অপবাদ প্রমাণ করতে অহেতুক প্রহার খেতে হয়, অকথ্য গালিগালাজ শুনতে হয়, মুসলিম তথা মহাপুরুষদের প্রতীক দাড়ি স্পর্শ ও আকর্ষণ ক'রে নানা ব্যঙ্গ ও ব্যথা সহ্য করতে হয়, তেমনি দুনিয়ার দুশমনরাও খামাখা মু'মিনের গায়ে কাদা ছুঁড়ে দেয়, অহেতুক কষ্ট দেয়, হিংসুক হিংসার বিষ-হাস্য হাসে, পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি করে, অপবাদ রচনা করে, রটনা করে, তা শুনে অনেক ভাল লোকেও মিষ্টি হাসি হাসে, সত্য-মিথ্যা না জেনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিযোগিতায় কয়েক ধাপ নিচু করার সুযোগ লাভ করে। এমন অনেকে যাদের পাছায় গামছা জুটে না, তারা অপরের গলায়

গামছা দিতে প্রয়াসী হয়! কোন্ দোষে? দোষ এই যে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নিজের টাকায় পোলাও খায় তাই! অথবা ঘরের খেয়ে বনের মোষ চড়ায় তাই!

হায়রে! অনেকে জেলখানায় থেকেও দুনিয়ার অনুরূপ বহু কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। জেলখানায় কষ্ট আছে; কিন্তু বাঘ-ভালুক নেই। আর এ দুনিয়ার সুন্দর বনে যে বাঘ-ভালুক, সাপ-বিছুতে পরিপূর্ণ! মু'মিনের জন্য কত কঠিন এ দুনিয়া! কত কঠিন এ মনুষ্য-সংসার!

আমি বিদেশে আছি। আমি মনে করি, আমার অনেক সম্মান আছে। অনেক ভাই আক্ষেপ ক'রে বলেন, 'দেশের খিদমত কখন করবেন?'

এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, 'দেশের গুঁতুনি কখন খাবেন?'

অনেকে বলেন, 'বিদেশে আছ, খুব ভাল আছ। দেশে কষ্ট পাবে।'

হায়রে বিদেশ! বিদেশও কি সুখের জায়গা? তবুও তুলনামূলক সুখ আছে বলেই হিতাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দেন বিদেশেই থাকতে। তাছাড়া আমার সংসার জীবনে মাত্র একটি বছর দেশে কাটিয়ে দেখেছি 'স্বদেশের সুখ'। মায়ের মাটি, মায়ার মাটি যে মানুষকে এত দুঃখ দিতে পারে, তা আমার জানা ছিল না।

কেউ কেউ আমার অবস্থা শুনে বলেছিলেন, 'ইব্‌তিদাঈ ইশ্‌ক হ্যায় রোতা হ্যায় কিয়া, আগে আগে দেখো হোতা হ্যায় কিয়া।'

কেউ বলেছিলেন, 'ওটা স্বাভাবিক, দূরে থাকলে হামলায়, আর কাছে থাকলে কামড়ায়!'

যাই হোক, সে স্বদেশ থেকে বিদেশ আমার অনেক ভাল, সে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুনিয়া থেকে জেলখানা অনেক ভাল। আর বেহেশ্তের সুখের তুলনায় এ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুখীও জেলখানায় আবদ্ধ বন্দীর মত।

۞ দুনিয়া লবণাক্ত পানির মত, যত পান করবে, তত পিয়াস বেড়ে যাবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যদি আদম সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার কাছে দুটি উপত্যকা হোক। (কবরের) মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তওবা গ্রহণ করেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

۞ এ দুনিয়া যেন একটি সুন্দর পার্ক, বিলাস-উদ্যান, ফুলের বাগান। সুশোভিত এ বাগানে যেন কত নারী-পুরুষ বিলাস-বিহার করতে আসে। তারপর যথাসময়ে সকলে বাড়ি ফিরে যায়। উর্দু কবি বলেছেন,

'বাগে কত প্রজাপতি এসে মধু তোলে,

তা' পরে কোথায় তারা উড়ে যায় চলে।
এ বাগান থাকিবে আগের মতই আর শত-সহস্র এ বুলবুল,
আপন আপন বুলি বলিয়া উড়িয়া যাইবে সুদূর কূল।'

কিন্তু যে দ্বীনদার হয়, সে দুনিয়ার চমক দেখে চমৎকৃত হয় না। কোন গরু-গাধাকে কি দেখা যায় যে, বাগানে মাটির উপর ঘাস ছেড়ে দিয়ে ডালের উপর সুশোভিত ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে?

۞ পৃথিবীটা একটা রঙ্গমঞ্চ, আর পুরুষ ও নারী তার অভিনেতা ও অভিনেত্রী। কবি বলেছেন,

"পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,
মরণ এক দিন মুছে দেবে সকল রঙ্গিন পরিচয়।
মিছে এই মানুষের বন্ধন
মিছে মায়া স্নেহ প্রীতি ক্রন্দন
মিছে এই জীবনের রঙ্‌ধনু শত রঙ
মিছে এই দু' দিনের অভিনয়।
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়।।
মিছে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
মিছে গান কবিতার ছন্দ
মিছে এই অভিনয় নাটকের মঞ্চে
মিছে এই জয় আর পরাজয়।
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,
মরণ এক দিন মুছে দেবে সকল রঙ্গিন পরিচয়।।"

۞ অনেকে বলেন, দুনিয়া এক ব্যবসার বাজার। নারী-পুরুষ যেন সেই বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা। ভবের বাজার একদিন ভেঙ্গে যাবে। বাজারের লাভ-নোকসানের হিসাব লাগবে। হাট বসেছে। এক সময় হাট ভেঙ্গে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি অনেক টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে কোন কিছু ক্রয় করার কথা চিন্তাই করল না। অতঃপর তার অবহেলার ফলে টাকাগুলি হারিয়ে গেল। তার পুঁজিও হারাল অথচ কোন পণ্যও কিনতে পারল না। অনুরূপ উপমা একজন মানুষের, যে এত লম্বা আয়ু পেয়েও নিজের পরকালের সওদা ক'রে নিতে পারল না।

۞ অনেকে বলেন, এ সংসার নিদ্রিতের স্বপ্ন। এ জগৎ বাস্তব নয়। বাস্তব জগৎ হল

পরকালের জগৎ। এ কথা প্রত্যেক নারী-পুরুষ তার জীবন-সায়াহ্নে অনুভব ক'রে থাকে। আশি-একশ বছর কাটানোর পরেও মনে হবে, সে যেন স্বপ্ন দেখছিল।

কথিত আছে যে, নূহ ﷺ কমবেশি এক হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর জান কবজ করার জন্য মালাকুল মাওত তাঁর কাছে এসে বললেন, 'আপনি তো নবীগণের মধ্যে সবার চেয়ে বেশী দীর্ঘজীবী। দুনিয়া আপনাকে কেমন মনে হল?' তিনি বললেন, 'মনে হল, দুনিয়া যেন দু'টি দরজাবিশিষ্ট একটি ঘর, যার এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে এলাম!' *(ঈক্বাযু উলিল হিমামিল আলিয়াহ ১/২৯৬)*

কিয়ামতের দিন এ অনুভব আরো হাল্কা হবে। তখন যা মনে হবে, তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ} (٣٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিবসের এক দন্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। *(সূরা আহক্বাফ ৩৫ আয়াত)*

{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} (٤٦) سورة النازعات

অর্থাৎ, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে। *(সূরা নাযিআত ৪৬ আয়াত)*

হাসান বাসরী (রঃ) উমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ)কে এক চিঠিতে এই উপদেশ লিখেছিলেন, 'দুনিয়া এক স্বপ্ন। আখেরাতই বাস্তব জগৎ। আর মৃত্যু উভয়ের মাঝে যবনিকা। আমরা অলীক স্বপ্নে বিভোর আছি। যে নিজের হিসাব নেবে, সে লাভবান হবে, যে আত্মার বিষয়ে উদাসীন হবে, সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। যে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। যে ধৈর্যধারণ করবে, সে কৃতার্থ হবে, যে ভয় করবে সে নিরাপত্তা পাবে। যে উপদেশ গ্রহণ করবে, সে দূরদর্শী হবে এবং যে দূরদর্শী হবে, সে উপলব্ধি করবে। আর যে উপলব্ধি করবে, সে জ্ঞানলাভ করবে এবং যে জ্ঞানলাভ করবে, সে আমল করবে। অতএব আপনার পদস্খলন ঘটলে, আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। লাঞ্ছিত হলে, (লাঞ্ছনার কারণ ও কাজ) বর্জন করুন। কিছু বিস্মৃত হলে প্রশ্ন করুন এবং ক্রোধান্বিত হলে সংবরণ করুন।'

ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্বন্ধে আরবী কবি বলেন,

دقات قلب المرء قائلة له   إن الحياة دقائق وثواني

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها   فالذكر للإنسان عمر ثاني

অর্থাৎ, মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন সদা যেন বলেই চলেছে, জীবন তো কয়টা মিনিট ও সেকেন্ডের নাম। সুতরাং তুমি তোমার মরণের পর জীবনের সুনামকে উচ্চ কর। যেহেতু সুনাম হল মানুষের দ্বিতীয় জীবন।

বাংলা কবি বলেন,

'টিক্ টিক্ টিক্ যে ঘড়িটা বাজে টিক্ টিক্ বাজে,
কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে ক'দিন কাজে?'

অন্য এক আরবী কবি বলেন,

أذان المرء حين الطفل يأتي   وتأخيرك الصلاة إلى الممات

دليلٌ على أن محياه يسيرٌ   كما بين الأذان إلى الصلاة

অর্থাৎ, শিশু জন্ম নিলে আযান দেওয়া হয়, আর তুমি মরণ পর্যন্ত নামায পিছিয়ে রাখ। এটি এ কথার দলীল যে, জীবনও বড় সামান্য সময়ের; আযান ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের মত!

সালামাহ আল-আহমার বলেন, একদা আমি বাদশা হারুন রশীদের নিকট গমন করলাম। তাঁর বালাখানা ও রাজমহল দেখে আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার মহলখানা বেশ প্রশস্ত! আপনার মৃত্যুর পরে আপনার কবরখানিও যদি প্রশস্ত হয়, তবেই ভালো।'

এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বললেন, 'হে সালামাহ! আপনি আমাকে সংক্ষেপে আরো কিছু উপদেশ দিন।'

আমি বললাম, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! যদি কোন মরুভূমিতে পৌঁছে পিপাসায় আপনার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তাহলে তা দূর করার জন্য কত পরিমাণ অর্থ দিয়ে এক ঢোক পানি কিনবেন বলবেন কি?'

তিনি বললেন, 'আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে তা কিনব।'

আমি বললাম, 'অতঃপর তা কিনে পান করে তা যদি আপনার পেট থেকে বের হতে না চায়, তাহলে তা বের করার জন্য কি ব্যয় করবেন?'

বললেন, 'বাকী অর্ধেক রাজত্ব ব্যয় করে দেব।'

আমি বললাম, 'অতএব সে দুনিয়ার উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে দুনিয়ার মূল্য হল মাত্র এক ঢোক পানি ও এক গোড় পেশাব!'

এ কথা শুনে বাদশা হারুন রশীদ আরো জোরে কেঁদে উঠলেন।

বলাই বাহুল্য যে, এ দুনিয়া অলীক, দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস মুমিনের কাম্য নয়। দুনিয়াদারীর ফাঁদে আটকে পড়া জ্ঞানী মুসলিমের কাজ নয়। পক্ষান্তরে যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না, তারাই পার্থিব ভোগ-বিলাস নিয়ে খোশ থাকে।

{إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧) أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (٨) سورة يونس

অর্থাৎ, যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে এবং এতেই যারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন; এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম। *(সূরা ইউনুস ৭-৮ আয়াত)*

আমরা যে খেলায় মেতে আছি, তার সমাপ্তি ঘোষণার শেষ বাঁশি কখন যে বেজে যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নেই।

মৃত্যু অবধারিত সত্য

'জন্ম-মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।'

মৃত্যু অবধারিত সত্য। মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে সকলেই বাধ্য। ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর, বীর-ভীরু, নেককার-বদকার, নবী-অলী সকলেই একই পথের পথিক। মরণের হাত হতে কেউ পরিত্রাণ পেলে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)গণ এবং বিশেষ ক'রে আমাদের নবী প্রিয় হাবীব ﷺ পেতেন।

জীবন-মরণের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [آل عمران/١٨٥]

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের

কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

এ বিশ্বে যেই জন্মগ্রহণ করেছে, তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা রবে?
চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন নদে?'

অবশ্য মরণ হবে দেহের। আত্মা মরণের মজা চিখবে। প্রাণ দেহত্যাগ করবে। প্রাণ-পাখী দেহের খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাবে।

রূহ বা আত্মার মৃত্যু হয় না। এই জন্য বলা হয় যে, নূহ নবী ও আপনার বয়স সমান। দেহের নয়, আত্মার। যেহেতু নূহ নবীর আত্মা যখন সৃষ্টি হয়েছে, আপনার আত্মাও তখনই সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই আত্মার কোন মরণ নেই। অবশ্য তার থাকার জায়গা বা দেহ পরিবর্তন হতে থাকে। জন্মের পর এক দেহ, মরণ ও পুনরাত্থের পর অন্য দেহ। অবশ্য পরকালের দেহ আর পরিবর্তিত হবে না।

প্রত্যেক আত্মাকে মরণের তিক্ত পেয়ালা পান করতে হবে। এ পানে সকলে সমান। পাপাচার মরবে, পুণ্যবানও মরবে। মুজাহিদ মরবে, ভীরু-কাপুরুষও মরবে। রোগী মরবে, সুস্থ ব্যক্তিও মরবে। নিরাশাবাদী মরবে, আশাবাদীও মরবে। অসাবধানী মরবে, সাবধানীও মরবে। নিঃস্ব ভিখারী মরবে, কোটিপতিও মরবে। ফুটপাতের বাসিন্দা মরবে, বালাখানার বাসিন্দাও মরবে। বিশ্বাসী মরবে, অবিশ্বাসীও মরবে। মরণের হাত থেকে কি কেউ রেহাই পাবে?

আমার প্রিয় হাবীব আল্লাহর খলীল, নবীকুল শিরোমণি, সৃষ্টির সেরা নবী, বাঁচলে তিনি বাঁচতেন। মহান আল্লাহ যদি এ দুনিয়ায় কাউকে বাঁচিয়ে রাখতেন, তাহলে নিজের খাস বন্ধুকে রাখতেন। কিন্তু বন্ধু যে বন্ধুর কষ্ট চান না। এ জগৎ যে কষ্টের জগৎ। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না --যতটা দ্বিধা করি এজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।' *(বুখারী ৬৫০২নং)*

আমার প্রিয় হাবীব থাকলেন না। মহান আল্লাহ তাঁকে রাখলেন না। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। সুতরাং অন্য কেউ কি থাকতে পারে? অন্য কাউকে মহান আল্লাহ রাখবেন? কক্ষনই না। তিনি বলেন,

{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (٣٥) [الأنبياء]

অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা আম্বিয়া ৩৪-৩৫ আয়াত)*

মরতে সকলকেই হবে। না মরে সফল কেউ হবে না। অবশ্য সফলতা আছে মরণের পর সুখের জীবন লাভ ক'রে। মহান আল্লাহ বলেন,

{كُلُّ نَفْس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّـةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} (١٨٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

শুধু মানুষই নয়, এ বিশ্বের সকল কিছু ধ্বংসশীল, সবছিুই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু মহান আল্লাহ। তিনি বলেন,

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَـا إِلَـهَ إِلَّـا هُـوَ كُـلُّ شَـيْءٍ هَالِـكٌ إِلَّـا وَجْهَـهُ لَـهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْـهِ تُرْجَعُونَ} (٨٨) سورة القصص

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই । তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা ক্বাস্বাস ৮৮ আয়াত)*

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (٢٧) سورة الرحمن

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)। *(সূরা রাহমান ২৬-২৭ আয়াত)*

মরণ-নদের খরতর স্রোতে সকাল-সন্ধ্যা-রাতে,
নর-নারী পাপী-অপাপী দুখী, সুখীও খালি হাতে।
'যুবক বৃদ্ধ শিশু ও বালক কিশোর-কিশোরী দল,
জ্ঞানী-বিজ্ঞানী দর্শনবিদ্ ভেসে চলে অবিরল।'
'হায়রে দুনিয়া তুই কারে না ছাড়িলি,

আম্বিয়া-আওলিয়া যত সকলে মারিলি।
যত শাহ শাহানশাহ সম্রাট সুলতান,
যত যোদ্ধা যত বীর যত পালোয়ান।
তোরি হাতে গেল সব সড়িয়া মিটিয়া,
হাসিয়া কাঁদালি সবে বড় ধোঁকা দিয়া।'

❁❁

মৃত্যু অনিবার্য

আরবী কবি বলেন,

إذا ما كنت ذا قلب قنوع　　فأنت ومالك الدنيا سواء
ومن نزلت بساحته المنايا　　فلا أرض تقيه ولا سماء
وأرض الله واسعة ولكن　　إذا نزل القضا ضاق الفضاء
دع الأيام تغدر كل حين　　فما يغني عن الموت الدواء

অর্থাৎ, যদি তুমি অল্পে সন্তুষ্ট হৃদয়-ওয়ালা না হও, তাহলে তুমি ও দুনিয়ার রাজা এক সমান।

যার আঙ্গিনায় মৃত্যু আসবে, তাকে না কোন পৃথিবী বাঁচাতে পারবে, আর না কোন আকাশ।

আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত; কিন্তু যখন তকদীর এসে যাবে, তখন মহাশূন্যও সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

দিবারাত্রিকে ধোঁকা দিতে দাও প্রত্যেক সময়ে, মরণ এসে গেলে ঔষধ ফল দেবে না।

কেউ মরতে না চাইলে, মরণ থেকে কেউ পলায়ন করতে চাইলেও কি বাঁচার কোন উপায় আছে? মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّـئُكُم بِمَـا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {٨} سورة الجمعة

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা (আল্লাহ)র নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে, যা তোমরা

করতে।' *(সূরা জুমুআহ ৮ আয়াত)*

এক সময় এমন আসবে যখন ঝাড়ফুঁক ও চিকিৎসা কোন কাজে দেবে না। তখন মরণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। মরণের হাতে অসহায় হয়ে পড়বে সকলে। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَلاَّ إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِي (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} (٣٠) سورة القيامة

অর্থাৎ, কখনই (তোমাদের ধারণা ঠিক) না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কি? সে দৃঢ়-বিশ্বাস ক'রে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময়। তখন পায়ের (নলার) সাথে পা (নলা) জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই যাত্রা হবে। *(সূরা ক্বিয়ামাহ ২৬-৩০ আয়াত)*

কেউ কি পারবে মরণকে বাধা দিতে? মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلاَ إِنْ كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ} (٨٧)

অর্থাৎ, পরন্তু কেন নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক। আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তাহলে তোমরা তা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। *(সূরা ওয়াক্বিআহ ৮৩-৮৭ আয়াত)*

মুনাফিকদল জিহাদে না গিয়ে শহীদ মুজাহিদগণের সমালচনায় বলেছিল, 'তারা আমাদের সঙ্গ দিলে, মারা পড়ত না।' মহান আল্লাহ তাদের প্রতিবাদে বলেছেন,

{الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (١٦٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা (ঘরে) বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা আমাদের কথা মত চললে নিহত হতো না। তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৮ আয়াত)*

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। মৃত্যুও যেখানে এবং যেভাবে নির্ধারিত আছে, সেখানে এবং সেইভাবেই আসবে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হতে পলায়ন কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এক শ্রেণীর মানুষ মৃত্যু-ভয়ে জিহাদ ত্যাগ ক'রে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ তাদের ইতিহাস আল-কুরআনে বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) [البقرة]

অর্থাৎ, তুমি কি তাদের দেখনি, যারা মৃত্যু-ভয়ে হাজারে হাজারে আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক।' পরে তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয়, আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৩ আয়াত)*

আয়াতটিতে বনী-ইস্রাঈলদের যুগের ঘটনা বলা হয়েছে এবং যে নবীর দুআয় তাদেরকে মহান আল্লাহ পুনরায় জীবিত করেছিলেন, তাঁর নাম 'হিযক্বীল' বলা হয়েছে। এরা জিহাদে নিহত হয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা মহামারী রোগের ভয়ে নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল; যাতে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে প্রথমতঃ এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্য থেকে বেঁচে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ এও জানিয়ে দিলেন যে, মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হলেন মহান আল্লাহ। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা পুনরায় সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাবান। তিনি সমস্ত মানুষকে ঐভাবেই জীবিত করবেন, যেভাবে তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে জীবিত ক'রে দিলেন। পরের আয়াতে মুসলিমদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জিহাদের পূর্বে এই ঘটনা বর্ণনা করার যৌক্তিকতা হল, জিহাদ থেকে পিছপা হয়ো না। জীবন ও মরণ তো আল্লাহর হাতে এবং এই মরণের সময়ও নির্ধারিত। অতএব জিহাদ থেকে পালিয়ে তা রোধ করতে পারবে না। *(আহসানুল বায়ান)*

মহান আল্লাহ মক্কার দুর্বল মুসলিমদের সম্পর্কে বলেন,

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) [النساء]

অর্থাৎ, তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, (যুদ্ধ বন্ধ কর,) যথাযথভাবে নামায পড় এবং যাকাত দাও।' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক মানুষকে ভয় করতে লাগল। আর তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? কেন আমাদেরকে আর কিছু কালের অবকাশ দিলে না?' বল, 'পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না।' তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, এ তো আল্লাহর নিকট থেকে, আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, এ তো তোমার নিকট থেকে। বল, সব কিছুই আল্লাহর নিকট থেকে। এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, এরা একেবারেই কোন কথা বোঝে না। *(সূরা নিসা ৭৭-৭৮ আয়াত)*

দুর্বল মুসলিমদেরকে বুঝানো হয়েছিল যে, প্রথমতঃ যে দুনিয়ার জন্য তোমরা অবকাশ কামনা করছ, সে দুনিয়া হল ধ্বংসশীল এবং তার ভোগ-সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী। এর তুলনায় আখেরাত অতি উত্তম এবং চিরস্থায়ী। আল্লাহর আনুগত্য না ক'রে থাকলে সেখানে তোমাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জিহাদ কর আর না কর, মৃত্যু তো তার নির্ধারিত সময়েই আসবে; যদিও তোমরা কোন সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর তবুও। অতএব জিহাদ থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ার লাভ কি?

মরতে তো হবেই, তরবারির আঘাতে অথবা অন্য কোন কারণে, কিছুদিন আগে অথবা পরে। মরণ তো মরণই। জিহাদের ময়দানের মরণও মরণ, আর ঘরে বিছানায় শুয়ে মরণও মরণ। আরবী কবি বলেন,

من لم يمت بالسيف مات بغيره ... تعددت الأسباب والموت واحد

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তরবারির আঘাতে মরবে না, সে অন্য কোন কারণে মরবে। কারণ বিভিন্ন হলেও মরণ তো একটাই।

অন্য এক কবি বলেন,

يا ابن آدم لا تغررك عافية   عليك شاملة فالعمر معدود

ما أنت إلا كزرع عند خضرته   بكل شيء من الأوقات مقصود

فإن سلمت من الآفات أجمعها   فأنت عند كمال الأمر محصود

অর্থাৎ, হে আদম-সন্তান! তোমার উপর সার্বিক নিরাপত্তা যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। কারণ বয়স তো গোনা-গাঁথা (কয়টা দিন)।

তুমি তো সবুজ ফসল বৈ কিছু নও, সব সময়কার জন্য তুমি (প্রাণীর) অভীষ্ট।

সুতরাং তুমি যদি সকল প্রকার দুর্যোগ ও আপদ থেকে নিরাপদ থেকেও যাও, তবুও তোমার পাকার সময়ে তোমাকে কেটে নেওয়া হবে।

যত বছরই বাঁচুক মানুষ, মরতে তো একদিন হবেই। আরবী কবি বলেন,

الليل مهما طال فلا بُد من طلوع الفجر

والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر

অর্থাৎ, রাত যতই লম্বা হোক, এক সময় ফজর উদয় হতেই হবে।

বয়স যতই লম্বা হোক একদিন কবরে প্রবেশ করতেই হবে।

অন্য এক কবি বলেন,

نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوحْ   لست بالباقي وإن عمّرت كنوحْ

অর্থাৎ, নিজের উপর মাতম কর ওহে মিসকীন! যদি তুমি মাতম করতে চাও। তুমি বেঁচে থাকবে না; যদিও নূহের মত বয়স পাও।

সামুরা বিন জুন্দুব বলেন, যে ব্যক্তি মরণ থেকে পলায়ন করতে চায়, সে আসলে একটি শিয়ালের মত; যে মাটির কাছে কিছু ঋণ নিয়েছিল। কিন্তু সে তা পরিশোধ করতে পারছিল না, আর মাটিও তার নিকট তাগাদা করতে ছাড়ছিল না। এক সময় নিজেকে বাঁচাবার জন্য অথবা লুকাবার জন্য গর্তে প্রবেশ করল। সেখানেও মাটি বলল, 'ওহে শিয়াল! তুমি যাবে কোথায়? আমার ঋণ কই?' সুতরাং সে সেখান থেকে বের হয়ে আবার প্রাণপণে পাদতে পাদতে পালাতে লাগল। পরিশেষে পালাবে আর কোথায়? এক সময় মাটির উপরেই তাকে মরতে হল। *(ত্বাবারানী)*

বলা বাহুল্য মৃত্যু অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়। সে মৃত্যু আসবেই, যা স্ত্রীকে বিধবা করে, সন্তানকে এতীম করে, দর্পকে চূর্ণ করে, গর্বকে খর্ব করে, বলিয়ানকে হীনবল করে, ভবের খেলা সাঙ্গ করে।

যতই সাবধান হও, মরণের সময় কোন সাবধানতা কাজে দেবে না। কোন

সতর্কতা উপকারী হবে না। কোন ওষুধ কাজে আসবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} (٧٨) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। *(সূরা নিসা ৭৮ আয়াত)*

কবি বলেন,

"যেখানেই তুমি থাক হে মানব যত হও সাবধান,
মৃত্যু তোমাকে ধরে নেবে ঠিক পাবে না পরিত্রাণ।
মিছে ছলনায় বাঁধলি যে ঘর সে তো নয় তোর কভু,
হায়রে অবোধ আজো কি নিজেরে চিনিতে পারিলি তবু?"

আর আরবী কবি বলেন,

لا تَأْمَنِ الموتَ في طَرْف وفي نَفَس ... ولو تَمَنَعْتَ بالحُجَّابِ والحَرَسِ

فما تزالُ سِهَامُ الموتِ نافذةً ... في جَنبِ مُدرَّعٍ منّا ومُتَرّسِ

ما بالُ دينكَ تَرْضَى أن تُدَنِّسَهُ ... وثوبُك الدهر مَغسولٌ من الدَّنَسِ

ترجو النَجاةَ ولم تَسْلُكْ مسَالِكَها ... إن السفينةَ لا تجرِي على يَبَس

অর্থাৎ, মৃত্যু থেকে পলকের বা ক্ষণিকের জন্য (নিজেকে) নিরাপদ মনে করো না, যদিও তুমি প্রহরী ও দেহরক্ষী দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত রাখ।

মরণের তীর বর্ম ও ঢাল ব্যবহারকারীর পঞ্জরেও আঘাত হানবে।

কি ব্যাপার যে, তোমার দ্বীনকে ময়লা করতে তুমি রাজি হও, আর তোমার কাপড় সর্বদা ময়লা থেকে ধোয়া (পরিষ্কার) থাকে।

পরিত্রাণ পেতে চাও অথচ তার পথে চলতে চাও না! পানি-জাহাজ তো আর ডাঙ্গায় চলতে পারে না।

যদি কেউ বলে, 'সাবধানের মার নেই', তাহলে তাকে এ কথাও জেনে রাখা উচিত যে, 'মারেরও সাবধান নেই।'

অনেকে বলে, 'সতর্ক ছিলাম বলে বেঁচে গেলাম।' তা ঠিকই, তার ভাগ্যে মরণ ছিল না বলেই সে বেঁচে গেল। নচেৎ মরণ থাকলে কোন সাবধানতা কাজে আসত না।

আলগাতের এক লোক গাড়ি চালাতে ভয় করত, কারো গাড়িতে চড়তেও ভয় করত; পাছে এক্সিডেন্ট্ হয়ে মারা যায়। আর তার ফলে যেখানে যেত, হেঁটেই যেত।

একদিন পথ চলছিল, আর পিছন থেকে এক গাড়ি ধাক্কা দিয়ে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালো। যে গাড়িকে সে জীবনের আশায় ভয় করত, সেই গাড়িই কোনভাবে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল।

মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যথাসময়ে মরণের দিকে ঠেলে দেন এবং তারই মাঝে যাকে ইচ্ছা আজব কুদরতে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নেন।

এক প্রাইমারী স্কুলে দুই মাষ্টার মশায় কোন কাজে আটকে ছিলেন। এমন সময় ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। একটি জানলা খোলা থাকায় সেদিকে পানির ছাট ঢুকছিল। বৃষ্টির সাথে বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গর্জন ছিল অতি তীব্র। দুই মাষ্টারের মধ্যে একজন নিজে না গিয়ে অপরজনকে বললেন, 'আপনি ঐ জানালাটি লাগিয়ে দিয়ে আসুন না।'

হয়তো দ্বিতীয় মাষ্টার মশায় ভাবলেন, তিনি নিজের প্রাণের ভয় করছেন, তাই তাকে জানালা লাগাতে বলছেন। তিনিও যেতে ভয় করছেন। ইত্যবসরে প্রথম মাষ্টার মশায় জোর ক'রে হাত দিয়ে ঠেলে তাঁকে জানালা বন্ধ করতে পাঠালেন। দ্বিতীয় মাষ্টার মশায় তাঁর সঙ্গ ছেড়ে কিছু দূর যেতেই একটি বজ্রপাত হল। আর তাতে প্রথম মাষ্টার মশায় আহত হয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু অন্য মাষ্টার মশায়কে তিনি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে গেলেন। মহান আল্লাহর কৌশল কত সুন্দর!

আমার এক বন্ধু বলেন, আমি সস্ত্রীক বাস ধরার জন্য তাড়াহুড়া ক'রে সকাল সকাল বের হয়েছি। কিন্তু মেয়েদের আঠারো মাসে বছর। তাদের সাজতে-গুজতে অনেক টাইম লাগে। বাস-স্ট্যাণ্ড্ পৌঁছনোর মাত্র দুই মিনিট আগে চোখের সামনে বাসটি চলে গেল। আমি আমার স্ত্রীকে খুব বকলাম। কারণ তার পরের বাসটির জন্য প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। তাছাড়া কাজেরও ক্ষতি হবে।

পরের বাসে যথাসময়ে চড়ে কিছুদূর গিয়ে দেখছি, যে বাস আমাদের ফেল হয়ে গেছে, সেই বাস উল্টে গেছে এবং বহু মানুষও মারা গেছে। মহান আল্লাহ আমার স্ত্রীর অসীলায় কৌশলের সাথে আমাদেরকে বাঁচিয়ে নিলেন।

আর এক বাস দুর্ঘটনার কথা। বাসটি শহর থেকে ছেড়ে কিছু দূর যেতেই এক শিশু তার মাকে বলল, 'মা হাগা লেগেছে, হাগব।'

বাসে ছিল ঠাসা ভিড়। মা পড়ল ফাপড়ে। পাশের লোকেরা বলে উঠল, 'আরে নামো নামো! বাসে হেগে ফেলবে।'

কণ্ডাক্টর তাকে মাঝ পথে নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল। বাচ্চা পায়খানা ক'রে আরাম পেল বটে; কিন্তু মায়ের রাগ কি কম হল? প্রথমতঃ পরবর্তী বাস অনেক দেরীতে

আসবে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন বাস থামবে না। হেঁটে অনেকটা দূর গিয়ে বাস ধরতে হবে। রাগে আর ক্ষোভে হয়তো ছেলেটাকে ঠুকেও ছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে মা সেই ছেলেকে বারবার চুম দিয়েছিল এবং আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছিল, যখন সে শুনেছিল যে, কিছু পথ গিয়ে ঐ বাসটিতেই আগুন লাগলে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে।

রাখে আল্লাহ মারে কে? আর মারে আল্লাহ রাখে কে? নিয়তির লিপির কালি মুছে দিতে পারে কে? মহান আল্লাহর প্রেরিত মরণকে রদ করতে পারে কে? মরণ থাকলে বিদিত কারণ ছাড়াই মরণ হবে, আর না থাকলে মরণের সাথে পাঞ্জা লড়েও মরণ হবে না। মহান আল্লাহ উহুদ যুদ্ধের একটি চিত্র বর্ণনা ক'রে বলেন,

{ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} (١٥٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর তন্দ্রারূপে নিরাপত্তা (ও শান্তি) প্রদান করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল ছিল যারা নিজের জান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। প্রাগ-ইসলামী অজ্ঞদের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা পোষণ করেছিল। তারা বলেছিল যে, 'এ বিষয়ে আমাদের কি কোন এখতিয়ার আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত।' তারা তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন রাখে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন এখতিয়ার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের ভাগ্যে অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের বধ্যভূমিতে এসে উপস্থিত হত।' *(সূরা আলে ইমরান ১৫৪ আয়াত)*

সুতরাং এই ধরনের কথার লাভ কি? যেভাবেই হোক না কেন, মৃত্যু তো আসবেই এবং তা সেই স্থানেই আসবে, যে স্থান আল্লাহর পক্ষ হতে লিখে দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা নিজেদের বাড়িতে অবস্থান কর, আর তোমাদের মৃত্যু কোন যুদ্ধের ময়দানে লেখা থাকে, তাহলে আল্লাহ কর্তৃক এই ফায়সালা তোমাদেরকে

সেখানেই টেনে নিয়ে যাবে।

এক ফারসী উস্তাদের কাছে একটি কবিতাছত্র বারবার শুনতাম,

'দো চীজ আদমী রা কাসাদ জোরে জোর,
একে আব-ও-দানা দেগার খাকে গোর।'

অর্থাৎ, দু'টি জিনিস মানুষকে জোরপূর্বক টেনে নিয়ে বেড়ায়, প্রথমটি হল রুযী এবং দ্বিতীয়টি হল কবরের মাটি (মৃত্যু)।

এক ব্যক্তি জমি-জায়গা বিক্রি ক'রে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ থেকে সঊদী আরবে চাকরি করতে এল। তৃতীয় দিনে সাইকেল নিয়ে কাজে জয়েন্ট্ দিতে গিয়ে গাড়ির সাথে এক্সিডেন্ট্ ক'রে মারা গেল। মরণের মাটি তাকে দেড় লক্ষ টাকা খরচ করিয়ে এ দেশে টেনে এনে তকদীরের লিখন বহাল করল!

কেউ মারা গেলে অনেকে বলে থাকে, 'ঘরে থাকলে মরত না, অমুক জায়গা না গেলে মরত না, অমুক ডাক্তারের কাছে বা অমুক জায়গায় নিয়ে গেলে বেঁচে যেত, টাকা থাকলে বেঁচে যেত' ইত্যাদি। অথচ তকদীরের কথা বিস্মৃত হয়ে, মহান আল্লাহর ফায়সালার কথা উপেক্ষা ক'রে ঐ শ্রেণীর কথা বলতে তিনি নিষেধ করেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (١٥٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা অবিশ্বাস করে এবং যখন তাদের ভ্রাতাগণ পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তাহলে তারা মরত না এবং নিহত হত না।' তা এ জন্য যে, যাতে আল্লাহ এটাকে তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। *(ঐ ১৫৬ আয়াত)*

মরণের ঘড়ি এসে গেলে কে কাকে বাঁচাবে? ডাক্তার যদি মানুষ বাঁচাতে পারতেন, তাহলে ডাক্তাররা মারা যেতেন না। ওষুধে রোগ নিরাময় হয় ঠিকই; কিন্তু মরণের সময় হলে ওষুধ আর কাজ করে না। অথবা ওষুধ তখন বিপরীত কাজ করে। আর লোকে বলে 'রিঅ্যাকশন' হয়ে গেছে!'

'জুড়াইতে চন্দন লেপিলে অহর্নিশ,
বিধির বিপাকে তাহা হয়ে ওঠে বিষ।'

জীবন-মরণ আল্লাহর হাতে

জীবন ও মরণের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তিনিই জীবকে জীবন দিয়েছেন, তার জীবনধারণ করার ক্ষমতা ও ব্যবস্থা দিয়েছেন। তাঁরই হুকুমে জীব জীবন পায়, তাঁরই হুকুমে জীব মৃত্যুবরণ করে। মরণ দিয়ে তিনি সারা সৃষ্টির উপর প্রতাপশালী। এরই মাধ্যমে তিনি সকলকে হিসাবের জন্য সমবেত করবেন। এরই মাধ্যমে তিনি দুশমনদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এরই মাধ্যমে তিনি পাপীকে শায়েস্তা করবেন এবং সৎলোকদেরকে সৎকর্মের প্রতিদান দেবেন।

তিনি বলেন,

{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবন্ত করবেন, পরিণামে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮ আয়াত)*

{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٤٢) [الزمر]

অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন, তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। *(সূরা যুমার ৪২ আয়াত)*

{ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١) [الواقعة]

অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই-- তোমাদের স্থলে তোমাদের অনুরূপ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক

আকৃতি দান করতে, যা তোমরা জান না। *(সূরা ওয়াক্বিআহ ৬০-৬১ আয়াত)*

{وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً} (١٤٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হবে না। কেননা, তার (মৃত্যুর) অবধারিত মিয়াদ লিখিত আছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৪৫ আয়াত)*

{وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ} (٦١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (কর্তব্যে) তারা ত্রুটি করে না। *(সূরা আনআম ৬১ আয়াত)*

আর জীবন-মরণ সৃষ্টির কারণ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেন,

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ}

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। *(সূরা মুল্ক ২ আয়াত)*

আর সেই জন্যই তিনি বিশ্বাসীদেরকে খাস অসিয়ত ক'রে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)*

মরণের খবর অজানা

প্রত্যেক মানুষ জানে, তার মরণ অবশ্যই হবে। কিন্তু কার মরণ কখন, কোথায়, কি অবস্থায় হবে, তা কারো জানা নেই। মৃত্যু আসবে অতর্কিতে হঠাৎ ক'রে, আকস্মিকভাবে, আচমকা অকস্মাৎভাবে। মরণ কাউকে জানিয়ে আসবে না। যেহেতু এ খবরটি গায়বী খবর এবং তা মহান আল্লাহ নিজের জন্য খাস ক'রে রেখেছেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (٣٤) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। *(সূরা লুক্বমান ৩৪ আয়াত)*

মরণের প্রস্তুতি

أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك

ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك

অর্থাৎ, মৃত্যুর জন্য বেঁধে-ছেঁদে প্রস্তুত থাক, কারণ নিশ্চয় মৃত্যু তোমার সাক্ষাতে আসবে।

মৃত্যু (দেখে) ঘাবড়ে যেয়ো না; যখন তা তোমার (দেহ) উপত্যকায় নামবে।

মৃত্যু যখন অবধারিত সত্য, মরণ যখন অনিবার্য, মরণ কার কখন হবে, তা যখন কারো জানা নেই, তখন জ্ঞানীর উচিত, এখন থেকেই তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া, অচেনা পথের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা, অজানা পথের জন্য সঙ্গী প্রস্তুত করা। যেহেতু সেই সফরের দিন সঙ্গে কেউ থাকবে না। সঙ্গে থাকবে কেবল নেক আমল।

মহানবী ﷺ বলেন, "তিনটি জিনিস মরণ-পথের পথিকের অনুগমন করে; তার পরিজন, আমল এবং ধন-সম্পদ। কিন্তু দু'টি জিনিস (মধ্যপথ হতে) ফিরে আসে এবং অবশিষ্ট একটি তার সঙ্গ দেয়; তার পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল (কৃতকর্ম) তার সাথী হয়।" *(বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০নং)*

আরবী কবি বলেন,

الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار

الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن فرطت فالنار

অর্থাৎ, মৃত্যু একটি দরজা, প্রত্যেক মানুষই সেটা দিয়ে প্রবেশ করবে। হায়! যদি আমি জানতাম, মৃত্যুর পর আমার ঘর কিসের?

সে ঘর সুখ-সম্পদের ঘর; যদি মা'বূদকে সন্তুষ্টকারী আমল কর। পক্ষান্তরে যদি অবহেলা কর, তাহলে জাহান্নাম।

অচেনা পথের অনেক কিছু আমাদের জানা রয়েছে। মৃত্যুর সময় কষ্টের কথা, কবরের সাপ-বিছা ও আগুনের কথা শুনেও তো আমাদের প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।

বারা' বিন আযেব ؓ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোক দেখতে পেয়ে বললেন, "কি ব্যাপারে ওরা জমায়েত হয়েছে?" কেউ বলল, 'একজনের কবর খোঁড়ার জন্য জমায়েত হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ ঘাবড়ে উঠলেন। তিনি তড়িঘড়ি সঙ্গীদের সঙ্গ ত্যাগ করে কবরের নিকট পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর সামনে খাড়া হলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। পরিশেষে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন, "হে আমার ভাই সকল! এমন দিনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি নাও।" *(বুখারী ঃ তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৫, আহমাদ ৪/৩৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৫১ নং)*

আরবী কবি বলেন,

تيَقَّظ للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد

يسرُّك أن تكون رفيق قوم لهم زادٌ وأنت بغير زاد

অর্থাৎ, যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য সজাগ হও। যেহেতু মৃত্যু হল আবেদদের (হজ্জের ন্যায়) মীকাত।

তুমি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গী হয়ে কি খুশী হবে, যাদের সঙ্গে পথের সম্বল আছে, আর তুমি থাকবে সম্বলহীন?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} (١٩٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত)*

মরণকে স্মরণ

পরকালের জন্য যে প্রস্তুত হবে, সে মরণকে যথারীতি স্মরণ করবে। অস্থায়ী ধোকাবাজ ধুলির ধরাতে ও মায়াময় সংসারে উদাসীন, ভোগমত্ত ও বিভোর হওয়া থেকে সুদূরে থাকবে। মরণের স্মরণ মু'মিনকে আত্মসমীক্ষা তথা বারবার তওবা করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে দ্বীনদারী ও ঈমানদারীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, সর্বসুখ-বিনাশী মৃত্যুকে তোমরা অধিকাধিক স্মরণ কর। *(তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম প্রমুখ)* কারণ, যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটে তা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সে সঙ্কট সহজ হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তা কোন সুখের সময়ে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তির জন্য সুখ তিক্ত হয়ে উঠবে।" *(বাইহাকী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২১০-১২১১নং)*

একদা এক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ মু'মিন সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" সাহাবী বললেন, 'কোন্ মু'মিন সবচেয়ে জ্ঞানী?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে বেশি মরণকে স্মরণ করে এবং মরণের পরবর্তীকালের জন্য বেশি ভাল প্রস্তুতি নেয়। তারাই হল জ্ঞানী লোক।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৮৪নং)*

উমার বিন আব্দুল আযীয আওযায়ীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, '.....পর সমাচার এই যে, যে ব্যক্তি অধিক অধিক মরণকে স্মরণ করবে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার স্বল্প উপকরণ (ধন-সম্পদ) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।'

আত্বা বলেন, 'উমার বিন আব্দুল আযীয প্রত্যেক রাত্রে ফকীহগণকে সমবেত করতেন এবং সকলে মিলে মৃত্যু, কিয়ামত ও আখেরাতের কথা আলোচনা ক'রে কাঁদতেন।'

সালেহ মুর্রী বলতেন, 'সামান্য ক্ষণ মরণকে বিস্মৃত হলেই আমার হৃদয় মলিন হয়ে যায়।'

দাক্কাক বলেন, 'যে ব্যক্তি মরণকে স্মরণ করে সে তিনটি উপকার লাভ করে; সত্বর তওবা, স্বল্পে তুষ্টি, আর আলস্যহীন ইবাদত। পক্ষান্তরে যে মরণের কথা ভুলেই থাকে সেও তিনটি জিনিস সত্বর লাভ করে; তওবায় দীর্ঘসূত্রতা, যথেষ্ট সব কিছু পেয়েও অতৃপ্তিবোধ এবং ইবাদতে অলসতা।'

মরণকে স্মরণ ক'রে পাথেয় সংগ্রহ করতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই শরীয়তে কবর যিয়ারত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "(কবরের ধারে-পাশে এবং মৃতদেরকে নিয়েই শির্ক ও মূর্তিপূজা শুরু হয়েছে বলে) আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কারণ, তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ৯৭৭, আবূ দাউদ ৩২৩৫নং, আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫)* "তোমাদের কবর যিয়ারত যেন তোমাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করে।" *(আহমাদ ৫/৩৫০-৩৫৫ প্রমুখ)* "সুতরাং যে ব্যক্তি যিয়ারত করার ইচ্ছা করে সে করতে পারে; তবে যেন (সেখানে) তোমরা অশ্লীল ও বাজে কথা বলো না।" *(নাসাঈ ২০৩২নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। শোনো! এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। কারণ, কবর যিয়ারত হৃদয় নম্র করে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে (যিয়ারতে গিয়ে) বাজে কথা বলো না।" *(হাকেম ১/৩৭৬, আহমাদ ৩/২৩৭-২৫০)*

উসমান ؓ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এত কাঁদা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পরকালের (পথের) মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে, তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে, তবে তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিনতর হয়।"

আর তিনি এ কথাও বলেছেন যে, "আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!" *(সহীহ তিরমিযী ১৮৭৮, ইবনে মাজাহ ৪২৬৭ নং)*

বাতির কাঁচ ময়লা হলে ন্যাকড়া দিয়ে মোছা হয়, মনের কালিমা দূর করতে নামায-রোযা, হজ্জ-উমরা, কবর যিয়ারত ইত্যাদি বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যাকে ইচ্ছা মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে পরিষ্কার করেন এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে তওফীক দান করেন।

মরণকে স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়ে আমাদের মহানবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার

নামাযে মরণকে স্মরণ কর। কারণ, মানুষ যখন তার নামাযে মরণকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার নামাযকে সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মত নামায পড়, যে মনে করে না যে, এ ছাড়া সে অন্য নামায পড়তে পারবে। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাক, যা ক'রে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয়। *(মুসনাদে ফিরদাউস, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪২১, সহীহুল জামে' ৮৪৯ নং)*

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে তখন (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মত নামায পড়। এমন কথা বলো না, যা বলে (অপরের নিকট) ক্ষমা চাইতে হয়। আর লোকেদের হাতে যা আছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যাও।" *(বুখারী তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৭১ নং, আহমাদ ৫/৪১২, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪০১ নং)*

আর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "তুমি (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মত নামায পড়। (মনে মনে কর,) যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, নচেৎ তিনি তোমাকে দেখছেন---।" *(ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, প্রমুখ সিলসিলাহ সহীহাহ ১৯১৪ নং)*

প্রত্যহ সকালে মরণকে স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দুআ পড়তে,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

সন্ধ্যার সময় মরণকে স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দুআ পড়তে,

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَ إِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

এই দুআ আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিতেন। *(তিরমিযী ৫/৪৬৬)*

বিছানায় শয়ন ক'রে মরণকে স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিম্নের দুআ পড়তে,

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

বিছানা থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় শয়ন করলে তা ঝেড়ে শুতে হয়। শয়ন ক'রে এই দুআ পড়তে হয়,

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتَ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَ إِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে নাও, তাহলে তার উপর করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের করে থাক। *(বুখারী ৬৩২০নং, মুসলিম ৪/২০৮৪)*

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছ আর তুমিই ওকে মৃত্যু দান করবে। তোমারই জন্য ওর মরণ এবং জীবন। যদি তুমি ওকে (পৃথিবীতে) জীবিত রাখ, তাহলে তার হিফাযত কর। আর যদি ওকে মৃত্যু দাও, তাহলে ওকে মাফ কর। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট নিরাপত্তা চাচ্ছি। *(মুসলিম ৪/২০৮৩)*

ঘুম থেকে জেগে উঠে মরণকে স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দুআ পড়তে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী ১১/১১৩, মুসলিম ৪/২০৮৩)*

ঘুম মরণের ছোট ভাই। আর তার জন্যই সেই সাথে বড় ভাই মরণকে স্মরণ করা মানুষের জন্য সহজ হয়।

কিন্তু যারা এসব দুআ পড়ে অথচ তার অর্থ জানে না, তারা তোতা পাখির বুলি আওড়ায়। যেহেতু 'চিনি-চিনি' করলে মুখ মিষ্টি হয় না, 'আগুন আগুন' বললে ঘর পোড়ে না।

মরণকে স্মরণ করার মত করতে হবে। সত্য মনে কথার সাথে কাজের মিল রেখে মরণকে স্মরণ করতে হবে, তবেই তা উপকারী হবে। প্রতিদিন আমাদেরকে

এমনভাবে কাটাতে হবে, যেন আজ জীবনের শেষ দিন।

ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, “তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।” আর ইবনে উমার ﷺ বলতেন, তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমরা সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। *(বুখারী)*

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না। মনে মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে রেখে থাকে। তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোল হয়ে যেও না, যে বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীকদাতা। *(রিয়াযুস স্বালিহীন)*

আলী ﷺ বলেন, ‘তুমি তার মত হয়ো না, যে বিনা আমলে পরকালের সুখ আশা করে এবং দীর্ঘ কামনার জন্য তওবায় দেরী করে। দুনিয়া সম্বন্ধে বৈরাগীর মত কথা বলে, অথচ কাজ করে দুনিয়াদারের মত। পার্থিব সম্পদ পেলে তুষ্ট হয় না, না পেলে বিষয়-তৃষ্ণা মিটে না। মানুষকে সেই কথার উপদেশ দেয় যা সে নিজে পালন করে না। নেক লোকদের ভলোবাসে, কিন্তু তাদের মত আমল করে না। মন্দ লোকদের ঘৃণা করে, অথচ সে তাদেরই একজন। অধিক পাপের জন্য মরণকে ভয় করে এবং যার জন্য মরণকে ভয় করে, তাতেই অবিচল থাকে!’

একজন সুস্থ লোকের ‘মরতে হবে’--এ কথা মনে করা, আর একজন কঠিন পীড়গ্রস্ত লোকের ‘মরতে হবে’--এ কথা স্মরণ করার মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। আবার সেই লোকের ‘মরতে হবে’--এই মনে করা ভাবগত দিক থেকে অনেক উচ্চে, যে লোকের মৃত্যুর দিন-ক্ষণ জানতে পেরেছে।

আমরা একাধিক আসামীকে দেখেছি, যাদের চোখ বন্ধ ক’রে গাড়ি থেকে বধ্যভূমিতে নামানো হয়েছে। তাদের মানসিক পরিস্থিতি, তাদের কলেমা পড়ার আন্তরিকতা, তাদের তওবা-ইস্তিগফারের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করেছি, আল্লাহর দরবারে লাঞ্ছিত হয়ে তাদের কান্নার করুণ সুর শুনেছি। মরণকে স্মরণ করার সেই অবস্থা কি একজন

বিলাসমত্ত মানুষের হতে পারে?

‘মরতে হবে’ নিশ্চিতভাবে এ কথা বিশ্বাসের মত কি অন্য মৌখিক স্মরণ তার সমান হতে পারে। এ মর্মে আবূ তাহের বর্ধমানী সাহেবের লেখা একটি গল্প পড়েছিলাম। যদিও সেটি কাল্পনিক গল্পমাত্র, তবুও তার প্রকৃতত্ব বাস্তব। আর সেই জন্য আমি আমার স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত ক’রে এই ‘স্মারক-লিপি’তে নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করলাম। তাতে শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ ক’রে পাঠক-পাঠিকা উপদেশ পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এক বাদশার ওলী হওয়ার শখ হল। আল্লাহর ওলী হওয়া কম মর্যাদার কথা নয়। তিনি ওলী হতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাতে যেন পেরে ওঠেন না। খুব সহজে যাতে ওলী হওয়া যায়---সে জন্য পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

বলা হল, অমুক সাহেব একজন বড় আলেম এবং আল্লাহর ওলীও। আপনি তাঁর কাছে পরামর্শ নিন।

তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উপস্থিত ক’রে তাঁর যথার্থ আপ্যায়ন ক’রে তাঁর নিকট মনের কথা ব্যক্ত করলেন।

ওলী বললেন, ‘খুব সহজ আমলে ওলী হতে চাইলে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। প্রতিদিন ১০০ বার মরণকে স্মরণ করতে হবে।’

--বাস্! এতটুকুই? এ তো খুব সহজ।

এই বলে ওলীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে পুরস্কৃত ক’রে বিদায় করলেন।

নির্দেশমত বাদশা সেই আমল শুরু ক’রে দিলেন। নিয়মিত রাজ-সভায় বসার আগে ১০০ বার মরণকে স্মরণ করতে লাগলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হল। তিনি মনে যেন তৃপ্তি পেলেন না। ওলী হওয়ার পরিপূর্ণতা যেন তিনি লাভ করলেন না। ভাবলেন, হয়তো বা ১০০ বার গুনতে ভুল হচ্ছে নাকি?

উক্ত আশঙ্কায় তিনি ১০০ দানাবিশিষ্ট একটি তসবীহ-মালা ক্রয় করলেন এবং নিয়মিত রাজ-সভায় বসার আগে সেই মালা গুনে ১০০ বার ‘মরতে হবে, মরতে হবে’ পড়তে লাগলেন।

বহুদিন অতিবাহিত হল, কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল না। কুধারণা হল, নিশ্চয় ওলী ভুল প্রেস্ক্রিপশন দিয়েছে। নিশ্চয় সে একজন ভণ্ড ওলী। ‘গ্রেপ্তার ক’রে আনো তাকে, বন্দী কর তাকে।’

সরাসরি বাদশাকে ধোঁকা দেওয়া কি ছোটখাট অপরাধ? পরদিন সকালে বিচারে ওলীর ফাঁসির হুকুম হল। আগামী কাল সকাল ৮টায় তা কার্যকর করা হবে।

হাকীম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। কোন অনুনয়-বিনয় গ্রাহ্য করা হল না, কোন আবেদন রক্ষা করা হল না। অবশ্য তাঁকে তাঁর জীবনের শেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল। 'আপনার কোন শেষ আশা থাকলে বলুন---মরণের পূর্বে তা পূরণ করা হবে।'

ওলী বললেন, 'এ জীবন তো বড় ছলনাময়। এ জীবনে আর কি আশা আমার থাকতে পারে? তবে বাদশা নামদার যদি প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমার একটি আশা পূরণ করার কথা আমি বলতে পারি।'

বাদশা বললেন, 'আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার আশা পূর্ণ করা হবে। বলুন, আপনার কি আশা আছে?'

ওলী বললেন, 'আগামী কাল সকাল ৮টায় আমার ফাঁসি। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এ দেশের বাদশা হতে চাই।'

--এ দেশের বাদশা? তা কি ক'রে হয়? না-না, তা তো সম্ভব নয়।

সভাষদগণ এ কথা বলে ওলীকে ক্ষান্ত করতে চাইল।

ওলী বললেন, 'ভয় পাবেন না আপনারা। আমি আমার ফাঁসির হুকুম বহাল রাখব এবং এ দেশের মাঝে এ কয়েক ঘন্টার ভিতরে কোন বিপর্যয় বা অশান্তির সৃষ্টি করব না। আমি আমার শখ মিটাতে চাই। বাদশা ওলী হওয়ার শখ মিটাতে সক্ষম হননি, দয়াপূর্বক আমাকে আমার বাদশা হওয়ার শখ মিটিয়ে নিতে দিন।'

সকলে মুখ তাকাতাকি করতে লাগল। বাদশা সাহস দিয়ে বললেন, 'ওর আশা পূর্ণ করা হোক। এখন থেকে ও এ দেশের রাজা!'

যেই কথা সেই কাজ। সিংহাসন ছেড়ে রাজা নেমে গেলেন। আনুষ্ঠানিকতার সাথে নতুন বাদশা হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হল। সেই অভিষেক দেখার জন্য শহরের বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিরাও উপস্থিত হলেন। ছোট ছোট লোকেরাও কি সে কৌতুহল রুখে রাখতে পারে? কয়েক ঘন্টার জন্য ফাঁসির আসামী দেশের রাজা---রূপকথার গল্পের মত এমন ঘটনা স্বচক্ষে দেখার মত আর কি মজা থাকতে পারে? 'ছোট-ছোট, চল্-চল্' বলতে বলতে লোকের ঢল নামতে শুরু করল। রাজ-দরবারের বহিরাঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল।

শহরের হকাররা কি সে সুযোগ হেলায় হারাতে পারে? যেখানে লোক, যেখানে মেলা

লোক এবং যেখানে লোকের মেলা, সেখানেই তারা নিজের ছোট ভ্রাম্যমান ব্যবসার ডালা, ঝুড়ি বা বাক্স নিয়ে উপস্থিত হয়। রথ দেখা কলা বেচা দুই হয়।

সেই সুবাদেই আইস্ক্রিম-ওয়ালা পিঁক্-পিঁক্ বাঁশি বাজিয়ে আইস্ক্রিম বিক্রি করতে লাগল। বাদাম-ওয়ালা টিন্-টিন্ ঘন্টি বাজিয়ে বাদাম বিক্রি করার সুযোগ পেল। বেলুন-ওয়ালা বেলুনের ঘষাঘষির শব্দে শিশু লুভিয়ে বেলুন বেচার ক্ষেত্র পেয়ে গেল।

ওলী-বাদশা সিংহাসনে বসলেন। সকলের মনে যেন অজানা ভয়, অচেনা আশঙ্কা, অপ্রত্যাশিত আতঙ্ক বিরাজ করছে।

কিছুকাল পরে তা যেন বাস্তব ভয়ে পরিণত হল। হঠাৎ রাজা বলে উঠলেন, 'ওহে সিপাই! ওই বাদাম-ওয়ালাকে ধরে আনো তো।'

বাদাম-ওয়ালার দেহ-মুখে ছিল দ্বীনদারীর চিহ্ন। বাদাম-ওয়ালা তো ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হল? তার তো কোন দোষ নেই।

বাদশা বললেন, 'তোমার ঘন্টির ঐ টিন্‌টিন্ শব্দ আমাকে বড্ড বিরক্ত করেছে। রাজার প্রতি তোমার আদব নেই। বেআদবের উচিত শাস্তি হওয়া উচিত।'

বাদাম-ওয়ালা বলল, 'আপনি একজন আল্লাহর ওলী। হুজুর! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আমি একজন গরীব মানুষ। আমার বাড়িতে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে আছে, তারা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।'

রাজা বললেন, 'কোন কথা শোনা যাবে না তোমার। তোমার কাল সকাল ৭টায় ফাঁসি হবে!'

ফাঁসি?! লঘু পাপের গুরু দণ্ড কেন? নিজের বদলা নিতে একজনের বোঝা অপরের উপর, একজনের রাগ অন্যের উপর ঝাড়া হচ্ছে কেন? একজন আল্লাহর ওলীও কি এ রকম করতে পারেন?

রাজা কোন কথা শুনলেন না, কারো অনুরোধ রাখলেন না, কারো সুপারিশ মানলেন না। এ যেন ক্ষণেকের খামখেয়ালী রাজা। রাজ্যের সকলেই যেন প্রমাদ গণতে লাগল। খোদ রাজাও বড্ড ভয় পেয়ে গেলেন।

বাদাম-ওয়ালাকে জেলে ভরে দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। বেচারীর কান্না তখনও থামেনি। তাই কি থামে?

আস্তে আস্তে রাত্রি এল। অপ্রত্যাশিত আরো অন্য ঘটনার অপেক্ষা করছিল অনেকেই। হঠাৎ রাজা এক সিপাইকে ডেকে গোপনে বললেন, 'এ শহরে কি কোন বেশ্যা পাওয়া যাবে?'

সিপাই বলল, 'অবশ্যই জাহাঁপনা! লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেশ্যা।'

রাজা বললেন, 'যাও, একজন সুস্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বেশ্যাকে ভাড়া ক'রে নিয়ে এসো। আর এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

বেশ্যা হাজির করা হল। বাদশা তাকে বললেন, 'জেলখানায় একটি ভাল লোক আছে। আজ রাত মধ্যে তাকে তোমার সাথে মিলনে লিপ্ত করতে পারবে?'

বেশ্যা বলল, 'এটা তো আমার পেশা হুজুর। কত ভাল মানুষ আমার কাছে কালো হয়ে যায়।'

বাদশা বললেন, 'যদি পার, তাহলে সকালে ৫০০০ টাকা পুরস্কার। আর না পারলে কঠিন সাজা; সকাল ৬টায় তোমার ফাঁসি।'

ফাঁসির নাম শুনে বেশ্যা চমকে উঠলেও নিজের পেশায় ভরসা রেখে ঘাবড়াল না। সাথে সাথে জেলখানার সেই রুমের গেট খুলে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, যে রুমে বাদাম-ওয়ালা একাকী বন্দী ছিল।

রাজা এবার আসল রাজাকে বললেন, 'জাহাঁপনা! আপনি আমার ছোট্ট আদেশ পালন করুন।'

আসল রাজা বললেন, 'আজ্ঞা হোক।'

রাজা বললেন, 'জেলখানার যে ছোট্ট মুরি আছে, সেখানে একটি চেয়ার নিয়ে বসে অতি সংগোপনে বাদাম-ওয়ালা ও বেশ্যার কাণ্ড দেখতে থাকুন।'

আসল রাজা তা মানতে বাধ্য ছিল।

বেশ্যা ভিতরে গিয়ে দেখল, লোকটি কেঁদে কেঁদে নামাযে রত আছে। এক সময় নামাযের সালাম ফিরলে তার কাছে এসে নিজের পেশাগত আচরণ আরম্ভ ক'রে দিল।

কিন্তু বাদাম-ওয়ালা চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়েও দেখল না। বেশ্যা তাকে কত রকমের প্রলোভন দিতে লাগল, কত রকমের অঙ্গভঙ্গি ক'রে মিলনের চেষ্টা করল। কিন্তু তার সব চেষ্টা যেন পণ্ড হতে লাগল।

বাদাম-ওয়ালা তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। নামায নষ্ট ক'রে বেশ্যা তাকে দু'টো কথা বলতে বলল। কিন্তু না। সে কেবল কেঁদেই যায়।

শতচেষ্টার মাঝে রাত্রি শেষ হতে চলল। মেয়েটি নিরাশ হয়ে তার কাণ্ড দেখতে লাগল। পরিশেষে সে বলতে লাগল, 'তুমি আমার দিকে না তাকাও, আমার এ রূপ-যৌবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না কর, কিন্তু তুমি আমার দুটো কথা শোনো। তুমি যদি আমার সাথে আজ মিলন না কর, তাহলে কাল সকাল ৬টায় আমার ফাঁসি।'

এবারে বাদাম-ওয়ালা মুখ খুলল, বলল, 'তাই বুঝি। আর মিলন করলেও কাল সকাল ৭টায় আমার ফাঁসি। তোমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তুমি তো ফাঁসি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর আমি? আমি যে ফাঁসির পর আগুনের ফাঁসি গলায় নেব?'

মেয়েটি বলল, 'তা কেন?'

বাদাম-ওয়ালা বলল, 'আজ রাতে এই পাপ ক'রে কাল সকালে আমি মরণের পর আল্লাহকে কি মুখ দেখাব? কবরে কি জবাব দেব?'

বেশ্যা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি এই একবার পাপ করার শাস্তির জন্য এত ভয় করছ, এত কাঁদা কাঁদছ? আর আমি যে জীবনে কত পাপ করেছি, তাহলে আমার কি হবে?'

--কঠিন শাস্তি হবে। ব্যভিচারী নারী-পুরুষ আগুনের চুল্লিতে উলঙ্গ অবস্থায় ফুটন্ত চায়ের পাতির মত উঠা-নামা করবে। বোনটি আমার! তওবা কর। আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটি কর, আল্লাহ মাফ ক'রে দেবেন। আল্লাহ বড় দয়াবান।

অন্তরের অন্তস্তল থেকে বের হওয়া কথা যেন মেয়েটির কোমল হৃদয়ে গেঁথে গেল। সাথে সাথে দেহে কাপড় জড়িয়ে বলল, 'বল ভাই! আমাকে কি করতে হবে? আমিও মরার আগে বাঁচতে চাই।'

বাদাম-ওয়ালা বলল, 'পবিত্র হয়ে এস, নামায পড়, দয়াময় আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটি ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা কর।'

মেয়েটি বাদাম-ওয়ালার কথা মত একপাশে দাঁড়িয়ে নামায শুরু ক'রে দিল। যা জানত, তাই পড়ে অথবা না পড়ে রুকূ-সিজদা ক'রে কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর কাছে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। সাত সকালে তার মরণকে স্মরণ ক'রে সে যেন পরকালের চিন্তায় আরো কাঁদতে লাগল।

এমনিভাবে রাত অতিবাহিত হল। ভোর সকালে রাজা সভা ডাকলেন। ফাঁসির আসামীদ্বয়কে কারাগার থেকে সভায় উপস্থিত করা হল।

রাজা মেয়েটির উদ্দেশ্যে বললেন, 'তুমি পুরস্কারের উপযুক্ত অথবা ফাঁসির?'

মেয়েটি বলল, 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না হুজুর! আমি তওবা ক'রেছি।'

--তওবা? কেন তওবা করলে?

--মরণকে স্মরণ ক'রে। বাদাম-ওয়ালাও মরণকে স্মরণ ক'রে তো আমার দিকে তাকিয়েই দেখেনি। তারই কাছে আমি পথের দিশা পেয়েছি হুজুর।

কথা শেষ ক'রেই মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠল। রাজা আসল রাজাকে বললেন, 'কি

জাহাঁপনা! মেয়েটি কি ঠিক বলছে?'

--জী হ্যাঁ।

এবারে ওলী রাজা বাদাম-ওয়ালার উদ্দেশ্যে বললেন, 'বাদাম-ওয়ালা! একাকী নির্জনে এক সুন্দরী যুবতীকে পেয়ে তুমি তার সাথে সম্ভোগে লিপ্ত হওনি কেন?'

বাদাম-ওয়ালা বলল, 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ! আমার আজ সকালে ফাঁসি, আর আমি ঐ কাজে লিপ্ত হব? মরণের পর আল্লাহকে কি মুখ দেখাব হুজুর?'

অতঃপর রাজা আসল রাজার উদ্দেশ্যে বললেন, 'মাত্র এক রাত্রি মরণকে স্মরণ ক'রে বাদাম-ওয়ালা ও বেশ্যার মেয়ে আল্লাহর ওলী হয়ে গেল। আর আপনি প্রায় এক বছর ধরে মরণকে স্মরণ ক'রে আল্লাহর ওলী হতে পারলেন না?'

আসল রাজা বললেন, 'আমি এবার বুঝতে পেরেছি হুজুর! আমাকে মাফ ক'রে দিন।'

পরিশেষে রাজা শিক্ষা পেলেন এবং সকলের ফাঁসি রদ হল। তিনি সকলকে পুরস্কৃত ক'রে বিদায় দিয়ে আবারও আল্লাহর ওলী হওয়ার আশায় প্রকৃতার্থে মরণকে স্মরণ করতে শুরু করলেন।

সত্যিই তো, মুখে শুধু 'চিনি-চিনি' করলে মুখ মিষ্টি হয় না। গরম পানিতে ঘর পোড়ে না। কাগজে 'আগুন-আগুন' লিখে চালে গুঁজে দিলেও ঘর পোড়ে না। 'মরব' অথবা 'আমার হার্ট-ফেল বা স্টোক হয়ে এখনই মরণ হতে পারে' অথবা 'এক্সিডেন্টে আমি মারা যেতে পারি' অথবা 'কোন কারণে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি' এই অনুভূতি সর্বদা রাখলে এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুত থাকলে, তবেই আছে মরণকে স্মরণ করার আসল লাভ।

আমরা মরণ থেকে উদাসীন কেন?

মরণকে বরণ করবে না এমন কে আছে? আজ অথবা কাল সকলের জীবনের সেই বাতি নিভে যাবে। মানুষ মরণকে স্মরণে না রাখলেও মরণ কোন দিন তাকে ভুলে যাবে না। অচিরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে পরপারের চির সুখ সাগরে অথবা দুঃখ পাথারে।

আরবী কবি বলেন,

الموت لا شك آتٍ فاستعد له   إن اللبيب بذكر الموت مشغول

فكيف يلهو بعيشٍ أو يلذ به   من التراب على عينيه مجعول

অর্থাৎ, মৃত্যু নিঃসন্দেহে আসবে, সুতরাং তার জন্য তৈরী হও। নিশ্চয় জ্ঞানী মরণকে স্মরণ করার মাধ্যমে ব্যস্ত থাকে।

সে ব্যক্তি জীবন নিয়ে কিভাবে উদাস হতে পারে অথবা পরিতৃপ্ত হতে পারে, যার দুই চোখের উপর মাটি রাখা হবে।

সুতরাং জ্ঞানী মাত্রই বিপদ স্মরণ ক'রে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় ও অস্ত্র সংগ্রহ করতে উঠে পড়ে লাগে। পক্ষান্তরে উদাসীন খালি হাতে থেকে বিপদের পঞ্জায় নিজেকে সঁপে দেয়।

এক সময় এমন আসে, যখন সেই মৃত্যু তাকে পরিবেষ্টন ক'রে ফেলে, যে মৃত্যুকে সে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (١٩) سورة ق

অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে; এ তো তাই যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে আসছ। *(সূরা ক্বাফ ১৯ আয়াত)*

মানুষের সময় নিম্নমুখী গণনায় একদিন শূন্যে এসে অবশ্যই পড়বে। যখন পশ্চাদ্‌পদ হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকবে, তখন তার টনক নড়বে। মৃত্যুকে যখন চোখের সামনে ঘুরতে দেখবে, তখন তার গাফলতির নিদ্রাভঙ্গ হবে। বিলাসের যে স্বপ্নে সে বিভোল ছিল, সে স্বপ্ন তার ভঙ্গ হবে। কিন্তু তখন সে চেতনার আর কি ফল?

কিভাবে মানুষ খোশ থাকতে পারে, অথচ প্রত্যহ সে এক কদম এক কদম ক'রে ধীরে ধীরে কবরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে? নরম গদিতে সে আরামের ঘুম কিভাবে ঘুমাতে পারে, অথচ মাটির বিছানা তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আরবী কবি বলেন,

لِدوا للموت وابنوا للخراب   فكلكم يصير إلى تباب

لن نبني ونحن إلى تُرابٍ   نصير كما خُلقنا من تراب

অর্থাৎ, জন্ম নাও মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর ধ্বংসের জন্য। কারণ তোমরা সকলেই ধ্বংসের দিকে যাত্রা ক'রে চলেছ।

কার জন্য নির্মাণ করব, অথচ আমরা মাটি হতে চলেছি; যেমন আমরা সৃষ্টি হয়েছি মাটি থেকেই।

একটা দিন ভালভাবে পার হলে আমরা খুশী হই। একটি রাত সুখে অতিবাহিত হলে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত হই। অথচ যে দিন পার হয়ে গেল, যে রাত অতিবাহিত হল, তা হাতছাড়া হল, তা আর ফিরে পাব না। আরবী কবি বলেন,

إنا لنفرح بالأيام نقطعها   وكل يوم مضى يدني من الأجل

فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً   فإنما الربح والخسران في العمل

অর্থাৎ, দিন অতিবাহিত ক'রে আমরা আনন্দবোধ করি। অথচ যে দিন অতিবাহিত হয়, তা আমাদেরকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করে।

সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে নিজের জন্য সচেষ্টভাবে আমল ক'রে নাও। যেহেতু (কাল কিয়ামতে) লাভ-নোকসান আমলেই প্রকাশ পাবে।

প্রতি বছর মানুষের জীবন-বৃক্ষ থেকে একটি ক'রে পাতা খসে পড়ে। সুতরাং তার জীবনে কেবল পাতা ঝড়ার মৌসমই আছে। মানুষ বসন্তের জন্য এ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেনি। যদিও প্রত্যেক বছরে একবার ক'রে বসন্ত আসে ও যায়।

অনেকে নিজের জন্মদিন পালন ক'রে খুশী করে। অথচ জন্মদিন পালন বোকামি; জীবনের ডাল থেকে একটি পাতা খসে পড়লে দুঃখ হওয়া উচিত, আনন্দ ও তার উৎসব নয়। একান্ত উদাস ছাড়া দুঃখের স্থলে সুখ প্রকাশ করে না, কান্নার স্থলে হাসে না, প্রস্তুতির বদলে অবহেলায় কাটায় না।

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'তিনটি বিষয় চিন্তা করে আমার হাসি আসে এবং তিনটি বিষয় মনে করে আমার কান্না আসে। যা আমাকে হাসায় তা হল; সেই ব্যক্তি যে, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষী অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে গাফেল ও উদাসীন অথচ সে দৃষ্টিচ্যুত ও বিস্মৃত নয়। (অথচ তার মৃত্যু আসবে এবং হিসাব নেওয়া হবে।) আর যে, মুখভর্তি হাসে অথচ জানে না যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, নাকি ক্রোধান্বিত।

আর যা আমাকে কাঁদায় তা হল, প্রিয়তম মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহচরগণের বিরহ-বেদনা, মৃত্যু যন্ত্রণায় সেই কঠিন ভয়াবহতার স্মরণ, আর সেই দিনে আল্লাহর সামনে খাড়া হওয়ার কথা যেদিনে মানুষের গুপ্ত যত কিছু সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। অতঃপর জানতে পারবে না যে, তার শেষ পরিণাম জান্নাত না জাহান্নাম।'

প্রত্যেক আত্মার নির্ধারিত সময় বাঁধা আছে। সেই সময়েই তাকে মরণের স্বাদ চিখতে হবে। কাপুরুষের কাপুরুষতা ও ভীতুর ভয় মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করে না। যেমন বীরের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকের দুঃসাহসিকতা অথবা মুজাহিদের জিহাদে অংশগ্রহণ তার আয়ুষ্কাল হ্রাস ক'রে দেয় না। পক্ষান্তরে যারা মরণকে ভয় করে না, তাদের জীবনই সত্যিকারের জীবন। কবি বলেছেন,

'মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে, মৃত্যু তারেই টানে।
যারা মৃত্যুকে বুক পেতে লয়, বাঁচতে তারাই জানে।'

মরণকে ভয় তারা করবে না, যাদের প্রস্তুতি আছে। যে ভাল ছাত্ররা পরীক্ষার পূর্বে যথারীতি পড়াশুনা ক'রে প্রস্তুত থাকে, তারা পরীক্ষা হলে যেতে ভয় করবে কেন? পরীক্ষালয়ে সেই ছাত্ররা যেতে চাইবে না, অথবা সেই ছাত্রদের পরীক্ষালয়ে যেতে বুক দুরু-দুরু কাঁপবে, যারা মোটেই অথবা ঠিকমত পড়াশোনা ক'রে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়নি।

মানুষকে হিসাব লাগবে, হিসাবের দিন অতি নিকটে। তবুও মানুষ গাফেল কেন? মহান আল্লাহ বলেন,

{اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ} (١) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ ওরা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। *(সূরা আম্বিয়া ১ আয়াত)*

খোদ অবিশ্বাসীরা অসময়ে স্বীকার করবে যে, তারা গাফলতির ঘুমে বিভোর ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَـذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ} (٩٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।' *(ঐ ৯৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

{لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ}

অর্থাৎ, তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি; সুতরাং আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর। *(সূরা ক্বাফ ২২ আয়াত)*

সে সুখী মানুষও মরণকে ভয় করবে না, যে জানে যে, দুনিয়ার এ অস্থায়ী সুখ চাইতে আখেরাতের অনন্ত সুখের স্বাদ আরো অনেক বেশি।

বাদশা সুলাইমান বিন আব্দুল মালেক একদা আবূ হাযেমকে বললেন, 'কি ব্যাপার যে, আমরা আখেরাতকে অপছন্দ করি (মরতে চাই না)?'

তিনি বললেন, 'কারণ আপনারা দুনিয়া আবাদ এবং আখেরাত বরবাদ

করেছেন। তাই আবাদ ছেড়ে বরবাদে যেতে অপছন্দ হয়।'

বাদশা বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। আবূ হাযেম! আগামী কাল আল্লাহর নিকট কি আছে, যদি জানতে পারতাম?'

আবূ হাযেম বললেন, 'তা যদি জানতে চান, তাহলে তা আল্লাহর কিতাবেই রয়েছে, "পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং পাপাচারীরা থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে।" *(সূরা ইনফিত্বার ১৩-১৪ আয়াত)*

বাদশা বললেন, 'আল্লাহর নিকট পেশ কিভাবে করা হবে?'

আবূ হাযেম বললেন, 'পুণ্যবান ঠিক প্রবাসী মুসাফিরের মত খুশী-খুশী যেন নিজের বাড়িতে ফিরবে। আর পাপাচারী পালিয়ে যাওয়া গোলামের মত অনুতপ্ত অবস্থায় প্রভুর নিকট উপস্থিত হবে।'

এ কথা শুনে বাদশা কেঁদে ফেললেন।

যে আখেরাত বরবাদ করেছে, সে মরতে চাইবে কেন? মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলেন,

{وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} (٧) سورة الجمعة

অর্থাৎ, কিন্তু তারা তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে, তার কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ যালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। *(সূরা জুমুআহ ৭ আয়াত)*

মৃত্যু সম্বন্ধে গাফেল থাকার একটি কারণ এও যে, মৃত্যুর পরে যে হিসাব এবং তারপর শান্তি ও শাস্তি আছে, সে ব্যাপারে বিশ্বাস নেই। একই কারণে মানুষ মহান আল্লাহ সম্বন্ধেও গাফেল আছে। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (١٢) سورة الانفطار

অর্থাৎ, হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক হতে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তারপর সুসমঞ্জস করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। না কখনই না, বরং তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে ক'রে থাক; অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ; সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিশ্তা); তারা

জানে, যা তোমরা ক'রে থাক। *(সূরা ইনফিত্বার ৬-১২ আয়াত)*

অনেকে ভাবে, মরলেই সব শেষ। তারপর আর কিছু নেই। কবরে হিসাব নেই, পুনরুত্থান নেই, জান্নাত-জাহান্নাম নেই। আর তার জন্যই তারা দুনিয়ার জিন্দেগীকে প্রাধান্য দেয়, বিলাস-সুখে মত্ত থাকে। কবি ওমর খৈয়াম বলেছেন,

'এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও
কাল নিশিথের ভরসা কই,
চাঁদনী জাগিবে যুগ-যুগ ধরে
আমরা তো আর রব না সই!'
'মিশ্ব ধুলায় তার আগেতে
সময়টুকুর সদ্-ব্যভার,
স্ফূর্তি ক'রে নাই করি কেন
দিন কয়েকেই সব কাবার?'

অথচ যে মানুষ এ পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছায় আসেনি, নিজের পিতা-মাতা, রূপ-রঙ, ভাষা-দেশ ইত্যাদি নিজে নির্বাচন ক'রে আসেনি, যে মানুষ নিজের অবস্থানকাল নিজে নির্ধারিত করতে পারে না, যে মানুষ মরবে এবং মরতেই হবে, সে মানুষ গাফেল হয় কিভাবে, কাফের হয় কিভাবে? মহান আল্লাহ বিস্ময়ের সাথে বলছেন,

{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

অর্থাৎ, তোমরা কি আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবন্ত করবেন, পরিণামে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮ আয়াত)*

মরণের পর হিসাবের ভয় নেই, কবরের আযাবের ভয় নেই, কিয়ামতের ভয় নেই, জাহান্নামের ভয় নেই বলেই তো মানুষ তার জন্য প্রস্তুতি নেয় না, মরণের ব্যাপারে উদাসীন থাকে।

পক্ষান্তরে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েও সাহাবাগণ মরণকে ভয় করতেন। ইবনে শিমাসাহ বলেন, আমর ইবনে আ'স ﵁-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তাঁর এক ছেলে বলল, 'আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক

জিনিসের সুসংবাদ দেননি?' এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা সামনের দিকে ক'রে বললেন, 'আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। আমি তিনটি স্তর অতিক্রম করেছি। (এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন সর্বাধিক প্রিয় বাসনা। যদি (দুর্ভাগ্য ক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।

(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, "আম্র! কি ব্যাপার?" আমি নিবেদন করলাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি বললেন, "শর্তটি কি?" আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই।' তিনি বললেন, "তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এবং হজ্জও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস ক'রে দেয়?"

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল?' তাহলে আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম। জানি না, তাতে আমার অবস্থা কি? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন যেন তোমরা আমার কবরে অল্প অল্প ক'রে মাটি দেবে। অতঃপর একটি উট যবেহ ক'রে তার মাংস বন্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের পাশে অপেক্ষা করবে। যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিশ্তাদের সঙ্গে কিরূপ বাক্-বিনিময় করি--তা দেখে নিই। *(মুসলিম)*

অথচ মানুষ মরতে দেখে অথবা মরা মানুষ দেখেও আমাদের অনেকের ভয় হয় না। কবর খুঁড়েও ভয় হয় না।

কাফন-দাফন করিয়েও মনে ভয় হয় না।

কবরস্থান দেখে ও কবর যিয়ারত করেও মনে ভয় আসে না। (অবশ্য সেখানে গেলে অনেকে ভূতের ভয় করে!)

'হাতে ধরে গোরে রাখি তবু নাহি ভয়,
ভয় করিবার শক্তি দাও দয়াময়।'

আঁধার কবরে শুয়ে থাকার কথা কল্পনা ক'রে মনে ভয় সৃষ্টি হয় না।

কবরের একাকীত্বকে স্মরণ ক'রে হৃদয়ে ত্রাস জন্মে না। তখনকার কথা মনেও কল্পনা করে না,

'কোথা মোর বন্ধুগণ কোথা পুত্র-পরিজন
কোথা মোর প্রেয়সিনী কোথা প্রিয়পাত্রী রে,
আমি কেমনে কাটাব সারা রাত্রি রে।'

এত আত্মীয়-স্বজনের মরণ দেখেও মনে খেয়াল হয় না যে, আমাকেও মরতে হবে। মরা লাশ গোসল দিয়ে দাফন করেও মনে ভয় হয় না।

দাফন করার সময় হাসান বাসরী একজন লোককে উদ্দেশ্য ক'রে এবং মৃতের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'দেখ, ওকে এখন কবরে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, ওকে যদি দুনিয়ায় আবার আসতে দেওয়া হয়, তাহলে ও কি ভালো কাজ করবে?' লোকটি বলল, 'অবশ্যই করবে।' বললেন, 'তুমি তো দুনিয়াতেই আছ, তুমি ক'রে নাও।'

বিলাল বিন সা'দ বলেন, আমাদের কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, 'তুমি কি এখন মরতে চাও?' তাহলে সে বলবে, 'না।' যদি বলা হয়, 'কেন?' তাহলে সে বলবে, 'তওবা ক'রে নেক আমল করতে হবে।' যদি তাকে বলা হয়, 'এখন থেকে নেক আমল কর।' তাহলে সে বলবে, 'করব, করব।' সুতরাং সে না মরতে পছন্দ করে, আর না-ই নেক আমল করতে চায়। সে আল্লাহর কাজকে বিলম্বিত করে; কিন্তু দুনিয়ার কাজকে বিলম্বিত করে না।

পক্ষান্তরে আমরা মরতে ভয় করি, মরণ চাই না। এ দুনিয়ার সুখ ছেড়ে যেতে মন চায় না। যেহেতু বিশ্বাস নেই যে, মরণের পরে আছে পরম সুখ। আর যেহেতু সে সুখের সামানও প্রস্তুত করা হয় না।

সদ্য-বিবাহিত বর-কনে বাসর রাতে অনেক কথাই বলে। প্রেমের কথা, সংসারের কথা, ভবিষ্যতের প্ল্যান-প্রোগ্রামের কথা হয়।

হঠাৎ স্বামী স্ত্রীকে বলল, 'তুমি আমাকে ভালবাস?'

স্ত্রী ঃ 'আরে! বাসব না কেন? আমি তোমাকে নদীর বালির সংখ্যা পরিমাণ ভালবাসি। আর তুমি আমাকে ভালবাস?'

স্বামী ঃ 'অবশ্যই। আমি তোমাকে সমুদ্রের পানি পরিমাণ ভালবাসি।'

স্ত্রী ঃ 'আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি আবার বিয়ে করবে তো।'

স্বামী ঃ 'না, না। আমি তোমার ছবি বুকে রেখেই জীবন কাটিয়ে দেব। আর তুমি?'

স্ত্রী ঃ 'আমিও তাই। তাছাড়া মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে কি সহজ?'

স্বামী ঃ 'আমি তোমাকে এত ভালবাসি যে, আমি তোমার জন্য জান দিতে প্রস্তুত।'

স্ত্রী ঃ (হেসে বলল) 'আমিও দিল দিয়া হ্যায় জাঁ ভী দেঙ্গে আয় সনম তেরে লিয়ে।'

এইভাবে কথা চলছিল। একটু পরে বাইরে কেমন যেন আজগুবি একটা শব্দ শোনা গেল। তা শুনে দুজনেই চুপ হয়ে গেল। ভয়ে যেন উভয়েরই জান ধড়ে নেই। ফিস্‌ফিসিয়ে স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'বাইরে বেরিয়ে দেখ কি বটে?'

স্বামী ঃ 'তুমি দেখে এস যাও।'

স্ত্রী ঃ 'না, আমাকে ভয় লাগে, তুমিই যাও।'

স্বামী ঃ 'আমারও তো ভয় হয়।'

স্ত্রী ঃ (মনে মনে বলল) 'জান দেব বললাম, তো এখনি দিতে হবে নাকি?'

স্বামী ঃ (মনে মনে বলল) 'মুখের কথা বললাম তো সত্যই মরণ চলে এল নাকি?'

বলার উদ্দেশ্য, মরতে সহজে কেউ চায় না। সুখহর, বিলাসনাশী, সর্বনাশী মৃত্যুর মুখে পড়তে কেউই চায় না।

অবশ্য পরকালের প্রস্তুতি নিয়ে জীবনে বাঁচার আশা রাখা দোষাবহ নয়। সে কথা পরে বলব ইন শাআল্লাহ।

হিসাবকে ভয় নেই, তাই গাফলতি, তাই প্রস্তুতি নেই। কারণ মানুষ ভাবে অনেক সময় আছে, এখন মোছে তা দাও। 'দিল্লী বহত দূর হ্যায়।' সময় হলে তওবা ক'রে নেওয়া যাবে। বুড়ো হলে ধর্মকর্ম করা যাবে। কিন্তু তাদের জানা নেই যে, বুড়ো হওয়ার সময়টুকু সে পাবে কি না। মরণের জন্য তো আর বুড়ো হওয়া শর্ত নয়। মৃত্যুর তো নির্ধারিত নিয়ম কিছু নেই। কত রোগীর আগে ডাক্তারই মারা যায়। রোগীর আগে শুশ্রূষাকারী মারা যায়। কত শিকারের আগে মৃত্যু আসে শিকারীর।

আলী ﷺ বলেছেন, 'মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক, কারণ মৃত্যুর দূত তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার ডাক দেবার পর আর প্রস্তুত হবার সময় থাকে না।'

আরবী কবি বলেছেন,

تزود بالتقوى فإنك لا تدري   إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر

فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً   وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري

وكم من صغار يرتجى طول عمرهم   وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر

وكم من صحيح مات من غير علة   وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر

অর্থাৎ, তাকওয়া-পরহেযগারীর পাথেয় সংগ্রহ কর, কারণ তুমি জান না যে, রাত্রি ছেয়ে এলে তুমি ফজর পর্যন্ত বাঁচবে কি না।

কত যুবক সকাল-সন্ধ্যায় হেসে বেড়ায়। অথচ তার কাফন প্রস্তুত হচ্ছে সে তা জানে না।

কত শিশুর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। অথচ আঁধার গোরে তাদের দেহ প্রবিষ্ট হয়।

কত সুস্থ ব্যক্তি বিনা রোগেই মারা গেছে এবং কত রোগী দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বেঁচে আছে।

মরণের প্রস্তুতি নিয়ে পরকালের সুখী জীবন তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে অন্য এক আরবী কবি বলেন,

ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً   والناس حولك يضحكون سروراً

فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا   في يوم موتك ضاحكاً مسروراً

বাঙ্গালী কবি তার অর্থ রচনা ক'রে বলেছেন,

'প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
তুমি মাত্র কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।'

নদীতে ডুবে যেতে যেতে একটি বালক সাহায্য প্রার্থনা করল। এক ভদ্রলোক তা শুনে ঝাঁপ দিয়ে তাকে বাঁচালেন। বালকটি তাঁকে ধন্যবাদ জানাল। ভদ্রলোক বললেন, 'কিসের জন্য ধন্যবাদ?' বালকটি বলল, 'আমার জীবন রক্ষা করার জন্য।' লোকটি বললেন, 'বাছা তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমার জীবন এমনভাবে গড়ে তুলবে, যেন মনে হয়, তোমার জীবন বাঁচাবার উপযুক্ত ছিল।'

সৎকর্মময় জীবনই জীবন। কিন্তু মানুষের কামনা, বাসনা ও প্রবৃত্তি মানুষকে বিপর্যস্ত করে। রিপুর তাড়না মানুষকে সুখময় জীবন গড়ে তুলতে দেয় না।

আরবী কবি বলেন,

المرء يخدعه مناه   والدهر يسرع في بلاه

يا ذا الهوى مَهْ لا تكن   ممن تَعَبَّدَهُ هواه

واعلم بأن المرء مرتهن   بما كسبت يداه

والناس في غفلاتهم   والموت دائرة رحاه

الحمد لله الذي   يبقى ويهلك ما سواه

অর্থাৎ, মানুষকে তার কামনা প্রতারিত করে, কাল তার বিপদকে ত্বরান্বিত করে।

হে প্রবৃত্তিপূজারী থামো! তুমি সেই ব্যক্তি হয়ো না, যাকে তার প্রবৃত্তি দাস বানিয়ে নিয়েছে।

আর জেনে রেখো যে, মানুষ যা আমল করে, তাতেই সে দায়বদ্ধ থাকে।

লোকেরা উদাসীন থাকে, আর মৃত্যু (তাদের উপর) নিজ যাঁতা চালিয়ে যায়।

সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি অবিনশ্বর এবং তিনি ছাড়া সবকিছু ধ্বংসশীল।

হে আমার সুখ-সন্ধানী মন! চারটি লুট থেকে সাবধান থেকো; মালাকুল মাওতের তোমার রূহ লুট, ওয়ারেসীনদের তোমার ধন লুট, পোকা-মাকড়ের তোমার দেহ লুট এবং (অপরিশোধিত ঋণের) ঋণীদের তোমার সওয়াব লুট।

জেনে রেখো, যেভাবে ইচ্ছা বাঁচ, একদিন তুমি মরবেই। যাকে ইচ্ছা ভালোবাস, একদিন অবশ্যই বিচ্ছেদ ঘটবে। আর যা ইচ্ছা তাই কর, একদিন তার বদলা পাবেই।

হে আমার আত্মভোলা মন! তুমি নিজে প্রস্তুত হও। কারো প্রতি ভরসা রেখো না। মরণের পর ধীরে ধীরে সকলেই ভুলে যাবে। সকলেই নিজের ভাগ ও ভাগ্য অনুযায়ী শোক প্রকাশ এবং কান্না করবে।

চার মাস দশদিন স্ত্রী শোক পালন করবে, করতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর হয়তো সে নয়া নাগর নিয়ে নতুন সংসার পাতবে।

তোমার ধনে যার ভাগ নেই, তার শোক করার কোন প্রশ্নও নেই। যার প্রতি তুমি কোন উপকার করনি, তারও মায়া কান্নার কোন আশা নেই।

যে তোমার ত্যক্ত সম্পত্তি পেয়ে যাবে, সেও শোকের পর খোশ হবে।

কিন্তু যার তুমি অবলম্বন ছিলে, সেই নিজ ভাগ্য ধেয়ে কেঁদে জারে-জার হবে।

তোমার কথা কেউ ভাববে না। তুমি কবরে কেমন আছ, সে কথার খেয়াল কেউ করবে না।

হয়তো বা ওয়ারেসদের মধ্যে কেউ তোমার মরণের অপেক্ষা করছে। তোমার পর রাজত্ব হাতে নিয়ে খেলার সুযোগের ঘড়ি গুনছে।

সুতরাং নিজে থেকেই পূর্ব প্রস্তুতি নাও। সাদকায়ে জারিয়াহ ক'রে যাও। নেক সন্তান তৈরী ক'রে যাও, যে তোমার জন্য দুআ করবে। কবির মত বল,

'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।'

মরণের পরে যেন লোকে তোমার জন্য গাইতে পারে,

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।'

এখন যা ক'রে রাখবে, তাই তোমার থাকবে। যা খাবে-পরবে তা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যা দান করবে, তাই অবশিষ্ট থাকবে।

'যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে,
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।'

এখনই সেই সময়। এতে গয়ংগচ্ছ করো না মন! দীর্ঘসূত্রতা গাফলতির দলীল। ধন-জনের গাফলতি ছেড়ে প্রস্তুতি নাও। নচেৎ এমন এক সময় আসবে, যখন তুমি আরো সময় পাওয়ার আশা ব্যক্ত করবে। অথচ এখন সেই সময়কে হেলায় নষ্ট ক'রে চলেছ। তখন কি তোমাকে সময় দেওয়া হবে ভেবেছ? মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩) وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (١١) سورة المنافقون

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার

পূর্বে (অন্যথা মৃত্যু আসলে সে বলবে,) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদক্বা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মুনাফিক্বুন ৯-১১ আয়াত)*

হে গাফেল মন আমার! খবরদার তুমি হাতেম আলীর মত হয়ো না।

হাতেম আলী বড় পরহেযগার মানুষ ছিল। রাতে উঠে মসজিদে গিয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়ত। এক গভীর রাতে মালাকুল মাওতের সাথে দেখা।

পরিচয় হতেই হাতেম ভাবল, তিনি হয়তো তারই জান কবজ করতে এসেছেন। কিন্তু তিনি অভয় দিলে সে বুদ্ধিমত্তার সাথে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, 'আমার কোন্ তারীখে কোন্ সময়ে মরণ হবে বলে দিতে হবে।'

ফিরিশ্তা বললেন, 'এটা তো গায়বী খবর, এ খবর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট থাকে না। আল্লাহ আমাকে যখন যার কাছে ইচ্ছা, তখন তার কাছে পাঠালে আমি তার জান কবজ করি।'

হাতেম আলী বলল, 'আমি শুনেছি প্রত্যেক বছর শবেকদরে সে বছরের সকল মৃতদের নাম খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। আপনি দয়া ক'রে দেখুন, সে খাতায় আমার নাম আছে কি না?'

ফিরিশ্তা বললেন, 'অসম্ভব! সে ক্ষমতাও আমার নেই। তবে এ কথা সত্য যে, মরণের পূর্বে তোমার কাছে চিঠি আসবে?'

--চিঠি আসবে?

--হ্যাঁ, চিঠি আসবে। সে চিঠি তোমাকে মরণ সম্পর্কে সতর্ক করবে, মরণকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

হাতেম আলী যেন স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। ভাবল, চিঠি যখন আসবে, তখন এখন হতে কষ্ট ক'রে লাভ কি? চিঠি আসার পরই প্রস্তুতি নেওয়া যাবে। শেষ ভাল যার, সব ভাল তার। তার আগে দুনিয়ার কিছু সুখ উপভোগ ক'রে নিই।

এই ভেবে হাতেম আলী তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিল, এমনকি পাঁচ-ওয়াক্ত নামাযও ছেড়ে দিল। মদ খাওয়া ধরল, বেশ্যাবাড়ি যাওয়া অভ্যাসে পরিণত হল ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য চিঠির কথা তার মনে আছে। চিঠির অপেক্ষাও সে করছে। বহু কাল পর সে বৃদ্ধ হয়ে পড়ল। দুর্বল হয়ে অক্ষম বিছানাগত হল।

একদিন হঠাৎ সেই ফিরিশ্তা তার সামনে উপস্থিত। তাঁকে দেখতেই সে বলে উঠল,

'এত দিনে চিঠি নিয়ে এসেছ?'

--না। এখন তোমার জান কবজ করতে এসেছি।

--কী? মিথ্যাবাদী। তুমি যে বললে, আমাকে চিঠি দেবে!

--চিঠি তোমাকে দেওয়া হয়েছে।

--না, না। অসম্ভব! কোন চিঠি আসেনি।

এই বলে এক ছেলেকে চিঠির ফাইলটা আনা করালো। তাতে বহু জায়গার চিঠি ফাইল করা আছে। শ্বশুর-বাড়ির চিঠি, বিয়াই-বাড়ির চিঠি, ছেলের চিঠি, মেয়ের চিঠি, জামায়ের চিঠি, আরো বহু চিঠি আছে, কিন্তু মালাকুল মাওতের নামে মরণের কোন চিঠি তো তাতে নেই।

ফিরিশ্তা বললেন, 'হাতেম আলী! মরণের চিঠি ডাকে আসে না, খাম-পোস্ট্-কার্ডেও না।'

--তাহলে কিভাবে তুমি চিঠি পাঠিয়েছ?

ফিরিশ্তা বললেন, 'মরণের চিঠি প্রকৃতিগতভাবে তোমার দেহে আসে।

তোমার যখন চুল পাকতে লেগেছে, তখন ঐ চুল পাকতে লাগা একটি মরণের চিঠি। এইভাবে যতটি চুল তোমার পেকেছে, ততটি মরণের চিঠি তোমার কাছে এসেছে।

তোমার যখন দাঁত ভাঙ্গতে লেগেছে, তখন ঐ দাঁত ভাঙ্গতে লাগা একটি মরণের চিঠি। এইভাবে যতটি দাঁত তোমার ভেঙ্গেছে, ততটি মরণের চিঠি তোমার কাছে এসেছে।

যখন তোমার মাজা বেঁকে গেল, তখন ছিল মরণের রেজিষ্ট্রি চিঠি।

যেদিন তুমি এক্সিডেন্টের হাত থেকে বাঁচলে, সেদিন তোমার নিকট মরণের টেলিগ্রাফ পাঠানো হয়েছিল।

এত চিঠি, এত হুঁশিয়ারির পরও তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বললে? এখন চল, তোমাকে আমরা নিয়ে যাব।

হাতেম আলী যেন সংবিৎ ফিরে পেল। বলল, 'আমি তাহলে ভুল বুঝেছিলাম ফিরিশ্তা! আমাকে আরো কিছুদিন সময় দাও, আমি তওবা ক'রে ভাল কাজ ক'রে মরি। আমি চিঠির অপেক্ষায় অনেক খারাপ কাজ ক'রে ফেলেছি।'

ফিরিশ্তা বললেন, 'মরণের ঘড়ি এসে গেলে এক সেকেন্ডও আগা-পিছা হয় না। এখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।'

এই বলে মালাকুল মাওত তার জান কবজ ক'রে নিলেন।

মুজাহিদ বলেন, যখনই বান্দা রোগগ্রস্ত হয়, তখনই মালাকুল মাওতের দূত তার কাছে আসেন। পরিশেষে শেষ রোগে মালাকুল মাওত এসে (অবস্থার ভাষায়) বলেন, 'তোমার কাছে তো দূতের পর দূত এসেছিল। কিন্তু তুমি তাদের কোন পরোয়াই করনি। এখন এমন দূত তোমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, যে দুনিয়াতে তোমাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ছাড়বে।' *(হিল্‌য়াতুল আওলিয়া ৪২৪৩, ফাইযুল ক্বাদীর ৩৮-৪৪নং)*

মরণ মুহূর্তের পূর্বে কৃত তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। সেই সময় ঠেলায় পড়ে 'তোবা-তোবা' বলার কোন ফল নেই। ফিরআউনের কোন ফল হয়নি। আর কারও হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَـئِكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً}

(١٨) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই সেই সব লোকের তওবা গ্রহণ করবেন, যারা অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ ক'রে বসে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা ক'রে নেয়; এরাই তো তারা, যাদের তওবা আল্লাহ গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর (আজীবন) যারা মন্দ কাজ করে, তাদের জন্য তওবা নয়, আর তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করছি।' আর যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মারা যায়, তাদের জন্যও তওবা নয়। এরাই তো তারা, যাদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। *(সূরা নিসা ১৭- ১৮ আয়াত)*

সময় শেষে পাপ থেকে ফিরে আসার অর্থ কি হতে পারে? যখন সময় ছিল তখন সাবধান হওনি কেন? উপদেশ গ্রহণ করার মত বয়স কি মানুষকে দেওয়া হয় না? মহান আল্লাহ জাহান্নামীদেরকে বলবেন,

{أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ} [فاطر : ٣٧]

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। *(সূরা ফাত্বির ৩৭ আয়াত)*

ইমাম নাওয়াবী বলেন, ইবনে আব্বাস ও সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, আমরা কি তোমাদেরকে ৬০ বছর বয়স দিইনি? নিম্নবর্ণিত

হাদীসটি এই অর্থের কথা সমর্থন করে। কেউ বলেন যে, এর অর্থ ১৮ বছর। আর কিছু উলামা ৪০ বছর বলেন। এটি হাসান (বাসরী) কালবী ও মাসরূকের মত। বরং এ কথা ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, যখন কোন মদীনাবাসী চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিজেকে ইবাদতের জন্য মুক্ত ক'রে নেন। কিছু লোক এর অর্থ 'পরিণত বয়স' করেছেন।

আর আল্লাহর বাণীতে উক্ত 'সতর্ককারী' বলতে ইবনে আব্বাস ﵄ ও বেশীরভাগ আলেমের মতে স্বয়ং নবী ﷺ। কিছু লোকের নিকট সতর্ককারী হল চুল পাকা বা বার্ধক্য। এটা ইকরামাহ, ইবনে উয়াইনাহ ও অন্যান্যদের মত। *(রিয়াযুস স্বালিহীন)*

মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য কোন ওজর পেশ করার অবকাশ রাখেন না (অর্থাৎ, ওজর গ্রহণ করবেন না), যার মৃত্যুকে তিনি এত পিছিয়ে দিলেন যে, সে ৬০ বছর বয়সে পৌঁছল। *(বুখারী)*

অর্থাৎ, এই বয়সে পৌঁছে গেলে ওজর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। 'সময় পাইনি, অবসর ছিল না, পারিনি, ক্ষমতা ছিল না, জানা ছিল না' ইত্যাদি পাঁচ-সাত ওজর-ওজুহাত চলবে না।

মোটকথা, মরণ-মুহূর্তের তওবা ও সৎ আমল গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ জন্যই পূর্ব-প্রস্তুতি জরুরী।

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ সাদ্‌কাহ নেকীর দিক দিয়ে বড়? তিনি বললেন, তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে। আর তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে তখন বলবে, 'অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত।' অথচ তা তো অমুক (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।" *(হাকেম ৪/৩০৬, আহমদ, সহীহুল জামে' ১০৭৭নং)*

মানুষের জীবন তিথিময় চাঁদের মত। যার দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পূর্ণিমা ও পরিশেষে অমাবশ্যার অন্ধকার আছে। তবে মাসের মাস নতুন চাঁদের জন্ম হয়। কিন্তু

মানুষের জীবনের পুনর্জন্ম কেবল একটাই।

জ্বলিছে প্রদীপ জ্বল্‌জ্বল ক'রে তেল আছে যতক্ষণ,
নিভিয়া যাবে একদিন তাহা ভাবিয়া দেখরে মন!
প্রস্ফুটিত কুসুম-কলি ডালে আছে আলো ক'রে,
একদিন তাহা শুকিয়ে মাটির বক্ষে পড়িবে ঝরে।
তেল ঢালিলে জ্বলিবে আলো, বসন্ত আসিবে ফিরে,
কিন্তু তোমার জীবন-তরী ফিরিবে না দেহ-তীরে।
শেষ হয়ে যাবে জীবনের খেলা ছেড়ে যেতে হবে বাড়ি,
ছেড়ে যেতে হবে সম্পদ যত সুখের নারী ও গাড়ি।
যে বাড়ি তোমার আসল বসতি বানাও তাহা আগে,
কর সেই কাজ যে কাজে ফুল ফুটিবে কবর বাগে।

যে চলে যায়, সে আর ফেরে না

'যে যাবার সে চলে যায়, ফিরে নাহি আসে গো,
সে আঁধার অমানিশায় চাঁদ নাহি হাসে গো।......'
"জীবন বলিছে মাটির মায়ায় আবার আসিব ফিরে,
বলিছে মরণ নিয়ে যাব তোরে মরণ-সাগর তীরে।"

এ পৃথিবীতে মানুষের পুনর্জন্ম লাভ করা অথবা জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস একটি অমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাস। মুসলিমরা সে বিশ্বাস রাখে না। পক্ষান্তরে মরণের সময়ও যদি কেউ অব্যাহতি চায়, অবকাশ চায়, তওবা করার সময় চায়, ভাল কাজ করার সুযোগ চায়, তাহলে তাকে তা দেওয়া হয় না।

সময় তো সে পেয়েছিল, কিন্তু তখন বিশ্বাস ছিল না। এখন স্বচক্ষে দেখে অবিশ্বাস করার মত অবকাশ নেই। চোখের সামনে সত্য এসে গেলে তাকে কি অস্বীকার করা যায়? আর শোনা ও দেখা তো বরাবর নয়। শোনা কথায় বিশ্বাস ছিল না, এখন দেখা জিনিসে বিশ্বাস হয়ে পুনরায় জীবন চেয়ে ভাল কাজ করতে চাইবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٠٠) [المؤمنون]

অর্থাৎ, যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাপীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে

বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি।' না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। *(সূরা মু'মিনূন ১০০ আয়াত)*

আর ফেরার কোন পথ নেই, কোন অবকাশ নেই। আজীবন অবিশ্বাস ও অবাধ্যতা ক'রে এসে জীবনাবসানের পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বাস ও বাধ্যতার আশা ব্যক্ত করার কথা কোন উপকারে আসবে না। ফিরআউন সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) أَالآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ (٩١) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ} (٩٢) سورة يونس

অর্থাৎ, আমি বানী ইস্রাঈলকে সমুদ্র পার ক'রে দিলাম, অতঃপর ফিরআউন তার সৈন্যদলসহ অন্যায় ও বিদ্বেষবশতঃ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে ডুবতে লাগল, তখন বলতে লাগল, 'যে কথায় বানী ইস্রাঈল বিশ্বাস করেছে আমিও তাতে বিশ্বাস করলাম যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।' এখন (ঈমান আনছ)? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্য ছিলে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক; আর নিঃসন্দেহে অনেক লোকই আমার নিদর্শনাবলী হতে উদাসীন। *(সূরা ইউনুস ৯০-৯২ আয়াত)*

পরকালে জাহান্নামে গিয়েও অনেক লোক শাস্তি আস্বাদন ক'রে এ জগতে ফিরে এসে ঈমানের সাথে ভাল কাজ করার আশা ব্যক্ত করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ} (٣٧) سورة فاطر

অর্থাৎ, সেখানে তারা আর্তনাদ ক'রে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের কর, আমরা সৎকাজ করব; পূর্বে যা করতাম তা করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর;

সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।' *(সূরা ফাত্বির ৩৭ আয়াত)*

কিন্তু যে ইহলোক ছেড়ে পরলোকের পথের পথিক, যে এ জগৎ ছেড়ে পরবর্তী জগতে চলে যায়, সে আর ফেরে না, ফিরতে পারে না। কবি বলেছেন,

'মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।'

সত্বর তওবা

মরণের জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ সত্বর তওবা জরুরী। মরণ-মুহূর্তের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়; যেমন ফিরআউনের তওবা গ্রহণযোগ্য হয়নি। আর এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

চাপের মাথায় 'বাপ' বলতে সবাই বাধ্য। আর সে 'বাপ' বলার কোন লাভ থাকে না। শাস্তি দর্শন ক'রে তওবার কোন ফল হয় না।

মহান আল্লাহর এ নীতি সম্পর্কে বলেন,

{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون * فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ} (سورة غافر ٨٣–٨٥)

অর্থাৎ, ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রসূল এসেছিল, তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। অতঃপর ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, 'আমরা এক আল্লাহতেই বিশ্বাস করলাম এবং আমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে অংশী করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম।' কিন্তু ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের বিশ্বাস ওদের কোন উপকারে এল না। আল্লাহর এ বিধান (পূর্ব হতেই) তাঁর দাসদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে আসছে। আর তখন অবিশ্বাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হল। *(সূরা মু'মিন ৮৩-৮৫ আয়াত)*

অনেকে আযাব দেখে তওবা করে, তওবায় ফিরআউনী রীতি অবলম্বন করে। বলে, 'যদি আমি জেল থেকে উদ্ধার হই, তাহলে মুসলিম হব।' 'যদি আল্লাহ আমাকে এ খেপকার মত উদ্ধার করে, তাহলে নামায পড়ব।' 'আল্লাহ যদি আমার অসুখটা ভাল ক'রে দেয়, তাহলে নামায পড়ব।' 'আল্লাহ যদি আমার চাকরিটা মঞ্জুর করিয়ে দেয়,

তাহলে নামায পড়ব।' ইত্যাদি। তারপর উদ্ধার হয়ে, সুস্থ হয়ে, চাকরি পেয়ে ফিরে যায়, ওয়াদা ভঙ্গ করে। হাসপাতালের বেডের কথা তখন আর মনে থাকে না, চাকরি হওয়ার আগের মিসকীনী জীবন আর মনে থাকে না।

কাল হাসপাতালের এমার্জেন্সি বেডে বলেছিল, 'দুআ করুন মৌলবী সাহেব, ভাল হলে নামায পড়ব।'

আর ভাল হওয়ার পর বলে, 'সময় হয় না জী, সব সময় পড়া হয় না। চেষ্টা করছি।'

এদেরকে চালাক মনে হলেও আল্লাহর সঙ্গে চালাকী বড় যালেম ছাড়া আর কে করতে পারে? মহান আল্লাহ এক শ্রেণীর মানুষের জন্য বলেন,

{وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٢) سورة يونس

অর্থাৎ, যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন শুয়ে, বসে অথবা দাঁড়িয়েও আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট ওর নিকট হতে দূর করে দিই, তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে; যেন তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল, তা মোচন করার জন্য আমাকে ডাকেইনি; এইভাবেই সীমালংঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে শোভনীয় করা হয়েছে। *(সূরা ইউনুস ১২ আয়াত)*

এইভাবে অনেক মানুষই কষ্টের সময় আল্লাহকে চেনে, অতঃপর কষ্ট দূর হয়ে গেলে তাঁকে ভুলে যায়। বিপদের সময় আল্লাহর সাথে শর্তভিত্তিক ওয়াদা করে, অতঃপর বিপদ দূর হয়ে গেলে সে ওয়াদার কথা ভুলে যায়। মহান আল্লাহ এমন মানুষদের কথা আল-কুরআনের কয়েক জায়গায় আলোচনা করেছেন,

{وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} (٥٥) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমাদের মাঝে যেসব সম্পদ রয়েছে, তা তো আল্লাহরই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহবান কর। আবার যখন আল্লাহ তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন, তখন তোমাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে অংশী করে। যাতে আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করে। সুতরাং তোমরা ভোগ ক'রে নাও, অচিরেই জানতে পারবে। *(সূরা নাহল ৫৫ আয়াত)*

{قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجانَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُـونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ (٦٣) قُلِ اللهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ} (٦٤)

অর্থাৎ, বল, কে তোমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকে, যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁকে আহবান করে (বলে) থাক, 'আমাদেরকে এ হতে পরিত্রাণ দিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' বল, 'আল্লাহই তোমাদেরকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট থেকে পরিত্রাণ দান করেন। তা সত্ত্বেও তোমরা তাঁর অংশী স্থাপন ক'রে থাক।' *(সূরা আনআম ৬৩-৬৪ আয়াত)*

{وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا} (٦٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহবান ক'রে থাক, তারা অদৃশ্য হয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৬৭ আয়াত)*

{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (٢٣) سورة يونس

অর্থাৎ, তিনিই (সেই মহান সত্তা), যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে ভ্রমণ করান; এমন কি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলো লোকদের নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়। (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, '(হে আল্লাহ!) যদি তুমি আমাদেরকে এ হতে রক্ষা কর, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।' অতঃপর যখনই আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই

তারা ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রাখ) তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (জন্য ক্ষতিকর) হবে, (এ হল) পার্থিব জীবনের উপভোগ্য, তারপর আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম জানিয়ে দেব। *(সূরা ইউনুস ২২-২৩ আয়াত)*

আসলে এ হল ফিরআউনী সম্প্রদায়ের রীতি। মহান আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে বলেন,

{وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ} (١٣٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যখন তাদের উপর শাস্তি আসত, তখন তারা বলত, 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সঙ্গে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে সেই অনুযায়ী যদি তুমি আমাদের হতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করব এবং ইস্রাঈল বংশধরগণকেও তোমার সাথে যেতে দেব।' কিন্তু যখনই তাদের উপর হতে এক নির্দিষ্টকালের জন্য শাস্তি অপসারিত করলাম---যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। *(সূরা আ'রাফ ১৩৪-১৩৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (٤٧) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٨) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ} (٥٠) الزخرف

অর্থাৎ, সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনাবলীসহ আসা মাত্র ওরা তা নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল। আমি ওদেরকে যে নিদর্শন দেখিয়েছি, তার প্রত্যেকটি ছিল ওর পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা বৃহত্তর। আমি ওদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম; যাতে ওরা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। ওরা বলেছিল, 'হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যে অঙ্গীকার করেছেন, তুমি তাঁর নিকট আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর; (অঙ্গীকার পূর্ণ করলে) আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।' অতঃপর যখন আমি ওদের ওপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখনই ওরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। *(সূরা যুখরুফ ৪৭-৫০ আয়াত)*

মহান আল্লাহও এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাঁর নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি

বলেছেন,

فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ}

অর্থাৎ, সুতরাং আমি তাদের প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করলাম, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ঔদাস্য প্রকাশ করত। *(সূরা আ'রাফ ১৩৬ আয়াত)*

আল্লাহর সাথে ওয়াদা ক'রে তা ভঙ্গ করা মুনাফিক্বী নীতি। সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} (٧٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা দান-খয়রাত করব এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। *(সূরা তাওবাহ ৭৫-৭৬ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তাঁর নীতি প্রয়োগ করলেন,

{فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} (٧٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, পরিণামে আল্লাহ তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিক্বী (কপটতা) স্থায়ী ক'রে দিলেন তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার দিন পর্যন্ত। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যা বলত। তারা কি জানত না যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ অবগত আছেন? এবং নিশ্চয় আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী? *(সূরা তাওবাহ ৭৭-৭৮ আয়াত)*

মোটকথা, তওবার শর্ত পালন ক'রে তওবাহ করতে হবে ঃ-

১। সত্বর পাপ বর্জন করতে হবে। পাপ করতে থাকা অবস্থায় তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাদায় পা থাকা অবস্থায় এক পা তুলে ধুয়ে আবার কাদায় রাখলে কি পা পরিষ্কার করা যায়? নিশ্চয় কোন কাদাহীন পরিষ্কার জায়গায় দাঁড়িয়ে পা ধুতে হবে। প্রয়োজন হলে পরিবেশ পরিবর্তন করতে হবে, যেমন একশ'জন মানুষ খুনকারী লোকটিকে পরিবেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অনুরূপভাবে মন থেকে পাপ তুলে না ফেললে তওবা হয় না। এক লোকের বাড়ির ভিতরকার ছোট্ট কুয়াতে একটি বিড়াল পড়ে মারা গেছে। পানিতে গন্ধ ছুটছে। গ্রামের ইমাম সাহেবকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলে দাও, পবিত্র হয়ে যাবে।

লোকটি তাই করল। কিন্তু পানির গন্ধ গেল না। সে এসে আবার ইমাম সাহেবকে ঘটনা বললে ইমাম সাহেব আবারও চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে আদেশ করলেন।

তাই হল। কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। আবার ইমাম সাহেবকে জানালে এবারে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বিড়ালটা তুলে ফেলেছ তো?'

লোকটি বলল, 'হুজুর তাতো আপনি বলেননি!'

--আরে বেওকুফ তাও কি আবার বলতে হয়? মরা বিড়াল কুয়াতে ফেলে রেখে বালতি বালতি পানি তুলে ফেলে লাভ কি?

অনুরূপ পাপ বর্জন না ক'রে শতবার 'তোবা-তোবা' ক'রে লাভ কি? ঘরে ছেলেমেয়েদেরকে টিভির ডিশের ওয়ারেস বানিয়ে তওবা করলে অথবা মারা গেলে, লাভের চেয়ে নোকসানের পরিমাণ তো অনুমেয়!

২। একমাত্র আল্লাহর জন্য তওবা করতে হবে। কোন স্বার্থের জন্য বা অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য তওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।

৪। ঐ পাপ দ্বিতীয়বার না করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে হবে।

৫। বান্দার হক হরফ ক'রে থাকলে তা ফেরৎ দিতে হবে। নচেৎ ঐ মরা বিড়াল রেখে পানি ফেলার মত হতে পারে।

৬। যথাসময়ে তওবা করতে হবে।

মহান আল্লাহ মরণের সময় উপস্থিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তওবা কবুল ক'রে থাকেন। মহানবী ﷺ বলেন,

« إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ »

অর্থাৎ, প্রাণ কণ্ঠাগত হওয়ার আগে পর্যন্ত অবশ্যই আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল ক'রে থাকেন। *(আহমাদ, তিরমিযী ৩৮৮০, ইবনে মাজাহ ৪২৯৪নং)*

মহান আল্লাহ বান্দার সারা জীবন ধৈর্য ধরেন, তার অবাধ্যতা সহ্য ক'রে নেন, দয়াময় তিনি, তাই দাসের শেষ জীবনেও আত্মসমর্পণ গ্রহণ ক'রে নেন। তিনি পরম

করুণাময়, চরম ক্ষমাশীল। তিনি বলেন,

{ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ } (سورة الشورى ٢٥)

অর্থাৎ, তিনিই তাঁর দাসদের তওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন। *(সূরা শূরা ২৫ আয়াত)*

আরবী কবি বলেন,

يا أيها الغافل جد في الرحيل وأنت في لهو وزاد قليل

لو كنت تدري ما تلاقي غداً لذبت من فيض البكاء والعويل

فاخلص التوبة تحظى بها فما بقي في العمر إلا القليل

ولا تنم إن كنت ذا غبطة فإن قدامك نوم طويل

অর্থাৎ, ওহে গাফেল! তোমাকে তো সফর করতেই হবে। অথচ তুমি খেলায় মত্ত এবং পাথেয়ও অল্প। যদি তুমি জানতে কাল তোমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে, তাহলে অবশ্যই অঝোর কান্নায় গলে যেতে। সুতরাং তুমি বিশুদ্ধভাবে তওবা কর, এখন সে সুযোগ আছে। আয়ুর তো আর সামান্যই বাকী আছে। আর ঘুমায়ো না---যদি তুমি ঈর্ষাবান হও। কারণ তোমার সামনে রয়েছে সুদীর্ঘ ঘুম।

মু'মিনের জন্য মরণই উত্তম

মু'মিন ব্যক্তি, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁর ওয়াদা ও আখেরাতের মেহমানীকে বিশ্বাস করে, তার জন্য ইহলোকের এ জীবন থেকে পরলোকের জীবনই উত্তম। কারণ, এ জীবন বড় কষ্টের জীবন। যেহেতু এ জীবন তার কাছে জেলখানার মত। এ জীবন ফিতনার জীবন।

মহানবী ﷺ বলেন, "দু'টি জিনিসকে আদম-সন্তান অপছন্দ করে; (তার মধ্যে প্রথম হল) মৃত্যু, অথচ মু'মিনের জন্য ফিতনা থেকে মৃত্যুই উত্তম। আর (দ্বিতীয় হল) ধন-স্বল্পতা, অথচ ধন-স্বল্পতা হিসাবের জন্য কম (প্রশ্ন হবে)। *(আহমাদ, মিশকাত ৫২৫১নং)*

একদা মহানবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হল। তিনি বললেন, "আরাম পেয়ে গেল অথবা আরাম দিয়ে গেল।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! 'আরাম পেয়ে গেল ও আরাম দিয়ে গেল' এর অর্থ কি? তিনি বললেন, "মু'মিন বান্দা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে আরাম পেয়ে আল্লাহর রহমত লাভ করে। আর পাপাচারী বান্দা থেকে অন্য বান্দাগণ, দেশসমূহ, গাছপালা ও জন্তু-জানোয়ার আরাম পেয়ে যায়। *(বুখারী, মুসলিম)*

মু'মিনের জন্য মরণ ভাল বলেই, মরণের পর সে আর দুনিয়ায় ফিরতে চাইবে না। মহানবী ﷺ বলেন, "পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ও সুখ পেলেও জান্নাতে প্রবেশ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কেউই পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি (জান্নাতে) বিশাল মর্যাদা দেখে এই কামনা করবে যে, সে যেন পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে যায় এবং (জিহাদে) দশ দশবার শহীদ হয়ে আসে।" *(বুখারী ২৮১৭ নং মুসলিম ১৮৭৭ নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই! প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি যদি ভাল হয়, তাহলে তার জন্য মরণই শ্রেয়। যেহেতু আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন,

{وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ} (١٩٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট যা আছে তা পুণ্যবানদের জন্য উত্তম। *(আলে ইমরান ১৯৮)*

আর যদি পাপাচারী হয়, তাহলে তার ব্যাপারে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন,

{وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (١٧٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অবিশ্বাসিগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি তাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছি, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ আমি তাদেরকে এ জন্য সুযোগ দিয়েছি যে, যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। *(ঐ ১৭৮ আয়াত, ত্বাবারানী ৮৬৭২নং)*

মু'মিনের জন্য মরণ শ্রেয় বলেই তার জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খাস দুআ ছিল, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দিয়েছে তার জন্য তুমি তোমার সাক্ষাৎ লাভকে প্রিয় কর, তোমার তকদীর তার হক্কে সুপ্রসন্ন কর এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে অল্প প্রদান কর। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ঈমান রাখে না এবং আমি তোমার রসূল বলে সাক্ষ্য দেয় না, তার জন্য তোমার সাক্ষাৎ-লাভকে প্রিয় করো না, তোমার তকদীরকে তার হক্কে সুপ্রসন্ন করো না এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাকে বেশী বেশী প্রদান কর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩১১ নং)*

সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সত্যিকার মু'মিন মরণকে অপছন্দ করে না। যেহেতু তাতে রয়েছে আল্লাহর সাক্ষাৎ, যে আল্লাহ তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম। আর যেহেতু সে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে বেঁচে যায়।

বর্তমানে মুসলিমদের দুরবস্থা ও দুর্দশার একটি প্রধান কারণ হল, মরণকে অপছন্দ করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অনতি দূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারিদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কি?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাউদ ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৮)*

বাঁচতে চাওয়া কি দূষণীয়?

পরকালের প্রস্তুতি নিয়ে জীবনে বাঁচার আশা রাখা দোষাবহ নয়। তবে মরণকে অপছন্দ করা যাবে না। মূসা ﷺ-এর কাছে তাঁর জান কবজ করতে মালাকুল মাওত এলে তিনি তাঁকে এমন এক চড় মারলেন যে, তাতে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল! ফিরিশ্‌তা ফিরে গিয়ে আল্লাহকে বললেন, 'আপনি আমাকে এমন এক বান্দার জান নিতে পাঠালেন, যিনি মরতে চান না।' আল্লাহ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন বলদের পিঠে হাত রাখে। অতঃপর তার হাত যত পরিমাণ লোম ঢেকে নেবে, তত পরিমাণ বছর সে দুনিয়ায় থাকতে পারবে।' (সুতরাং তাই বলা হল।) মূসা ﷺ বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তারপর কি হবে?' আল্লাহ বললেন, 'মৃত্যু।' তখন মূসা ﷺ বললেন, 'তাহলে এখনই (মরব)।' *(বুখারী)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" এ কথা শুনে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তার মানে কি মরণকে

অপছন্দ করা? আমরা তো সকলেই মরণকে অপছন্দ করি।' তিনি বললেন, "ব্যাপারটি এরূপ নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, (মৃত্যুর সময়) মু'মিনকে যখন আল্লাহর করুণা, তাঁর সন্তুষ্টি তথা জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকেই পছন্দ করে, আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফেরের (অন্তিমকালে) যখন তাকে আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে। আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং বাঁচতে চাওয়া দূষণীয় নয়, দূষণীয় হল মরণের সময় মরণকে অপছন্দ করা, মরতে না চেয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ না করা, মরণের কথা ভুলে দুনিয়াদারীতে বিভোল হয়ে যাওয়া, আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করা ইত্যাদি।

কাফের ও মুনাফিক মরণ থেকে নিস্তার চায়

এ কথা সকলেই জানে যে, অপরাধীই পুলিশকে ভয় পাবে। ময়লা কাপড়ই ভয় পাবে যে, ধোপা তাকে পাথরের উপর আছড়ে আছড়ে পরিষ্কার করবে।

'ভাল লোক মৃত্যুকে ভয় করে না, মৃত্যুকে তারা স্বাগত জানায়। আর অত্যাচারী লোক সর্বদাই মৃত্যুর তাড়া খেয়ে থাকে।'

কাফের ও মুনাফিক দল জানে যে, দুনিয়াই তাদের সবকিছু। কোন কোন ধৃষ্ট অবিশ্বাস সত্ত্বেও এ কথাও বলে যে, পরকালে যদি কেউ সুখ পায়, তাহলে আমরাই বেশী পাব। কারণ আমরাই মানুষকে অনেক আরাম-আয়েশ (নাচ-গান-রঙ-তামাশা) দিয়ে খোশ করি!

যেমন এক ধৃষ্ট দুনিয়াদার ছিল, তার একটি বাগান ছিল। কুফরী সত্ত্বেও তার আশা ছিল বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّددتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا} (٣٦) سورة الكهف

অর্থাৎ, এভাবে নিজের প্রতি যুলুম ক'রে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি অবশ্যই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' *(সূরা কাহফ ৩৫-৩৬ আয়াত)*

ইতিহাস সাক্ষী যে, চিরদিন জিহাদে মুসলিমরাই বিজয়ী হয়েছে। আজও মুকাবেলার যোগ্য অস্ত্রশস্ত্র থাকলে জয় মুসলিমদেরই হবে। কারণ, মুসলিমরা মরণকে ভয় করে না। পক্ষান্তরে মুনাফিক ও কাফেররা মরতে চায় না।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٤) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٥) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦) [البقرة]

অর্থাৎ, বল, 'যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর; যদি (দাবীতে) সত্যবাদী হও।' কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য কখনো তা (মৃত্যু) কামনা করবে না। আর আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে অবহিত। তুমি নিশ্চয় তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ এমন কি অংশীবাদী অপেক্ষা অধিকতর লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে যে, সে যেন হাজার বছর আয়ু প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। আর তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক পরিদর্শক। *(সূরা বাক্বারাহ ৯৪-৯৬ আয়াত)*

{وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (١٤) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (١٥) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ

لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧) [الأحزاب]

অর্থাৎ, যখন মুনাফিক (কপটচারি)গণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।' ওদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিব (মদীনা)বাসিগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই; তোমরা ফিরে চল।' আর ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা ক'রে বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত।' যদিও ওগুলি অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। যদি শত্রুগণ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করত এবং ওদের নিকট ফিতনা চাওয়া হত, তাহলে ওরা অবশ্যই তা ক'রে বসত; ওরা এতে বিলম্ব করত না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বল, 'তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তাহলে তাতে তোমাদের কোনই লাভ হবে না এবং তোমরা পলায়নে সক্ষম হলেও তোমাদেরকে সামান্যই উপভোগ করতে দেওয়া হবে।' বল, 'আল্লাহ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে কে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে?' ওরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। *(সূরা আহযাব ১২-১৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহর প্রতি ভয় ও সুধারণা

মরণ-পথের পথিকের উচিত, আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরে সন্তুষ্ট থাকা, নিজের ভাগ্যের মসীবতে ধৈর্য রাখা এবং আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা যে, আল্লাহর রহমত ও করুণা অসীম, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন ইত্যাদি। কারণ আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখা ছাড়া অন্য অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে।" *(মুসলিম ২৮৭৭, ইবনে মাজাহ ৪১৬৭ নং)*

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ, সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, বেহেশ্ত দান করবেন, তাহলে তাই করি।)...." *(বুখারী ও মুসলিম)*

তবে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের আশা করার সাথে সাথে স্বকৃত পাপের শাস্তির

আশঙ্কা ও ভয় তার মনে অবশ্যই থাকবে। আনাস ﷺ বলেন, "একদা নবী ﷺ একজন মরণাপন্ন যুবকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, "কেমন লাগছে তোমাকে?" যুবকটি বলল, 'আল্লাহর কসম; হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি আল্লাহর (রহমতের) আশাধারী। তবে স্বকৃত পাপের ব্যাপারেও ভয় হচ্ছে।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এহেন অবস্থায় যে বান্দারই হৃদয়ে আল্লাহর রহমতের আশা ও আযাবের ভয় পাশাপাশি থাকে, সে বান্দাকেই আল্লাহ তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করে থাকেন। আর যা সে ভয় করে তা হতে তাকে নিরাপত্তা দান করা করেন।" *(তিরমিযী ৯৯৪, ইবনে মাজাহ ৪২৬১, সহীহ তিরমিযী ৭৯৫ নং)*

সুতরাং মরণের প্রস্তুতি স্বরূপ বান্দার উচিত, পরম দয়াময় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা এবং তাঁর অসীম রহমতের আশা রাখা। তবে সেই সাথে তাঁর প্রতি ভয়ও রাখতে হবে। আর তার মানে ভাল কাজ ক'রে তারই অসীলায় পারের আশা রাখতে হবে এবং তাঁকে ভয় ক'রে খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে। বিশেষ ক'রে কাজের সামর্থ্য যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহর প্রতি সুধারণা ও আশাই বেশি প্রাধান্য পাবে।

তবে সতর্কতার বিষয় যে, কেউ যেন নিমগাছ লাগিয়ে আঙ্গুর ফলের আশা ক'রে বসে না থাকে। নচেৎ বাঘকে বিড়াল মনে ক'রে ধোঁকা খেতে হবে।

চিন্তার বিষয়

মরণকে স্মরণ ক'রে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, কখনো কখনো নির্জনে নিজের আত্মার হিসাব নেওয়া, কেন এসেছিলে, কেন চলে যাচ্ছ? কোথায় ছিলে, কোথায় যাবে? পার কি পাবে? আল্লাহর ইবাদত কতটুক করেছ? ইবাদত ঠিকমত হয়েছে তো? অপরের জন্য কি করলে? সংসারে নিজের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেছ তো? কারো হক মেরে যাচ্ছ না তো? কেউ তোমার প্রতি কোন দাবী রাখে না তো? কবরের প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারবে তো? এমন কিছু কি ক'রে যাচ্ছ, যার সওয়াব মরণের পরেও জারী থাকবে?

মরণের প্রস্তুতি স্বরূপ অসিয়ত

জীবন থাকতে মীরাস-সম্পত্তি ভাগ ক'রে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। মীরাস হল ত্যক্ত সম্পত্তি, আর তা ভাগ-বন্টন হবে মালিকের মরার পরেই। যেহেতু মরণের

আশঙ্কার পর সে অনেক দিন বাঁচতে পারে এবং তার আগেও কেউ মরতে পারে। আর তাতে ভাগ-বন্টন পাল্টে যেতে পারে। কোন কোন হকদারের হক মারাও যেতে পারে।

অবশ্য জীবন থাকতে অসিয়ত করা যায়। আর তা হবে তাদের জন্য, যারা ওয়ারেস নয়। কারণ ওয়ারেসদেরকে মহান আল্লাহ নিজ নিজ ভাগ দিয়ে দিয়েছেন। আর সকলকে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা জরুরী। পক্ষান্তরে তিনি যাদেরকে ভাগের বাইরে রেখেছেন, তাদের জন্য দিয়েছেন অসিয়তের বিধান। তিনি বলেন,

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) [البقرة]

অর্থাৎ, অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ন্যায় সঙ্গত অসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। মুত্তাকীদের পক্ষে তা অবশ্য পালনীয়। অতঃপর এ (বিধান) শোনার পরও যে এটিকে পরিবর্তন করে, তবে যে পরিবর্তন করবে তার উপরেই অপরাধ বর্তাবে। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮০ আয়াত)*

সুতরাং মরণের প্রস্তুতি স্বরূপ কারো কাছে ঋণী থাকলে সম্ভব হলে পরিশোধ করে দেবে। কারো অধিকার ছিনিয়ে থাকলে, কারো হক আত্মসাৎ ক'রে থাকলে অথবা কারো প্রতি কোন অন্যায় ও অত্যাচার করে থাকলে তার অধিকার ফিরিয়ে দেবে এবং তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেবে। নচেৎ সেদিন ভীষণ পস্তানি হবে যেদিন এর পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগকারী ব্যক্তিকে তার নেকী থেকে প্রাপ্য হক প্রদান করা হবে। আর নেকী নিঃশেষ হলে বা না থাকলে তাদের গোনাহ নিয়ে এই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সেদিন আসার পূর্বে পূর্বে কারো উপর যদি তার কোন ভায়ের দেহ, সম্ভ্রম বা সম্পদের অধিকার ও যুলুম থেকে থাকে, তবে তা সে যেন তা আদায় করে প্রতিশোধ দিয়ে দেয় যেদিন দীনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সার মাধ্যমে মুক্তিপণ) গ্রহণ করা হবে না। বরং তার (ঐ অত্যাচারীর) কোন নেক আমল থাকলে তা ছিনিয়ে নিয়ে তার প্রতিবাদী (অত্যাচারিত ব্যক্তি)কে প্রদান করা হবে। আর যদি তার কোন নেক আমল না থাকে, তাহলে তার প্রতিবাদীর গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ২৪৪৯নং, মুসনাদে আহমাদ ২/৫০৬, বাইহাক্বী ৩/৩৬৯)*

কোন অসুবিধার কারণে কারো প্রাপ্য হক পরিশোধ করতে অক্ষম হলে রোগী তার ওয়ারেসীনদের অসিয়ত ক'রে যাবে; যেন তারা তার মৃত্যুর পর তা আদায় ক'রে দেয়। জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, "উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হলে রাত্রিকালে আমার আব্বা আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে যে, নবী ﷺ-এর সাহাবাবর্গের মধ্যে যাঁরা খুন হবেন তাঁদের মধ্যে আমি প্রথম। আল্লাহর রসূল ﷺ ছাড়া আমার সবচেয়ে প্রিয়তম জিনিস আমি তোমাকেই ছেড়ে যাব। আমার কিছু ঋণ আছে, তা তুমি পরিশোধ ক'রে দিও। আর ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।' অতঃপর সকাল হলে দেখলাম, তিনিই প্রথমে খুন হয়েছেন।" *(বুখারী ১৩৫১নং)*

প্রয়োজনীয় অসিয়ত যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করা বা লিখে দেওয়া কর্তব্য। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিমের জন্য সমীচীন নয় যে, তার অসিয়ত করার কিছু থাকলে তা লিখে মাথার নিকট প্রস্তুত না রেখে সে দুটি রাত্রিও অতিবাহিত করে।" ইবনে উমার ﷺ বলেন, "আমি যখন থেকে নবী ﷺ-এর নিকট উক্ত কথা শুনেছি, তখন থেকে আমার নিকট অসিয়ত প্রস্তুত না রেখে একটি রাত্রিও যাপন করিনি। *(বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭নং)*

যে সকল নিকটাত্মীয় রোগীর মীরাস থেকে বঞ্চিত (যেমন অন্য ছেলের বর্তমানে মৃত ছেলের ছেলেরা তাদের নামে (উইল) করা ওয়াজেব। যেহেতু কুরআনে এ বিধান দেওয়া হয়েছে।

তবে উক্ত অসিয়ত যেন রোগীর এক তৃতীয়াংশ জমি বা সম্পদ থেকে হয়। কারণ, এক তৃতীয়াংশের অধিক মালে অসিয়ত করা বৈধ নয়। বরং তার চাইতে আরো কম হলে সেটাই উত্তম। সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ বলেন, আমি বিদায়ী হজ্জের সফরে নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সেখানে এমন ব্যাধিগ্রস্ত হলাম যাতে আমি নিজেকে মৃত্যুর নিকটবর্তী মনে করলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে দেখা করতে এলে আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার ধন-মাল তো অনেক বেশী। আর একটি কন্যা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি কি আমার দুই তৃতীয়াংশ মাল অসিয়ত করতে পারি?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তবে অর্ধেক মাল?' বললেন, "না।" 'তাহলে এক তৃতীয়াংশ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ এক তৃতীয়াংশ করতে পার। তবে এক তৃতীয়াংশও বেশী। হে সা'দ! তুমি তোমার ওয়ারেসীনদেরকে লোকদের নিকট হাত পেতে খাবে এমন দরিদ্র অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে ধনীরূপে ছেড়ে যাওয়া অনেক ভালো।" *(বুখারী ১২৯৫, মুসলিম ১৬২৮নং প্রমুখ)*

সতর্কতার বিষয় যে, যারা ওয়ারেস হবে তাদের নামে যেমন, পিতা-মাতা পুত্র বা

কন্যা অথবা বিবির নামে অসিয়ত করা (জমি-জায়গা লেখা) এবং কোন ওয়ারিস (যেমন, বিবাহিত কন্যা বা স্ত্রী)কে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত বৈধ নয়।" *(আবু দাউদ ২৮৭০, তিরমিযী, ২১২০, সহীহ আবু দাউদ ২৮৯৪নং প্রমুখ)*

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

{لِّلرِّجَالِ نَصيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} (٧) سورة النساء

অর্থাৎ, মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তাতে তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক। প্রত্যেকের জন্য এক নির্ধারিত অংশ রয়েছে। *(সূরা নিসা ৭ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, অন্যায় অসিয়ত ক'রে পরকালের রাস্তা পরিষ্কারের জায়গায় আরো দুর্গম হয়ে যাবে।

ইসলামের অসিয়ত

সকলেই জমি-জায়গা ও টাকা-পয়সারই অসিয়ত করে। ইসলামের অসিয়ত কে কাকে করে? করলেও কয়জন করে? অথচ এ অসিয়ত সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)*

সেই গুরুত্ব অনুধাবন ক'রে ইব্রাহীম ও ইয়া'কূব (আলাইহিমাস সালাম) তাঁদের বংশধরদেরকে অসিয়ত ক'রে গেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) وَوَصَّى بِهَا

إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে? পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; পরকালেও সে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্যতম। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর।' সে বলেছিল, 'বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্ম-সমর্পণ করলাম।' ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে (ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না।' ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন নিজ পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে?' তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।' *(সূরা বাক্বারাহ ১৩০-১৩৩ আয়াত)*

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, মরণ আসন্ন বুঝলে নিজ পরিবারকে অসিয়ত করা ঃ-

শির্ক-বিদআত বর্জন ক'রে চলো।
যথানিয়মে নামায-রোযা করো।
ঠিকমত যাকাত-ওশর আদায় করো।
আমার মৃত্যুর পর কেউ যেন মাতম ক'রে কান্না না করে।
আমার জানাযায় কোন প্রকার বিদআতকে প্রশ্রয় দিয়ো না।
আমার কবরকে পাকা করো না।
ভাল পথে চলো, ভাল লোকদের সাথে থেকো।
মেয়েরা বেপর্দা হয়ো না।
আপোসে সদ্ভাবে বসবাস করো।
আমার জন্য দুআ করো।............ ইত্যাদি।

অসিয়তের মাধ্যমে নিজের কর্তব্য আদায় না করলে কবরে শাস্তি পেতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করার ফলে কবরে তাকে আযাব দেওয়া হয়।" *(বুখারী ১২৯২, মুসলিম ৯২৭, ইবনে মাজাহ ১৫৯৩নং, নাসাঈ)*

সুতরাং সময় থাকতে এইভাবে প্রস্তুতি নিলে, 'পরকালের পথ সুগম' হবে ইন শাআল্লাহ।

নিরাপত্তা লাভের দুআ

হঠাৎ ক'রে মরা বা সহজভাবে প্রাণ যাওয়া ভাল মরণের দলীল নয়। যেমন কষ্ট পেয়ে মরাও খারাপ মরণের দলীল নয়। মরণের পূর্বে আপনি ফিতনায় (পরীক্ষায়) পড়তে পারেন, যন্ত্রণাদায়ক রোগগ্রস্ত হতে পারেন, বিছানাগত হতে পারেন, জরাগ্রস্ত বা অথর্ব বৃদ্ধ হতে পারেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হতে পারেন। যাতে না হন তার জন্য দুআ করুন। হঠাৎ না মরে তওবার সুযোগ পেয়ে মরা অনেক ভাল হলেও, আল্লাহর কাছে রোগ কামনা করবেন না। পূর্ব থেকেই তওবা ক'রে যাবতীয় কষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন ঃ-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَالْهَدَمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغاً.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পড়ে যাওয়া, ভেঙ্গে (চাপা) পড়া, ডুবে ও পুড়ে যাওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুকালে শয়তানের স্পর্শ থেকে, তোমার পথে (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে মরা থেকে এবং সর্পদষ্ট হয়ে মরা থেকেও আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবূ দাঊদ ২/৯২, সহীহ নাসাঈ ৩/১১২৩)*

বিছানাগত হলে আপনি হয়তো বেটা-বউয়ের গলগ্রহ হয়ে যেতে পারেন, তাদের সুখের ও ফুলের বিছানায় কাঁটা হতে পারেন। হয়তো বা তারা আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে আরাম লাভ করবে। আর আপনি সেখানে নিজের বার্ধক্যের কারণে কষ্ট পাবেন, কষ্ট পাবেন নিজের আপনজনকে দেখতে না পাওয়ার দুঃখে।

নতুবা বাড়িতে পৃথক কক্ষে আপনাকে রাখা হবে। তখন বাড়ির সমস্ত পুরনো আসবাব-পত্রের মধ্যে আপনারই দাম সবচেয়ে কম হবে। হয়তো আপনার দেহে কোন দুর্গন্ধ থাকবে অথবা আপনি বিছানায় পেশাব-পায়খানা করবেন। আর তার ফলে আপনাকে খাবার অথবা ওষুধ দিতেও আপনার কাছে কেউ আসতে চাইবে না।

যখন গভীর রাতে বার্ধক্যের কাশি আপনাকে নিপীড়িত করবে, ঘন ঘন কাশি

হবে, তখন কেউ দরদ না দেখিয়ে উল্টে বিরক্ত হয়ে বলবে, 'এ বুড়োর রাতেও কাশি! এর জ্বালাতে কেউ স্বস্তিতে একটু ঘুমাতেও পাবে না!'

আপনি তখন আপনার বাড়ির একজন অবাঞ্ছিত মেহমান হবেন, যখন সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে, আপনি এ বাড়ি কখন ত্যাগ করবেন এবং সকলের জানে বাতাস পাবে! সুতরাং এমন পরিস্থিতি থেকে আপনি পানাহ চান। দুআ ক'রে বলুন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী)*

বান্দার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দুআ হল,

اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৩৮নং)*

আপনি মু'মিন মানুষ, সুতরাং আপনার উপর ফিতনা যে আসবে না, আপনার ঈমানের সত্যতার পরীক্ষা যে হবে না, তার নিশ্চয়তা নেই বরং মহান আল্লাহ বলেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} (٣) [العنكبوت]

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(সূরা আনকাবূত ২-৩ আয়াত)*

ফিতনা বা পরীক্ষা আসতে পারে, তাতে পাশ করলে অবশ্যই আপনার লাভ। পীড়া অবস্থায় ধৈর্য ধরলে আপনার গোনাহ ঝরে যাবে। সেই সময় জান ভরে আপনি আল্লাহর কাছে কাঁদতে পারবেন।

কষ্টে ধৈর্যধারণ করার মাহাত্ম্য

কষ্ট আসে মু'মিনকে পরীক্ষার জন্য, সুতরাং তাতে ধৈর্য ধরে পাশ করতে হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (١٥٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। যারা তাদের উপর কোন বিপদ এলে বলে, 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন' (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে ফিরে যাব।) এই সকল লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা ও করুণা বর্ষিত হয়, আর এরাই হল সুপথগামী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৫-১৫৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৯৯২ নং)*

দুঃখ আসে মুমিন বান্দার মর্যাদাবর্ধনের জন্য। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর তরফ থেকে যখন বান্দার জন্য কোন মর্যাদা নির্ধারিত থাকে, কিন্তু সে তার নিজ আমল দ্বারা তাতে পৌঁছতে অক্ষম হয়, তখন আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ বা সন্তান-সন্ততিতে বালা-মসীবত দিয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর তাকে এতে ধৈর্য ধারণ করারও প্রেরণা দান করেন। (এইভাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদগ্রস্ত থাকে)

যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার তরফ থেকে নির্ধারিত ঐ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়!" *(আহমাদ, সহীহ আবু দাউদ ২৬৪৯ নং)*

কষ্ট আসে মানুষের মঙ্গলের জন্য। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন (তাদের মঙ্গল চান), তখন তাদেরকে বিপন্ন করেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ১৭০৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "মু'মিনের ব্যাপারটাই বিস্ময়কর! তার সর্ববিষয়ই কল্যাণময়। আর এ বৈশিষ্ট্য মু'মিন ছাড়া আর কারোর জন্য নয়; যদি সে সুখকর কোন বিষয় লাভ করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়; সুতরাং এটা তার জন্য মঙ্গলময়। আবার যদি তার উপর কোন বিপদ-আপদ আসে তবে সে ধৈর্যধারণ করে, সুতরাং এটাও তার জন্য মঙ্গলময়।" *(মুসলিম ২৯৯৯ নং)*

কষ্ট আসে পাপক্ষয় করার জন্য। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন মুমিনকে যখনই কোন রোগ অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে কষ্ট পৌঁছে, তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপরাশিকে ঝরিয়ে দেন; যেমন বৃক্ষ তার পত্রাবলীকে ঝরিয়ে থাকে।" *(বুখারী ৫৬৪৮ নং মুসলিম ২৫৭১ নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমকে যে কোন ক্লান্তি,অসুখ, চিন্তা, শোক এমন কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি জ্বর ভুগছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার যে প্রচন্ড জ্বর! তিনি বললেন, হ্যাঁ! তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে। আমি বললাম, তার জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! ব্যাপার তাই-ই। (অনুরূপ) যে কোন মুসলিমকে কোন কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার পাপসমূহকে এইভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

মৃত্যু-কামনা বৈধ নয়

কষ্টে অধৈর্য হওয়া বৈধ নয়। রোগ ও পীড়া যত বেশীই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন তবুও মৃত্যুকামনা করা রোগীর কোনক্রমেই উচিত নয়। কেননা, উম্মুল ফায্ল

(রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূলের চাচা পীড়িত হলে তিনি তাঁর নিকট এলেন। আব্বাস মৃত্যুকামনা প্রকাশ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "হে চাচাজান! মৃত্যু কামনা করেন না। কারণ, আপনি নেক লোক হলে এবং হায়াত বেশী পেলে বেশী-বেশী নেকী ক'রে নিতে পারবেন; যা আপনার জন্য মঙ্গলময়। আর গোনাহগার হলে এবং বেশী হায়াত পেলে আপনি গোনাহ থেকে তওবা করার সুযোগ পাবেন, সুতরাং তাও আপনার জন্য মঙ্গলময়। অতএব মৃত্যুকামনা করেন না।" *(হাকেম ১/৩৩৯, আহকামুল জানায়েয, আলবানী ৪ পৃঃ)*

কিন্তু যদি একান্তই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হয় এবং মরণ চাইতেই হয়, তাহলে সরাসরি না চেয়ে এই দুআ বলে চাওয়া উচিত,

اَللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِّيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِّيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মরণ দাও।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন বিপদ-রোগ এলে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যু-কামনা না করে। আর যদি একান্ত করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! যতক্ষণ বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তবে আমাকে মরণ দাও।" *(বুখারী ৫৬৭১, মুসলিম ২৬৮০ নং)*

তিনি আরো বলেন, "মৃত্যু আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তা কামনা না করে এবং তা চেয়ে দুআও না করে। যেহেতু তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মুমিনের জীবন তো মঙ্গলই বৃদ্ধি ক'রে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৮২নং)*

ভাল লোকের দীর্ঘায়ু অবশ্যই ভাল

লোক যদি ভাল হন, আপনার আমল যদি ভাল হয়, তাহলে দীর্ঘ জীবন আপনার জন্য অবশ্যই ভাল। কারণ তাতে আপনার জান্নাতে অধিক অধিক মর্যাদা বাড়বে। যত বেশি সৎকর্ম করতে পারবেন, তত বেশি মর্যাদায় আপনি উন্নীত হবেন।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে উত্তম লোক কে?' তিনি বললেন, "যার আয়ু লম্বা হয় এবং কর্ম উত্তম হয়।" লোকটি বলল, 'আর সবচেয়ে খারাপ লোক কে?' তিনি বললেন, "যার আয়ু লম্বা হয় এবং কর্ম খারাপ হয়।"

(মুসনাদে আহমাদ)

তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে বয়সে বেশি এবং (নেক) কাজে উত্তম।" *(ঐ)*

বানী উযরার তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তারা ত্বালহার তত্ত্বাবধানে বাস করতে লাগল। এক সময় নবী ﷺ যুদ্ধে কিছু লোক প্রেরণ করলেন। তাদের মধ্যে একজন লোকে তাতে যোগদান ক'রে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আরো এক অভিযানে লোক পাঠালে তাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন যোগ দিয়ে শহীদ হয়ে গেল। আর তৃতীয়জন বিছানায় মৃত্যুবরণ করল।

ত্বালহা বলেন, 'অতঃপর এক রাতে আমি ঐ তিনজনকে স্বপ্নে দেখি, ওদের মধ্যে যে বিছানায় মারা গেছে সে সবার আগে আছে, অতঃপর যে পরে শহীদ হয়েছে সে আছে এবং সর্বপ্রথম যে শহীদ হয়েছে সে সবার শেষে রয়েছে। এতে আমার সন্দেহ হলে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "এতে আপত্তিকর কি আছে? আল্লাহর নিকট সেই মু'মিন অপেক্ষা উত্তম কেউ নয়, যাকে ইসলামে তার তসবীহ, তকবীর ও তহলীলের জন্য বেশি বয়স দেওয়া হবে।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "(ওদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ব্যক্তি যে) সে কি ঐ (দ্বিতীয় ব্যক্তির) পরে এক বছর বেশি জীবিত ছিল না।" সকলে বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "সে (ঐ বছরে) রমযান পেয়ে কি রোযা রাখেনি, এত এত নামায পড়েনি ও সিজদাহ করেনি?" সকলে বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাই ওদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তীর দূরত্ব থেকেও বেশি!" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ)*

বুঝা গেল যে, কষ্ট হলেও বেশিদিন বেঁচে থেকে আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে পরকালে নিজের মর্যাদা বর্ধিত ক'রে নেওয়া উত্তম।

আত্মহত্যা

দুঃখ-কষ্ট নিয়েই মানুষের জীবন। ধৈর্য ধরে তা সহ্য করতে হবে। জীবন পরিচালনা করতে হয় সকল কষ্টের সম্মুখীন হয়ে। জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ধ্বংস করা মু'মিনের কাজ নয়। যেহেতু এ জীবন, এ দেহ মানুষের নিজস্ব এমন সম্পত্তি নয় যে, সে তাতে যাচ্ছে-তাই ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহর দেওয়া এই আমানতে সে

খিয়ানত করতে পারে না।

কিন্তু মানুষ দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্তির পথ খোঁজে।

কোন রোগ বা ঋণ তাকে ক্লিষ্ট করে।

কোন বিশাল ক্ষতি তাকে নিঃস্ব বা দেউলিয়া ক'রে দেয়।

দুনিয়ার মানুষকে দুশমন মনে হয়।

সংসারে মা-বাপ কষ্ট দেয়।

বাড়িতে স্ত্রীর কাছে মান নেই; কথায় কথায় কষ্ট দেয়। হয়তো বা আমীর-জাদী বলে অহংকারের দাপটে জান জ্বলিয়ে দেয়।

ছেলে-মেয়েরা বড় অবাধ্য, কথা শোনে না।

প্রেমিকা অথবা স্ত্রী ধোঁকা দেয়।

চাকরি বা কামাই নেই বলে কেউ পজিশন দেয় না। মা-বাপ তথা স্ত্রীর কাজে নানা গঞ্জনা-ভর্ৎসনা শুনতে হয়।

স্বামী ভালবাসে না, ননদ-শাশুড়ীর জ্বালা-যন্ত্রণা অসহ্য হয়।

মন-চোর হাতছাড়া হয়।

জীবনের চারিদিক থেকে লাঞ্ছনা, অপমান, হতাশা ও মানসিক পীড়ন ঘিরে ধরে।

এদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ ধৈর্যহীন, অন্য শ্রেণীর মানুষ আবেগ-প্রবণ। এদের অনেকে সমূহ কষ্ট থেকে বাঁচার পথ স্বরূপ মৃত্যুকে বেছে নেয়।

কিন্তু কেউ পরকালের চিন্তা করে না, যেহেতু তার বুকে ঈমান নেই, অথবা বড় দুর্বলরূপে আছে। সুতরাং সে অতি সহজে আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হয়।

কেউ পরকালের পরোয়া করে, যেহেতু তার ঈমান তত দুর্বল নয়। সে জানে আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা ক'রে আরাম পাওয়া যাবে না অথবা পরকালে আরো বেশী কষ্ট ভোগ করতে হবে, তা জানে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١٩٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫ আয়াত)*

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

অর্থাৎ, আত্মহত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ২৯ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা

করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে সর্বদা চিরকাল ধরে অনুরূপ ঝাঁপ দিতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে সর্বদা চিরকাল ধরে হাতে বিষ নিয়ে পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ছুরি দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে সর্বদা চিরকালের জন্য হাতে ছুরি নিয়ে নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে। *(বুখারী ৫৭৭৮নং)*

সেহেতু সে এমন এক পন্থা অনুসন্ধান করে, যা বাহ্যতঃ আত্মহত্যার শামিল না হয়। যেমন নিজেকে বিপদের মুখে ফেলে কাজ করে। রেল লাইনের ওপর বেপরোয়া হাঁটে, বেপরোয়া নদী পার হয়, এমন জঙ্গলে যায়, যেখানে হিংস্র জন্তু আছে ইত্যাদি। অথচ মরার নিয়তে এমনভাবে নিজেকে বিপদগ্রস্ত করাও আসলে আত্মহত্যার শামিল।

তাছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "কোন মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয় নিজেকে লাঞ্ছিত করা।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে লাঞ্ছিত করবে?' তিনি বললেন, "এমন বিপদের সে সম্মুখীন হয়, যা সহ্য করার ক্ষমতা সে রাখে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬১৩নং)*

অনেকের ঈমান আরো একটু পাকা হলে সংসারের কষ্ট, বঞ্চনা ও দুঃখ-বেদনা থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যার পথ না বেছে, মসজিদ-মাদ্রাসা বেছে নেয় অথবা তবলীগ শ্রেণীর কোন জামাআত বেছে নেয় এবং সেখানে সংসার-বিরাগীদের মত জীবন-যাপন করে।

আর আবেগ-প্রবণ হলে জিহাদের নামে কোন সন্ত্রাসী সংগঠনের সংস্পর্শে আসে। সেখানকার ফতোয়ায় আত্মহত্যা শহীদী মরণে পরিবর্তন হয়। ফলে 'শাককে শাক পোঁদে মূলো'ও মিলে। আত্মঘাতী বোমা হামলায় দুনিয়ার কষ্ট থেকেও মুক্তিলাভ হয় এবং মরণের পর সাথে সাথে পরকালেও বেহেশ্তের এমন স্ত্রী-সংসার মিলে, যাতে সুখ-বিলাসের কথা কল্পনাতীত।

অথচ সে ভেবে দেখে না যে, দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে মরণলাভের জন্য যে সংগঠনে সে যুক্ত রয়েছে, তা জিহাদী, নাকি সন্ত্রাসী? আসলেই তার মরণ শহীদী, নাকি আত্মহত্যা? আসলেই তার রক্তে ইসলাম ও মুসলিমদের কোন উপকার হবে, নাকি অপকার হবে? তার আঘাতে কোন অপরাধী মরবে, নাকি নিরপরাধ মানুষ? ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে মু'মিনের উচিত হল, জীবনকে সর্বাবস্থায় বরণ করা, সমস্ত কষ্টের শিকার হয়ে অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ লাভ করা। নচেৎ তার আসল মুক্তি নেই। 'মরলে আরাম পাওয়া'র কথার নিশ্চয়তা থাকলে তো মরণই ভাল ছিল। কিন্তু আত্মহত্যা ক'রে যে অতিরিক্ত কষ্টের আশঙ্কা আছে!

যুদ্ধের ময়দানেও শহীদী মরণের সময় সামান্য অধৈর্যতার কারণে মরণের আগে মরতে চাইলে সে মরণ মহাপাপ হয়। এক যুদ্ধে এক ব্যক্তি বড় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। সকলে তার প্রশংসা করতে লাগল। মহানবী ﷺ বললেন, "কিন্তু ও জাহান্নামী।"

কি ব্যাপার?! সকলে অবাক হল। এক সাহাবী এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তার পিছে-পিছে ঘুরতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, লোকটি এক সময় খুবই ক্ষত-বিক্ষত হল। অতঃপর ক্ষতের যন্ত্রণা যেন অসহনীয় হলে সে নিজের তরবারিকে খাড়া ক'রে তার ধারালো ডগা নিজের বুকের মাঝে রেখে সওয়ার হয়ে গেল এবং মারা গেল।

সাহাবী এসে আল্লাহর নবী ﷺ-কে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, "কি ব্যাপার?" সাহাবী ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন, "কোন কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ লোকের দৃষ্টিতে জান্নাতীর কাজ করে, অথচ সে আসলে জাহান্নামী। আর কোন কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ লোকের দৃষ্টিতে জাহান্নামীর কাজ করে, অথচ সে আসলে জান্নাতী।" *(বুখারী)*

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বীর মুজাহিদ গাযীও আত্মহত্যা করলে এবং মরণের পূর্বে অধৈর্য হয়ে মরণ আনয়ন করলে, তা আসলে জাহান্নামীর কাজ।

মরণ নির্ধারিত সময়েই হবে

মহান আল্লাহ কর্তৃক মরণের যে স্থান-কাল নির্ধারিত আছে, ঠিক সেই অনুযায়ীই সকলের মরণ হবে। কারণ যাই হোক না কেন, যেই হোক না কেন, সকলের সময় নির্ধারিত।

এলার্ম ঘড়ি ঠিক সময়ে বাজবে। সকলের মৃত্যু যথাসময়ে ঘটবে। তার এক পল পরিমাণও আগা-পিছা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} (٣٤) الأعراف

অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। সুতরাং যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করতে পারবে না। *(সূরা আ'রাফ ৩৪ আয়াত)*

{وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ} (١٤٥) آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হবে না। কেননা, তার (মৃত্যুর)

অবধারিত মিয়াদ লিখিত আছে। আর যে কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইবে, আমি তাকে তা হতে (কিছু) প্রদান করব এবং যে কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইবে, আমি তাকে তা হতে প্রদান করব। আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করব। *(সূরা আলে ইমরান ১৪৫ আয়াত)*

{وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} (٤٩) [يونس]

অর্থাৎ, তারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে বল), এই অঙ্গীকার কখন (পূর্ণ) হবে?' তুমি বলে দাও, 'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি তো আমার নিজের জন্য কোন অপকার ও উপকারের মালিক নই।' প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে যাবে, তখন তারা মুহূর্তকাল না বিলম্ব করতে পারবে, আর না ত্বরা করতে পারবে। *(সূরা ইউনুস ৪৮-৫৩ আয়াত)*

নির্দিষ্ট ফিরিশ্‌তা জান কবজ করেন

মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আল্লাহর হুকুমে একদল ফিরিশ্‌তা মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁদের সর্দার মালাকুল মাওত জান কবজ ক'রে অন্য ফিরিশ্‌তার হাতে সঁপে দেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٦٠) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (٦٢) [الأنعام]

অর্থাৎ, তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের (মৃত্যুরূপ) সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করে থাক, তা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুনরায় জাগরিত করেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন। তিনিই স্বীয় দাসগণের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার

প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং (কর্তব্যে) তারা ত্রুটি করে না। অতঃপর তাদের আসল প্রভুর দিকে তারা আনীত হয়। জেনে রাখ, ফায়সালা তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। *(সূরা আনআম ৬০-৬২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (١٠) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (١١) [السجدة]

অর্থাৎ, ওরা বলে, 'আমরা মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন ক'রে সৃষ্টি করা হবে?' আসলে ওরা ওদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। বল, 'মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অবশেষে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে আনা হবে।' *(সূরা সাজদাহ ১০-১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (٩٣) [الأنعام]

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ (অহী) হয়', যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, আমিও ওর অনুরূপ অবতীর্ণ করব', তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? যদি তুমি দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা), যখন (ঐ) যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে, আর ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দান করা হবে; কারণ তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর আয়াত গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।' *(সূরা আনআম ৯৩ আয়াত)*

মৃত্যু-যন্ত্রণা

মানুষের অভিজ্ঞতা না থাকলেও মরণের একটা কঠিন যন্ত্রণা আছে। সে যে কি কঠিন যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বলতে পারে? মৃত্যুর স্বাদ মানুষ গ্রহণ করবে,

মৃত্যুর স্বাদ যে কত বড় তিক্ত, তা স্বাদগ্রহণকারী ছাড়া আর কে ধারণা দিতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ} (١٩) سورة ق

অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যই আসবে; এ তো তাই, যা হতে তুমি অব্যাহতি চেয়ে আসছ। *(সূরা ক্বাফ ১৯ আয়াত)*

মৃত্যু আনয়নকারী যন্ত্রণা মানুষকে অব্যাহতি দেবে না। মরণ-ব্যাধির কোন চিকিৎসা নেই। তখন কোন মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ কাজ করবে না, কোন চিকিৎসাই সফল হবে না, কোন ডাক্তার বা ওঝা উপকারী হবে না। তখন অসহায় হয়ে মানুষ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} (٣٠) سورة القيامة

অর্থাৎ, কখনই (তোমাদের ধারণা ঠিক) না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কেউ ঝাড়ফুঁককারী আছে কি? সে দৃঢ়-বিশ্বাস ক'রে নেবে, এটাই তার বিদায়ের সময়। তখন পায়ের (নলার) সাথে পা (নলা) জড়িয়ে যাবে। সেদিন তোমার প্রতিপালকের দিকেই যাত্রা হবে। *(সূরা ক্বিয়ামাহ ২৬-৩০ আয়াত)*

তখন তার অবস্থা বলবে,

"আমার গর্ব-গৌরব যত সব হল অবসান,
হে চির সত্য! তোমারেই আজি করি যে আত্মদান।
লৌহ কঠোর এই বাহু মোর তরবারি ক্ষুরধার,
বন্ধু আজিকে শক্তি যোগাতে কেহ নাই হেথা আর!"

মৃত্যুর শয্যায় শায়িত একজন সম্রাটও বড় অসহায়। মহাসম্রাটের আহবানে সম্রাটও আজ বড় নাচার।

'আজ জীবনের সিংহ-দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ালো রাজাধিরাজ,
বিদায় বন্ধু প্রবাসী পথিক যাত্রা করিল এদেশে আজ।'

কারো কি উপায় আছে? কোন কি বাঁচার পথ আছে? পরিত্রাণের কোন রাস্তা কি খোলা আছে? আজ সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তারেরও বাঁচার কোন পথ নেই, সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশারও মরণের হাত থেকে অব্যাহতি নেই, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলেরও মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই, সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিকেরও প্রাণ বাঁচাবার কোন জ্ঞান-

বিজ্ঞান নেই, সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিনেরও বাঁচার কোন পথ নেই, সর্বনিকৃষ্ট কাফেরেরও বাঁচার কোন কৌশল নেই। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ধনী, সবচেয়ে ভালো খেলোয়াড়, সবচেয়ে বেশি নামজাদা, সবচেয়ে বড় পালোয়ান, সবচেয়ে বেশি সুখ-বিলাসী, সবচেয়ে বেশি সুন্দর-সুন্দরী---কারো কোন পরিত্রাণ নেই।

'নিঃশেষে আজ নিংড়ে নেবে মাটির রসে স্নিগ্ধ প্রাণ,
ডাক এলো রে মরণ-সাগর পার হয়ে আজ নাইকো ত্রাণ।'

ভবের খেলার মাঠে সকলেই খেলেছে। যারা হেরেছে তাদেরকেও মাঠ ছাড়তে হবে, আর যারা জিতেছে তাদেরকেও মাঠ ছাড়তে হবে। খেলার শেষে সকলকেই ফিরে যেতে হবে আপন আপন ঠিকানায়।

"চলহে পথিক আপনার জনে ভাসায়ে নয়ন নীরে,
খেলা শেষ হল ধীরে চল ঐ মরণ সাগর তীরে।"

আপন দেশে যাওয়ার সময় হলে মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়, নানা উপসর্গ দেখা দেয় দেহে।

"জীবনের দীপ নিভে আসে যবে ঢেউ জাগে দেহ তীরে,
ওপারে দাঁড়ায়ে ডাকে 'মহাকাল' আয় মোর কোলে ফিরে।"

মরণোন্মুখ ব্যক্তি মালাকুল মাওত্‌ (মওতের ফিরিশ্তা) দেখতে পায়। লোক ভালো হলে তাঁকে সুশ্রী চেহারায় দেখে থাকে। আর তাঁর সাথে দেখে রহমতের আরো কয়েকজন শুভ্র চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তাকে যাঁদের সঙ্গে থাকে জান্নাতের কাফন এবং সুগন্ধি। পক্ষান্তরে লোক মন্দ হলে মালাকুল মউতকে কুশ্রী চেহারায় দেখতে পায়। আর তাঁর সাথে কালো চেহারাবিশিষ্ট কয়েকজন আযাবের ফিরিশ্তাও দেখে থাকে; যাঁদের সাথে থাকে জাহান্নামের কাফন ও দুর্গন্ধ। এই সময় মুমূর্ষুর সমস্ত শক্তি চূর্ণ হয়ে যায়। বিকল হয়ে যায় সকল প্রকার প্রতিরোধ-ক্ষমতা। অনায়াসে নিজেকে সঁপে দিতে চায় মরণের হাতে। আর শুরু হয় তার বিভিন্ন প্রকার মৃত্যু যন্ত্রণা।

মৃত্যুর স্বাদ এত তিক্ত ও জ্বালাময়; যার উদাহরণ একাধিকঃ-

(ক) উত্তপ্ত সিককাবাবের সিককে সিক্ত তুলোর মধ্যে ভরে পুনরায় টেনে নিলে তুলোর ভিতরে যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়, তাই হয় মরণ-পারের পথিকের ভিতরে।

(খ) জীবন্ত একটি পাখি উত্তপ্ত তাওয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর যখন সে মারাও যায় না, যাতে আরাম পেয়ে যায় এবং নিস্তারও পায় না, যাতে সে উড়ে পালায়। ঠিক

এমনি ভীষণ পরিস্থিতি হয় কণ্ঠাগত-প্রাণ মানুষের।

(গ) একটি জীবন্ত ছাগের দেহ হতে একজন কসাই যখন তার ভোঁতা ছুরিকা দ্বারা চর্ম পৃথক করে, তখন ছাগের যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, ঠিক তাই হয় মরণাপন্ন ব্যক্তির। তরবারির আঘাত, করাত দ্বারা ফাড়ার ব্যথা, কাঁইচি দ্বারা মাংস কাটার যন্ত্রণা অপেক্ষাও মৃত্যু-যন্ত্রণা অনেক বেশী কঠিন ও মর্মান্তিক। *(আল-বিদায়াহ)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী ﷺ-এর মৃত্যু সময়কালীন কষ্ট বর্ণনা ক'রে বলেন, তাঁর হাতের কাছে একটি পানির পাত্র রাখা ছিল। তাতে হাত ডুবিয়ে তিনি বারবার মুখ মুছতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' অবশ্যই মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা।" অতঃপর তিনি তাঁর হাত উপর দিকে তুলে বললেন, "হে আল্লাহ! আমাকে পরম বন্ধুর সাথে (মিলিত কর।)" অতঃপর তাঁর রূহ কবয হলে তাঁর হাত লুটিয়ে পড়ল।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর এই অবস্থা দর্শনের পর আর অন্য কারো আসান মরণের জন্য ঈর্ষা করি না।' *(বুখারী ৬৫১০নং)*

সুতরাং যদি এই অবস্থা সৃষ্টির সেরা মানুষ মহানবী ﷺ-এর হয়, তাহলে আরো অন্যান্যের যে কি হাল হতে পারে, তা বলাই বাহুল্য।

বিখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, আমি আম্র ইবনুল আস ﷺ-এর মৃত্যুকালীন অবস্থায় তাঁর সমীপে উপস্থিত হলাম। ইত্যবসরে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ﷺ এসে উপস্থিত হলেন। ওঁর পিতা আম্র ﷺ পুত্র আব্দুল্লাহকে বললেন, 'আব্দুল্লাহ ঐ সিন্দুক (বাক্স)টি তুমি নাও।' আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার সিন্দুকের প্রয়োজন নেই।' আম্র ﷺ বললেন, 'সিন্দুকটি মাল-ধনে পরিপূর্ণ আছে।' আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ঐ সবের আমার প্রয়োজন নেই।' আম্র ﷺ বললেন, ليته مملوء بعراً.

অর্থাৎ, 'হায়! যদি সিন্দুকটি গোবর দ্বারা ভরতি থাকত!'

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি আম্র ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'আপনি আমাকে বলতেন, আমার খুব ইচ্ছা হয় যে, আমি যেন জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুকালীন সময় দেখতে পেলে তাঁকে জিজ্ঞেস করব, আপনি মৃত্যুকে কেমন পাচ্ছেন? অতএব আপনি এখন আমাদেরকে বলুন, মৃত্যুকে কেমন পাচ্ছেন?' আম্র ﷺ বললেন, كأنما أتنفس من خرت إبرة.

অর্থাৎ, 'মনে হচ্ছে যেন আমি সূচের ছিদ্র দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করছি।' এরপর

আরো বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কাছ থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নাও, যাতে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।' এরপর উনি তাঁর উভয় হাত উত্তোলন ক'রে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হুকুম করেছিলে, কিন্তু আমরা নাফরমানী করেছি। তুমি অন্যায় করতে বারণ করেছিলে, কিন্তু আমরা তা করে ফেলেছি। তুমি ছাড়া নিষ্কৃতিদাতা কেউ নেই যে, তার কাছে আমরা নিজেদের ওজর-আপত্তি পেশ করব। তুমি ছাড়া কোন শক্তিশালী সত্তা নেই যে, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব। হ্যাঁ, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মা'বূদ (উপাস্য) নেই। এই জন্য তোমারই দরবারে হাত সম্প্রসারণ করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

এই বাক্যগুলি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। অতঃপর তাঁর আত্মা তাঁর দেহ থেকে উড়ে গেল।

আম্র ইবনে আস ﷺ-এর অন্তিম মুহূর্তের বিবরণে আল্লামা যাহাবী (রঃ) ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ (৪/২৬০) থেকে উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছেন যে, আম্র ইবনে আস ﷺ ঐ মুহূর্তে বলেছিলেন, 'খুব আশ্চর্য! মানুষের মৃত্যুকালীন অন্তিম মুহূর্তে তার জ্ঞান-বুদ্ধি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন সে মৃত্যুকালীন মুহূর্তের অবস্থা বর্ণনা করে না?' কিন্তু আম্র ইবনু আস ﷺ-এর যখন ঐ মুহূর্ত এসে পৌঁছল, তখন তাঁর পুত্র তাঁকে মৃত্যুর অবস্থা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, 'বেটা! মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনার উর্ধ্বে। তবুও তোমাকে বলছি, মনে হচ্ছে যেন (মদীনার) রায্ওয়া পাহাড় আমার ঘাড়ে চাপানো আছে। আর আমার পেটে কাঁটা বিদ্ধ হচ্ছে, যেন আমার শ্বাস-প্রশ্বাস সূচের ছিদ্র বেয়ে নির্গত হচ্ছে।' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৩/৭৫, সুনাহরে আওরাক্ব ২৪১-২৪৩পৃঃ)*

যে সকল লক্ষণ দেখে জান কবজ হওয়া বুঝা যায় তা নিম্নরূপ ঃ-

১। দম গেলে মৃতের চক্ষু ঘূর্ণায়মান হয়ে পরে স্থির হয়ে যাবে। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ আবু সালামার নিকট এলেন; তখন তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার চক্ষু বন্ধ করে বললেন, "রূহ কবয হয়ে গেলে চক্ষু তার দিকে চেয়ে থাকে।" *(মুসলিম ১৫২৮, ইবনে মাজাহ ১৪৪৪ক)*

২। বাম অথবা ডান দিকে নাক বেঁকে যাবে।

৩। নিম্নের চিবুক ঢিলে হয়ে যাবে।

৪। হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে।

৫। সারা শরীর শীতল হয়ে যাবে।

৬। ঠ্যাং-এ ঠ্যাং জড়িয়ে যাবে।

মরণের পর জান কোথায় যায়?

একদা নবী ﷺ সাহাবাদের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হয়ে কবর খুঁড়তে দেরী হচ্ছিল বলে সেখানে বসে গেলেন। তাঁর আশে-পাশে সকল সাহাবাগণও নিশ্চুপ, ধীর ও শান্তভাবে বসে গেলেন। তখন মহানবী ﷺ-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যার দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্ চাও।" তিনি এ কথা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফিরিশ্তা আসেন; যাদের চেহারা যেন সূর্যস্বরূপ। তাদের সাথে বেহেশ্‌তের কাফনসমূহের একটি কাফন (কাপড়) থাকে এবং বেহেশ্তের খোশবুসমূহের এক রকম খোশবু থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টি-সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল মউত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসে বলেন ঃ 'হে পবিত্র রূহ (আত্মা)! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তোষের দিকে।'

তখন তার রূহ সেই রকম (সহজে) বের হয়ে আসে; যে রকম (সহজে) মশক হতে পানি বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাওত তা গ্রহণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না বরং ঐ সকল অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তা এসে তা গ্রহণ করেন এবং ঐ কাফন ও ঐ খোশবুতে রাখেন। তখন তা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খোশবু অপেক্ষা উত্তম মিশ্‌কের খোশবু বের হতে থাকে।

তা নিয়ে ফিরিশ্তাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তাঁরা ফিরিশ্তাদের মধ্যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই পবিত্র রূহ (আত্মা) কার?' তখন তাঁরা দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যে সকল উপাধি দ্বারা ভূষিত করত, সে সকলের মধ্যে উত্তম উপাধি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'এটা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ।'

যতক্ষণ তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন (এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে।) অতঃপর তাঁরা আসমানের দরজা খুলতে চান, আর অমনি তাঁদের জন্য দরজা

খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্তাগণ তাঁদের পশ্চাদ্‌গামী হন তার উপরের আসমান পর্যন্ত। এভাবে তাঁরা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দার ঠিকানা 'ইল্লিয়্যীন'-এ লিখ এবং তাকে (তার কবরে) জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তাদেরকে জমিন হতে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করব। অতঃপর জমিন হতে আমি তাদেরকে পুনরায় বের করব (হাশরের মাঠে।)" সুতরাং তার রূহ্ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কি?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কি ক'রে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!"

তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

অতঃপর তার নিকট এক সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট সুবেশী ও সুগন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আসে এবং তাকে বলে, 'তোমাকে সন্তুষ্ট করবে এমন জিনিসের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দিবসেরই তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল।' তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তুমি কে? তোমার চেহারা তো দেখবার মত চেহারা! তা যেন কল্যাণের বার্তা বহন করে।' তখন সে বলে, 'আমি তোমার নেক আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন এ বলে, 'হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি কিয়ামত কায়েম কর! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের দিকে ফিরে যেতে পারি। (অর্থাৎ হুর, গিলমান ও বেহেশ্‌তী সম্পদ তাড়াতাড়ি পেতে পারি)।'

কিন্তু কাফের বান্দা, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করতে ও আখেরাতের দিকে অগ্রসর

হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে একদল কালো চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন। যাঁদের সাথে শক্ত চট থাকে। তাঁরা তার নিকট হতে দৃষ্টির সীমার দূরে বসেন। অতঃপর মালাকুল-মাওত আসেন এবং তার মাথার নিকটে বসেন। অতঃপর বলেন, 'হে খবীস রূহ (আত্মা)! বের হয়ে আয় আল্লাহর রোষের দিকে।'

এ সময় রূহ ভয়ে তার শরীরে এদিক-সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাওত তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেমন লোহার গরম শলাকা ভিজে পশম হতে টেনে বের করা হয়। (আর তাতে পশম লেগে থাকে।) তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন গ্রহণ করেন মুহূর্তকালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং তা অপেক্ষমাণ ফিরিশ্তাগণ তাড়াতাড়ি সেই আত্মাকে দুর্গন্ধময় চটে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকে, যা পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ অপেক্ষা বেশী। তা নিয়ে তাঁরা উঠতে থাকেন। কিন্তু যখনই তাঁরা তা নিয়ে ফিরিশ্তাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন, 'এই খবীস রূহ কার?' তখন তাঁরা তাকে দুনিয়াতে যে সকল মন্দ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হত তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ নামটি দ্বারা ভূষিত ক'রে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুকের।'

এইভাবে তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দিতে চাওয়া হয়; কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় নবী ﷺ এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতটি পাঠ করলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ} (٤٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করতে পারবে না; যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এরূপে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। *(সূরা আ'রাফ ৪০ আয়াত)*

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার ঠিকানা 'সিজ্জীন'-এ লিখ; জমিনের সর্বনিম্ন স্তরে। সুতরাং তার রূহকে জমিনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় মহানবী ﷺ এর সমর্থনে এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

{وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (٣١) سورة الحج

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে সে যেন আকাশ হতে পড়েছে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে অথবা ঝঞ্ঝা তাকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে। *(সূরা হাজ্জ ৩১ আয়াত)*

সুতরাং তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কি?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' সে বলে, 'হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।'

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। এ সময় তার নিকট একটা অতি কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট নোংরাবেশী দুর্গন্ধযুক্ত লোক আসে এবং বলে, 'তোমাকে দুঃখিত করবে এমন জিনিসের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর! এই দিবস সম্পর্কেই (দুনিয়াতে) তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হত।' তখন সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে? কি কুৎসিত তোমার চেহারা; যা মন্দ সংবাদ বহন করে!' সে বলে, 'আমি তোমার সেই বদ আমল; যা তুমি দুনিয়াতে করতে।' তখন সে বলে, 'আল্লাহ! কিয়ামত কায়েম করো না। (নচেৎ তখন আমার উপায় থাকবে না।) *(আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নং)*

শেষ ভাল যার, সব ভাল তার

যার সারা জীবনটাই ভাল, তার পরিণাম তো ভাল বটেই। যার সারা জীবনটাই খারাপ, তার পরিণাম অবশ্যই খারাপ। কিন্তু যার প্রথম জীবন ভাল এবং শেষ জীবন খারাপ, সে আসলেই খারাপ, তার পরিণাম মন্দ। আর যার প্রথম জীবন খারাপ, কিন্তু শেষ জীবন ভাল, তার পরিণামও ভাল। যেহেতু শেষ জীবনে তওবা নসীব হলে পাপের

প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। আর পাপহীন হয়ে মরতে পারলে পরিণাম তো ভাল হবেই।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, এক যুদ্ধে এক ব্যক্তি বড় বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিল। সকলে তার প্রশংসা করতে লাগল। মহানবী ﷺ বললেন, "কিন্তু ও জাহান্নামী।"

কি ব্যাপার?! সকলে অবাক হল। এক সাহাবী এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তার পিছে-পিছে ঘুরতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, লোকটি এক সময় খুবই ক্ষত-বিক্ষত হল। অতঃপর ক্ষতের যন্ত্রণা যেন অসহনীয় হলে সে নিজের তরবারিকে খাড়া ক'রে তার ধারালো ডগা নিজের বুকের মাঝে রেখে সওয়ার হয়ে গেল এবং মারা গেল।

সাহাবী এসে আল্লাহর নবী ﷺ-কে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, "কি ব্যাপার?" সাহাবী ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন, "কোন কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ লোকের দৃষ্টিতে জান্নাতীর কাজ করে, অথচ সে আসলে জাহান্নামী। আর কোন কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ লোকের দৃষ্টিতে জাহান্নামীর কাজ করে, অথচ সে আসলে জান্নাতী।" *(বুখারী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। অতঃপর তা অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ঠ না পুণ্যবান হবে তা লিখা হয়। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) তোমাদের এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে এবং সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতীদের মত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে। পরিণতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় কিছু সাদকাহ করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে

সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৯৭২নং)*

স্পষ্ট যে, কর্মের সাথে ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর পরিণামের কথা অজানা। সুতরাং বাহ্যিক ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে ধোঁকা খাওয়া মুসলিমের উচিত নয়। বরং সবকিছু যখন আল্লাহর হাতে তখন ভাল কাজ ক'রে যাওয়ার সাথে সাথে তাতে অবিচল থাকার জন্য তাঁর কাছে দুআ করা উচিত। দুআ করা উচিত, যেন আল্লাহ শুভ মরণ দান করেন।

কোন কোন নবী---নবী হওয়া সত্ত্বেও এবং জ্ঞানিগণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ফিতনার ভয়ে 'মুসলিম' ও 'সৎশীল' অবস্থায় মরণ হওয়ার দাবি জানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন।

ইউসুফ ﷵ দুআ ক'রে বলেছিলেন,

{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} (١٠١) سورة يوسف

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান করো এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।' *(সূরা ইউসুফ ১০১ আয়াত)*

মূসা ﷵ-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায় ফিরআউনের চাপের মুখে দুআ ক'রে বলেছিলেন,

{رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ} (١٢٦) سورة الأعراف

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)রূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।' *(সূরা আ'রাফ ১২৬ আয়াত)*

চিন্তাশীল জ্ঞানিগণ দুআয় বলে থাকেন,

{رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ} (١٩٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যসমূহ গোপন কর এবং মৃত্যুর পর আমাদেরকে

পুণ্যবানদের সাথে মিলিত কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৯৩ আয়াত)*

জানাযার দুআতে আমরা বলে থাকি,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا،
اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ،
اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দেবে, তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২৫২, আহমাদ ২/৩৬৮, তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, মিশকাত ১৬৭৫নং)*

অবশ্য কেউ যেন হাতেম আলীর মত বোকা সেজে এই ধারণায় বসে না থাকে যে, মরণের আগে কলেমা পড়ে নিলেই বেহেশ্‌ত চলে যাবে। যেহেতু হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তির সর্বশেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(হাকেম, মাওয়ারিদুয যামআন ৭১৯নং)*

কারণ সে সুযোগ ও তওফীক সে পাবে কি না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং সারা জীবন পাপ ক'রে মরণের পূর্বে কলেমা পড়ে বেহেশ্‌ত যাওয়ার আশাবাদিতা বোকামি বৈ কিছু নয়। তাছাড়া তওবার কাজ হলে তো মরণের পূর্বের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, নচেৎ ফিরআউন বেহেশ্‌তে যেতে পারত।

শুভ মরণের লক্ষণ

মুসলিম মারা গেলে তার পরপারের জীবন কেমন হবে তার কিছু লক্ষণ মরণমুহূর্তে অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। মৃত্যুর পর মধ্যকালে ও পরকালে তার জীবন সুখের হবে এমন শুভমরণের কিছু লক্ষণ নিম্নরূপ ঃ-

১। মরণের সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমার শুদ্ধ উচ্চারণ, কলেমাটি বিশুদ্ধচিত্তে (অর্থ জেনে) শুদ্ধভাবে পাঠ ক'রে ইন্তেকাল করলে ইনশাআল্লাহ মাইয়্যেত জান্নাতবাসী হবে। অবশ্য অন্যান্য পাপের শাস্তি তাকে পূর্বেই ভুগতে হবে। (যদি আল্লাহ মাফ না

করেন তাহলে।)

২। মরণের সময় ললাটে ঘর্মবিন্দু ঝরা। মহানবী ﷺ বলেন, "মুমিনের মৃত্যুকালে তার কপালে ঘাম ঝরে।" *(তিরমিযী ৯৮২নং, নাসাঈ ১৮২৭নং, ইবনে মাজাহ ১৪৫২নং, আহমাদ ৫/৩৫০, ৩৫৭, ৩৬০, হাকেম ১/৩৬১, ইবনে হিব্বান ৭৩০ প্রমুখ)*

৩। জুমআর রাত্রে অথবা দিনে ইন্তেকাল হওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "যে মুসলিম জুমআর দিন মারা যায় আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচান।" *(সহীহ তিরমিযী ৮৫৮নং, আহমাদ)*

৪। জিহাদের ময়দানে খুন হওয়া। আল্লাহ বলেন,

{وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنْ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّٰهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} (١٧١)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকটে জীবিত ও তারা জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত। আর তাদের পিছনের যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আপোসে আনন্দ প্রকাশ করে এই নিয়ে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে তা আপোসে আনন্দ প্রকাশ করে। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের শ্রম-ফল নষ্ট করেন না। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৯-১৭১ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি দান; তার রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে তার পাপ ক্ষমা করা হবে, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হবে, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তা পাবে, ঈমানের অলঙ্কার পরিধান করবে, সুনয়না হুরীদের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার নিজ পরিজনের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।" *(ইবনে মাজাহ, আহমাদ, সহীহ তিরমিযী ১৩৫৮নং)*

৫। আল্লাহর পথে জিহাদে থেকে গাজী হয়ে ইন্তেকাল করা। প্লেগ, পেটের রোগে বা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া। যেহেতু এমন মাইয়্যেতরা শহীদের মর্যাদা পায়। প্রাণের নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কাকে কাকে তোমরা শহীদ বলে গণ্য কর?" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে)

নিহত হয় সেই ব্যক্তি শহীদ।' তিনি বললেন, "তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদ-সংখ্যা নেহাতই কম।" সকলে বলল, 'তবে তারা আর কারা, হে আল্লাহর রসূল?' বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে (গাজী হয়ে) মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগরোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।" *(মুসলিম, আহমাদ)*

যে ব্যক্তি দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায় সেও শহীদের দর্জা পায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "শহীদ হল পাঁচ ব্যক্তি; প্লেগরোগে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত শহীদ, দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত শহীদ এবং আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত ব্যক্তি শহীদ।" *(বুখারী ৬১৫, মুসলিম)*

তদনুরূপ আগুনে পুড়ে মরা, প্লুরিসি রোগে মরা, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মহিলার প্রাণত্যাগ করাও শহীদী মরণ। নবী করীম ﷺ বলেন, "আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হওয়া ছাড়া আরো সাত ব্যক্তি শহীদ হয়; প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ডুবে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, প্লুরিসি রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পুড়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ এবং সে মহিলাও শহীদ, যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়।" *(মালেক, আবু দাউদ, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৮নং)*

ক্ষয় রোগে মরাও শুভ মরণের শুভ লক্ষণ; এমন মৃত্যুও শহীদের মর্যাদা দান করে। রসূল আমীন ﷺ বলেন, "......ক্ষয় রোগের ফলে মরণ শহীদের মরণ।" *(মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩১৭, ৫/৩০১)*

ধন-সম্পদ ডাকাতের খপ্পরে পড়লে, পরিবার পরিজন, নিজের দ্বীন বা জান বিনাশের শিকার হলে তা রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুও শহীদী মৃত্যু। নবী করীম ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ, যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ, যে নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সে শহীদ এবং যে তার নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সেও শহীদ।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

তদনুরূপ নিজের সওয়ারী থেকে পড়ে গিয়ে যে মারা যায়, সেও শহীদ। *(সহীহুল জামে' ৬৩৩৬নং)*

শত্রুঘাঁটি বা সীমান্ত প্রতিরক্ষার কাজে থাকা অবস্থায় মরণ ও শুভ মরণ। প্রিয় নবী

ﷺ বলেন, "একটি দিন ও রাতের প্রতিরক্ষা কাজ একমাস (নফল) রোযা ও নামায অপেক্ষা উত্তম। মরার পরেও তার সেই আমল জারী থাকে, যা সে জীবিত অবস্থায় করত। তার রুযী জারী হয় এবং (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।" *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)*

কোন নেক আমল ও সৎকার্য করা অবস্থায় মরণও শুভ মরণ। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে এবং সেটাই তার শেষ কথা হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে একদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে এবং সেটাই তার শেষ আমল হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কিছু সাদকাহ করে এবং সেটা তার শেষ কর্ম হয়, তবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ)*

বলা বাহুল্য, 'সব ভালো তার, শেষ ভালো যার।'

উল্লেখ্য যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'শহীদ' বলা বা উপাধি স্বরূপ ব্যবহার করা বৈধ নয়। কারণ, নির্দিষ্টভাবে 'শহীদ' কে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। অবশ্য মহানবী ﷺ যাদেরকে 'শহীদ' বলে চিহ্নিত করেছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। *(আশ্‌শারহুল মুমতে' ৫/৩৭৮)*

প্রতিবেশীর একাধিক দ্বীনদার, জ্ঞানী সৎলোক যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দ্বীনদারী ও সততার সাক্ষ্য দেয়, তবে সে ব্যক্তিও ঐ সাক্ষ্যানুসারে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে জান্নাতী হবে।

আবুল আসওয়াদ দুয়ালী বলেন, এক সময় আমি মদীনায় এলাম। তখন সেখানে চলছিল মহামারী; ব্যাপক আকারে মানুষ মারা যাচ্ছিল। আমি গিয়ে উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর নিকট বসলাম। এমন সময় একটি জানাযা পাশ দিয়ে পার হল। তার প্রশংসা করা হলে তিনি বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' আমি বললাম 'কি ওয়াজেব হয়ে গেল, হে আমীরুল মু'মিনীন?' তিনি বললেন, 'যা আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন; তিনি বলেছেন, "যে মুসলিমের জন্য চার ব্যক্তি নেক হওয়ার সাক্ষ্য দেবে, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" আমরা বললাম, 'আর তিনজন হলে?' তিনি বললেন, "তিনজন হলেও।" অতঃপর একজন সাক্ষ্য দিলে সে মর্যাদা আছে কিনা--তা আর জিজ্ঞাসা করলাম না।' *(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ)*

অবশ্য মৃতব্যক্তির পরিজনবর্গের কারো লাভজনক মনে ক'রে কোন প্রতিবেশীকে সাক্ষী মানা ও তা গ্রহণ করা বিদআত। তবে সকলের উচিত, মৃত

মানুষের দুর্নাম ও মন্দ চর্চা না করা। *(বুখারী, আবু দাঊদ, নাসাঈ, বাইহাকী)*

পূর্ণিমার দিনে বা রাতে, সূর্যগ্রহণের দিনে অথবা চন্দ্রগ্রহণের রাতে ইন্তেকাল কোন শুভলক্ষণ বা মহৎ ব্যক্তিত্বের চিহ্ন নয়। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "....চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর বহু নিদর্শনের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু অথবা জন্মের জন্য তাদের গ্রহণ লাগে না। গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দা সকলকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তদনুরূপ অমাবশ্যার রাতে মরণ কোন অশুভ লক্ষণ নয়---যেমন, বহু লোকে ধারণা ক'রে থাকে এবং মৃতব্যক্তির প্রতি কুধারণা রাখে।

অনুরূপভাবে আকস্মিক মৃত্যু এবং জাকান্দানীর সময় কষ্ট না পাওয়াও শুভমরণের লক্ষণ নয়। তবে দম যাওয়ার পর চেহারা হর্ষোৎফুল্ল ও উজ্জ্বল হওয়া এবং শাহাদতের আঙ্গুল (তর্জনী) উপর দিকে উঠে যাওয়া শুভ মরণের লক্ষণ বলা যায়।

বলাই বাহুল্য যে, শুভ মরণের সাধারণ লক্ষণ হল মরণের পূর্বে সৎকর্মপরায়ণ থাকা। তাওহীদী ঈমানে হৃদয় পরিপূর্ণ থাকলে, আল্লাহর তাক্বওয়া (পরহেযগারী) ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) থাকলে, দ্বীনদারী ও আমানতদারী থাকলে শুভ মরণের তওফীক লাভ করা যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ কারো সাথে কল্যাণের ইচ্ছা রাখলে তাকে ব্যবহার ক'রে নেন।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'ব্যবহার ক'রে নেন কিভাবে?' তিনি বললেন, "মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেক আমলের তওফীক দেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ কারো সাথে কল্যাণের ইচ্ছা রাখলে তাকে ধুয়ে নেন।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'ধুয়ে নেন কিভাবে?' তিনি বললেন, "মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেক আমলের তওফীক দেন। অতঃপর তার উপর তার মৃত্যু ঘটান।" *(ত্বাবারানী)*

আপনি শেষ জীবনে ঘরকুনো থেকে সংসারের ছোট-বড় সব কাজে জড়িয়ে না থেকে যদি মসজিদ-মাদ্রাসা, দাওয়াত-তবলীগ ও সামাজিক খিদমত নিয়ে সময়কে কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে নিশ্চয় আপনার মরণ হবে শুভ মরণ। ইসলামী জ্ঞানচর্চার পরিবেশে থেকে আপনার মরণ হলে, আপনার মরণ হবে বেহেশ্তের পথে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে ইল্ম অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত যাওয়ার পথ সহজ করে দেন।..." *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

অশুভ মরণের লক্ষণ

কিছু লক্ষণ এমন আছে যাতে বুঝা যায় যে, মওতার মওত শুভ নয়। যেমন শির্ক, কুফরী, কাবীরা গোনাহ ও বিভিন্ন অসৎকর্ম করা অবস্থায় মরণ অশুভ মরণের লক্ষণ। এ ছাড়া জান কবজের পর ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে যাওয়া, চেহারা কৃষ্ণবর্ণ বা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, মালাকুল মাওতের নিকট থেকে আল্লাহর ক্রোধের কথা শুনে মাইয়্যেতের চেহারায় অসন্তুষ্টি ও ঘাবড়ে যাওয়ার স্পষ্ট ছাপ পড়ে যাওয়া, চেহারার সাথে সারা দেহ কালো হয়ে যাওয়া প্রভৃতি অশুভ মরণের লক্ষণ ধরা যায়। আর সকলের ঠিকানা আল্লাহই অধিক জানেন। *(দেখুন, আল-বিজাযাহ ৫০পৃঃ)*

খারাপ কাজে রত অবস্থায় মরণ, নিশ্চয় ভাল মরণ নয়। ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত অবস্থায় হার্টফেল হল অথবা ভূমিকম্পে ঘর-চাপা পড়ল অথবা বন্যায় ডুবে মারা গেল, অনুরূপ যে কোন পাপে লিপ্ত অবস্থায় যে মারা গেল, তার মরণ অশুভ মরণ।

এক যুবক সকালে উঠে না, দরজা খুলে না, কি ব্যাপার? চেষ্টার পর দরজা ভেঙ্গে ঢুকে দেখা গেল কানে এয়ারফোন লাগানো অবস্থায় রাত্রে তার মৃত্যু হয়েছে। ছায়া-ছবির গান শুনতে শুনতেই তার মরণ হয়েছে।

এক যুবকের এ্যাক্সিডেন্ট হল। পুলিশ উদ্ধার করতে গিয়ে দেখল হাতের কাছে জ্বলন্ত সিগারেট, গাড়ির টেপে তখনও ছমছমাছম গান বাজছে। অথচ তার জান তাকে বিদায় জানিয়েছে।

তাছাড়া জানি না, এরা নামাযও পড়ত কি না। কারণ, বেনামাযী অবস্থায় যে মারা যায়, তার মরণ শুভ মরণ নয়।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রঃ) একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁর এক বন্ধুর ভাই দ্বীন-ধর্ম থেকে সম্পর্ক ছেদ ক'রে থাকত। বাতিল ও কুফরী দৃষ্টিভঙ্গি ও আকীদার প্রচার করত। তাঁর বন্ধু নিজের পথভ্রষ্ট ভাইকে সোজা পথে আনার জন্য অনেক চেষ্টা-চরিত্র করতেন। কিন্তু পরিণাম কিছু ভাল হতো না। বরং সে আরো বেশী করে আল্লাহ-দ্রোহিতা ও কুফ্রের গর্তে নিক্ষিপ্ত হত।

কিছু দিন পর ঐ ধর্মত্যাগী ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যু-শয্যায় পতিত হয়। তার ভাই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, কথা-বার্তা বলতেন এবং হিদায়াত ও সোজা পথ প্রাপ্তির ঐকান্তিক চেষ্টা করতেন। ওকে তবলীগ করতেন। যাতে তাঁর ভায়ের 'খাতেমা বিল খায়ের' (কলেমার উপরে মৃত্যু) হয়। একদিন সেই রুগী তার ভাইকে বলল, 'আমাকে কালাম পাক দাও।'

এ কথা শুনে তার ভাই খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমার পীড়িত ভাইকে হিদায়াত দান করেছেন। এই জন্যই হয়তো কুরআন তিলাওয়াতের ইচ্ছা পোষণ করছে। কিন্তু তার ভাই যখন কুরআন মাজীদ সঙ্গে নিয়ে পীড়িত ভায়ের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন সে দেখেই বলল, 'এটা কুরআন?'

তার ভাই বললেন, 'হ্যাঁ।'

অতঃপর হতভাগ্য নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এ বান্দা এই কুরআনকে অস্বীকার করে!'

অতঃপর তখনই সে মারা গেল! (অল-ই'য়াযু বিল্লাহ।) *(সুনাহরে আওরাক্ব ২৭৬ পৃঃ)*

শায়খ আব্দুল আযীয বিন রাওয়াদ হতে ইবনে রজব বর্ণনা করছেন, আমি একজন মৃত্যু-কষ্টে উপনীত ব্যক্তির পাশে ছিলাম এবং তাকে কালেমায়ে তাইয়েবাহ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ। পড়ে শুনাচ্ছিলাম। কিন্তু ওর জিহ্বায় এই কলেমাহ উচ্চারিত হচ্ছিল না। শেষ কথা যা তাঁর জিহ্বা থেকে বের হলো, সেটা ঐ কলেমা অস্বীকার করার শামিল ছিল। অতঃপর তার মৃত্যু হয়ে গেল।

আমি ওর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, ওর পূর্ব-জীবন কেমন ছিল? উত্তরে বলা হলো, সে মদ্যপানের অভ্যাসী ছিল।

শাইখ আব্দুল আযীয বলতেন, 'গুণাসমূহ থেকে দূরে থাকো। কারণ তা মানুষকে সর্বনাশগ্রস্ত করে দেয়।'

রাবী' বিন সাবরাহ বিন মা'বাদ জুহানী; যিনি বসরার প্রসিদ্ধ আবেদগণের মধ্যে একজন ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ আবেদ থেকে ইমাম কুরতুবী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, উনি সিরিয়া রাজ্যে কিছু লোকের নিকটে বসে ছিলেন। ওদের মধ্যে একজন ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি ছিল। তাকে বলা হলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল।' উত্তরে সে বলল, 'তুমি নিজেও পান কর, আর আমাকেও পিয়ালা ভরতি (মদ) দাও।'

এই রকমই আর একটি লোককে বলা হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল।' উত্তরে সে

বলল, 'দশ টাকা জোড়া। দশ টাকা জোড়া।' এই লোকটি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করত। আর সে (খদ্দের ডাকার জন্য) সব সময় এই বাক্যটি বলতে থাকত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যম (রঃ) তাঁর প্রণীত 'আল-জাওয়াবুল কা-ফী' গ্রন্থে বলেছেন যে, একজন মরণমুখী ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার জন্য তালক্বীন করা হলো। তখন উত্তরে দাবা খেলার দুটো ঘুঁটির নাম 'শাহ' আর 'রুখ' উচ্চারণ করছিল। এই লোকটি অধিকাংশ সময়ে দাবা খেলত। আর এই শব্দগুলোই শেষ মুহূর্তে তার জিহ্বার উপরে ছিল।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

হে আল্লাহ! আমরা জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(ঐ ১৩৮ পৃঃ)*

সুফয়্যান সওরী (রঃ) বলেন, আমি একবার একটি লোককে কা'বার চাদর ধরে লটকানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। সে লোকটি বলছিল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপত্তা-শান্তি দান কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপত্তা দাও।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম 'ভাই, কি ব্যাপার? এত করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছ?'

সে বলল, আমরা চার ভাই ছিলাম। আমার তিন ভাই মারা গেছে। তারা মৃত্যুর সময়ে আল্লাহর পরীক্ষায় পড়ে বেঈমান হয়ে মারা গেছে। কেবল আমিই জীবিত আছি। জানি না আমার জীবনের সমাপ্তি কিভাবে ঘটবে? তাই আল্লাহর দরবারে ঐ দুআ করছি। *(ঐ ২৭৩ পৃঃ)*

আসল ঘর

'বাড়ি বাড়ি কর তুমি মিছা তোমার ধারণা,
কবর তোমার আসল বাড়ি মাটি তোমার বিছানা।'

মনরে আমার! তোর আসল ঘর হল কবর। মাটি হল তোর বিছানা। তুই দেহ ত্যাগ ক'রে চলে যাবি। অতঃপর আত্মীয়রা সেই দেহকে সত্বর বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবে। আর বাড়িতে রাখবে না, রাখতে পারবে না। তাই বড় যত্নের সাথে তোর গোসল দিয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে, সাদা কাপড় পরিয়ে দিয়ে খাটে ক'রে তোকে তোর আসল ঘরে দিয়ে আসবে।

একদিন বিবাহের জন্য সাজ-সজ্জার সাথে তোর সাথে অনেক বরযাত্রী গিয়েছিল, আজও তোর সাথে তার চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী যাবে। সসম্মানে শেষ-পালকিতে চড়ে শেষ সফরে যাবি তুই।

আর কেউ রাখবে না তোকে তোর ঘরে। চির-বিদায় দেবে তোকে। বড় নাম ছিল

তোর, বড় জোর ছিল তোর, এখন সব শেষ। কবির মত তুই বল,

“একদিন আমি মানুষ ছিলাম, আমার একটা নাম ছিল,
সবার মত আমার দেহে রক্ত-পানি-ঘাম ছিল।
আমার দেহে শক্তি ছিল, ছিল মনের বল,
জোর খাটিয়ে দেখিয়েছি কত না কৌশল।
বিত্ত ছিল তাই সমাজে আমার অনেক দাম ছিল।।
গায়ের জোরে ধনের জোরে কথা বলেছি,
অহংকার ও বাহাদুরীর সাথে চলেছি।
নাম ধরে কেউ বলছে না আজ, বলছে, ‘মরা লাশ’,
দাফন হবে জলদি কখন নইলে সর্বনাশ।
রাখলে সবাই আমার ঘরে লাশের ভয়ে কাঁপছিল।।”

ওরে মন! শোক-সন্তপ্ত মনে কত লোক তোর জানাযা পড়বে, তোর জন্য দুআ করবে। যথাসময়ে তোর ঘরের মুক্ত দরজা দিয়ে তোকে প্রবেশ করানো হবে। বড় প্রশস্ত ঘর বানিয়েছিলি দুনিয়াতে, কিন্তু এখন লোকে তোর জন্য ছোট্ট একটি নিমুরি কুঠরি বানিয়েছে। একটা মাত্র রুম। একতলা মাত্র। সে ঘরে কোন সাজ-সরঞ্জাম নেই। খানা-পিনার ব্যবস্থা নেই। কারেন্ট্ নেই, ফোন নেই। সঙ্গী-সাথী কেউ নেই, আত্মীয়-স্বজন নেই, খাদেম-দাসী নেই।

জানি না, তুই আল্লাহর নাম কিভাবে নিয়েছিলি, রাসূলুল্লাহর মিল্লাতে ছিলিস কি না? লোকেরা তোকে ‘বিসমিল্লাহ, আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ’ বলে মাটিতে শুইয়ে দেবে। তারপর চেহারার বাঁধনটি খুলে মুখটি বের ক’রে দেবে। অনেকে শেষবারের মত তোকে দর্শন করবে। তারপর?

তারপর কবর থেকে উঠে এসে তোকে সেই ছোট্ট মাটির বাক্সে রেখে তার উপর বাঁশ অথবা পাটা রেখে মাটি চাপিয়ে দেবে। সযত্নে লেপা-মোছা ক’রে তোর শেষ ঘরটিকে সুন্দর ক’রে বানিয়ে দেবে। তারপর?

তারপর ক্ষণেকের জন্য দুআ ক’রে কবরস্থান থেকে প্রস্থান করবে। কেউ থাকবে না তোর সাথে।

ভেবে দেখ মন, একাকী দুনিয়ায় কত ভয় খেতিস, মাঠে-জঙ্গলে-ময়দানে একা যেতে আতঙ্কিত হতিস। তবুও তখন আহবান করলে সাড়া পাওয়ার আশা ছিল। আর এখন তুই নেহাতই একা, ডাকলে সাড়া দেওয়ার মত কেউ কোথাও নেই। আঁধার গোরের

ভিতর তুই কি করবি একাকী?

কিছুক্ষণ বা দিনের মধ্যে তোর দেহে পোকা ধরবে, তোর দেহের মাংস পচে গলতে শুরু হবে। পরিশেষে হাড্ডি থাকবে, তাও একদিন মাটি হয়ে যাবে। তোর দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপর কি সব শেষ?

না। তারপর তোকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

لو أنّا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة لكل حي

ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء

অর্থাৎ, যদি মরণের পর আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে মরণই প্রত্যেক জীবের জন্য আরামদায়ক হত।

কিন্তু মরণের পর আমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তোর হিসাব হবে। তোকে প্রশ্ন করা হবে, তোর রব কে? তোর দ্বীন কি? তোদের মাঝে প্রেরিত ব্যক্তি কে?

উত্তর খুব সহজ লাগে মন। সত্যই সহজ; যদি রবকে সত্যই চিনে থাকিস, দ্বীনকে সত্যই মেনে থাকিস, নবীর সত্যই অনুসরণ ক’রে থাকিস। নচেৎ এ সহজ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন।

অতএব পাশ-ফেল দুই ভায়ের মধ্যে এক ভায়ের মত তোর অবস্থা হবে।

হয় সে ঘর খুব সংকীর্ণ হবে, যাতে পাঁজরের হাড়ও খাঁজাখাঁজি হয়ে যাবে, না হয় সে ঘর প্রশস্ত হবে; যদ্দূর দৃষ্টি যায় তদ্দূর পরিমাণ।

হয় তোর জন্য বেহেশ্তের বিছানা বিছানো হবে, না হয় আগুনের বিছানা।

আমল তোর সাথী হবে, ভাল অথবা কালো।

হয় কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকবি, না হয় প্রত্যহ আগুনের আযাব দগ্ধ করবে। সাপ-বিছুতে দংশন করবে, লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত খেতে হবে। আরো কত কি!

সুতরাং সতর্ক হ’ মন! মরণকে স্মরণ ক’রে কবর ঘর তৈরী কর। দুনিয়ার ঘর বানানো নিষেধ নয়, তাও বানা, ভালভাবে থাকার জন্য, মহিলাদেরকে পর্দায় রাখার জন্য ভাল ঘর বানা; কিন্তু কবরের ঘর বানাতে ভুলে যাস্ না। খেলার ঘর বানিয়েছিস, এবার বাস করার ঘর বানা। নকল ঘর বানিয়েছিস, এবার আসল ঘর বানিয়ে নে।

أيا عبدُ كم يراك اللّهُ عاصيا　　حريصاً على الدُنيا وللموتِ ناسيا

أنسيتَ لقاء الله واللحد والثرى ؟　　ويوماً عبوساً تشيبُ فيهِ النواصيا

لو أن المرءُ لم يلبس ثياباً من التُقى　　تشرّد عُرياناً و لو كان كاسيا

ولو أن الدنيا تدومُ لأهلِها　　لكان رسولُ اللهِ حياً و باقيا

হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তোমাকে কত দেখছেন, তুমি পাপে লিপ্ত আছ, দুনিয়ার প্রতি লালায়িত আছ এবং মৃত্যুকে ভুলে আছ।

তুমি কি আল্লাহর সাক্ষাৎ, কবর ও মাটির ঘরকে ভুলে আছ? এবং সেই ভীষণ দিনকে ভুলে আছ, যেদিনকার ভয়ে মাথার চুল পেকে যাবে।

মানুষ যদি 'তাক্বওয়া'র লেবাস না পরে, তাহলে কাপড় পরে থাকলেও আসলে সে উলঙ্গ।

আর দুনিয়া যদি মানুষের জন্য চিরস্থায়ী হত, তাহলে আল্লাহর রসূল চিরকাল জীবিত থাকতেন।

{رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ} {رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ }

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত